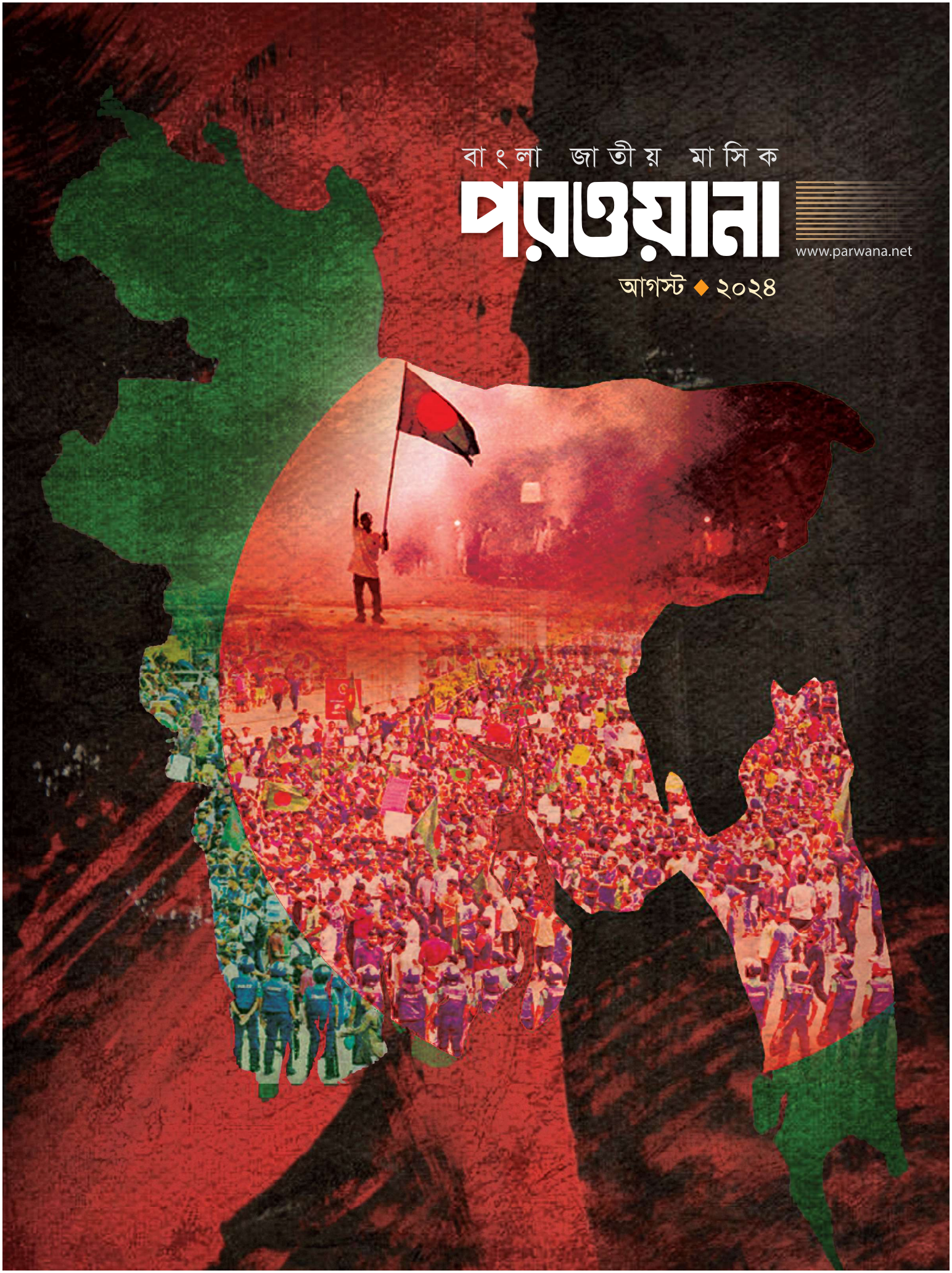
বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
www.parwana.net
আগস্ট ◆ ২০২৪

বাংলা জাতীয় মাসিক

# পরওয়ানা

৩১তম বর্ষ ■ ৭ম সংখ্যা

আগস্ট ২০২৪ ♦ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১ ♦ মহররম-সফর ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
**মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী**

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
**আহমদ হাসান চৌধুরী**

সম্পাদক
**রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী**

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

## সূচিপত্র

**তাফসীরুল কুরআন**
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৪

**শারহুল হাদীস**
মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে পরিত্যাজ্য কয়েকটি মন্দ স্বভাব/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৬

**সাহাবা**
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত/মাওলানা ছালিক আহমদ (র.) ০৮

**প্রবন্ধ**
যেভাবে নামাযে মনোযোগী হবো/মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার ১০
ইসলাম ধর্মের দুটি অবস্থা ও তাকে রক্ষা করার দুটি প্রতিশ্রুতি/মূল: ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদিরী
অনুবাদ: জিয়াউল হক চৌধুরী ১২

**আলোকপাত**
দেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বয়ান/মারজান আহমদ চৌধুরী ১৪

**ফিকহ**
নামাযের মাসাইল/মো: মুহিবুর রহমান ১৭
নামাযের পর পাঠ্য ফদীলতপূর্ণ আযকার/ইব্রাহিম আরিফ ২০

**আন্তর্জাতিক**
এক বিপ্লবী নেতার শাহাদত ও আযাদীর সংগ্রামের ভবিষ্যত/মুহাম্মাদ বিন নূর ২৭

**মসনবীর গল্প**
নিজেকে সঁপে দাও তার সমীপে/ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ২৯

**আলোর পরশ**
মার্কিন নাগরিক নওমুসলিম ডা. জন পার্কস এর সাক্ষাৎকার ৩২

**নিয়মিত**
এই মাসে এই চাঁদে ৩৪
ক্যারিয়ার ৩৫
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৬
এক নজরে গতমাস ৩৯
আবাবীল ফৌজ ৪১
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

# সম্পাদকীয়

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم– اما بعد

চার বছরের শিশু আব্দুল আহাদ। ঘরের ব্যালকনিতে বাবা-মায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল বাসার নিচে চলমান আন্দোলনের দৃশ্য। হঠাৎ পড়ে যায়, বাবা-মা হয়তো ভেবেছিলেন ছেলে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে, কিন্তু তুলতে গিয়ে দেখেন ছেলের চোখে গুলি লেগেছে। একদিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করে শিশুটি। ছয় বছরের শিশু রিয়া দুপুরের খাবার শেষে ছাদে খেলছিল। বাসার বাইরে গোলযোগ শুনে বাবা দৌড়ে যান ছাদে, মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসতে। ছাদে উঠে শিশুটিকে কেবল কোলে নিয়েছেন, অমনি ঘাতক বুলেট এসে আঘাত করে অবুঝ শিশুর মাথায়। বাসার কাছের ক্লিনিক পাঠিয়ে দেয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, সেখানে অস্ত্রপাচার হলেও শেষ পর্যন্ত মারা যায় শিশুটি।

না, এগুলো ফিলিস্তিনের গাযা উপত্যকার কোন গল্প নয়, নয় কোন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের যুদ্ধের করুণ কাহিনী। এসবই ঘটেছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে। যুদ্ধপরিস্থিতিতেও যে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকা উচিত বলে মনে করা হয়, বলতে গেলে খুব সাধারণ একটা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে সেই শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। দেশজুড়ে গণমাধ্যম কর্তৃক নিশ্চিতকৃত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় আড়াই শতাধিক মানুষের জীবনাবসান হয়েছে, সরকারি হিসেবে যদিও সে সংখ্যাটি আরো শ খানেক কম। ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউটে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বাংলাদেশে সেই কয়েক দিনে প্রকৃত অর্থে কী ঘটেছে, তা অবশ্য আমরা কেউই জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি, তাতেই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

এতোগুলো নিরপরাধ জীবনের অবসান হলো ছোট্ট এক দাবিতে গড়ে উঠা আন্দোলনে কেবল যথাসময়ে সাড়া না দিয়ে তার বদলে মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রদর্শনের কারণে। সরকারের তরফে সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বদলে নিরীহ আন্দোলনকারীদের উপর উল্টো যথেচ্ছা শক্তিপ্রয়োগ করতে গিয়ে উপরে বর্ণিত দুই শিশুর মতো এমন অনেক নাগরিককেও প্রাণ হারাতে হলো, যাদের আসলে এই আন্দোলন কিংবা কোন আন্দোলনের সাথেই নেই কোন সম্পর্ক। চার বছরের শিশুটি হয়তো আন্দোলন শব্দটিও জানে না, বুলেট সম্পর্কে হয়তো তার ধারণা ছিল শূন্য, কিন্তু তারও রক্ষা হলো না। অনলাইনে বিচরণ করতে গেলেই উপরের দুটি ঘটনার মতো এমন আরো বহু ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠে, তার চেয়েও বেশি সংখ্যক ঘটনা আমাদের অজানাই থেকে গেছে, হয়তো কোন দিনই জানতে পারবো না।

বিশাল এই মৃত্যু মিছিলের আলোচনা পূর্ণ করার সুবিধার্থে কেবল কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি। গত অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি নিবীড় পর্যবেক্ষণের ফলে যে হিসেবগুলো বারবার সামনে আসছে— ১৯৮৭ সালে প্রথম ইন্তিফাদার প্রথম একমাসে শহীদ হয়েছেন ৩৫ জন ফিলিস্তিনী। ২০০০ সালের দ্বিতীয় ইন্তিফাদার প্রথম এক মাসে সেই সংখ্যা ছিল ১৪১ জন। ২০০৭ এর গাযা যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহের শহীদের সংখ্যা দুই শতাধিক, ২০২১ সালে সেই সংখ্যা ২৫৬ জন। আর ২০২৪ এর দূর্বিসহ জুলাই মাসে রংপুরের আবু সাঈদের মৃত্যুর পরের এক সপ্তাহে মোট মৃত্যু সংখ্যা প্রথম সারির গণমাধ্যমের হিসেবে আড়াই শতাধিক, সরকারি হিসেবে দেড় শত!

এই লেখা যখন লিখছি, তখনো প্রিয় বাংলাদেশে শান্তি ফিরেনি, মৃত্যুর মিছিল থামলেও গ্রেফতার আতঙ্কে ভুগছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ। এমনকি মৃত ব্যক্তির বাসভবনে পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পুলিশ চলে গেছে, এমন খবরও গণমাধ্যমে পড়তে হচ্ছে।

সব ধরনের আইন ভঙ্গ করে ১৮ বছরের কম বয়সী কিশোরকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনায় যদিও সে দুর্ভাগ্য শেষ পর্যন্ত বরণ করতে হয়নি কিশোরটিকে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয় কতটা নির্বিচারে চলছে গ্রেফতারযজ্ঞ।

এই যে শত শত মানুষের মৃত্যু, হাজার হাজার মানুষের পঙ্গুত্ব বরণ— এর পিছনের কারণটা আসলে কী? ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী সব কোটা বাতিল করেছিলেন যে পরিপত্র জারি করে, গত জুন মাসে উচ্চাদালত সেই পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। তার প্রেক্ষিতে মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছিলেন। প্রথমে খুবই সাদামাটা আন্দোলন চলছিল, ক্রমে সে আন্দোলনের উত্তাপ খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও মোটের উপর শান্তিপূর্ণই ছিল বলা চলে। এরকম পরিস্থিতিতে দেশের সরকার প্রধান চীন সফরে গেলে আন্দোলনকারীদের আশা ছিল, তিনি দেশে ফিরলে হয়তো সমাধান হতে পারে, কারণ কে না জানে তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কারোরই কোন সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তিনি দেশে ফিরে যে সংবাদ সম্মেলন করলেন তাতে আন্দোলনের আগুনে পানির বদলে যেন ঘি ঢেলে দেওয়া হলো।

তারপরের ঘটনা সকলের জানা— আন্দোলনের উত্তাপ বৃদ্ধি, সরকার দলের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ছাত্রলীগের মাধ্যমে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাধারণ ছাত্রদের তোপের মুখে ছাত্রলীগের পলায়ন, রংপুরে বলতে গেলে লাইভ গুলিবর্ষণ করে শিক্ষার্থী খুন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ থেকে শিক্ষার্থীদের বিতাড়ন এবং সেই প্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবন বাজি রেখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। এই পর্যায়ে এসে আর কোটা সংস্কার আন্দোলনের মূল ইস্যু থাকেনি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিকট সরকারি চাকরির কোটা ব্যবস্থা মোটেও প্রাসঙ্গিক কোন বিষয় নয়। মূলত আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বত্র আন্দোলন বিস্তৃত হতে শুরু করে, এমনকি সাধারণ মানুষও এই আন্দেলনে সংযুক্ত হয়ে পড়েন।

পুরো আন্দোলনের শুরু থেকে এখন অবধি যে বিষয়টি সবচেয়ে দুঃখজনক, তা হলো আন্দোলনকারীদের প্রকৃত ভাষা বুঝতে না পেরে কর্তারা কেবলই ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কেবলই বিলম্ব করছেন। শেষ অবধি আপিল আদালতের শুনানি এগিয়ে এনে কোটা সংস্কারের দাবি বাস্তবায়ন করা হলেও তার মধ্যেই যে মানুষগুলোর জীবন চলে গেছে, সে বিষয়ে বলতে গেলে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। উল্টো রংপুরে লাইভ ভিডিওতে পুলিশের গুলিতে নিহত শিক্ষার্থীর মৃত্যুর মামলায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদেরকেই গ্রেফতার করা হচ্ছে, তাদের ছোড়া ইট-পাটকেলে নাকি তার মৃত্যু হয়েছে — এমন হাস্যকর দাবি তুলে।

এই আন্দোলন এবং তৎপরবর্তী দেশের পরিস্থিতি নিয়ে লেখার মতো ইস্যুর শেষ নেই, কিন্তু এতোগুলো নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুর পর গুছিয়ে সেসব কথা লেখা সম্ভবও না। অবিলম্বে মামলা ও গ্রেফতারের নামে আন্দোলনকারীদের হয়রানি বন্ধ করে আন্দোলনকারীদের মৃত্যুর জন্য দায়ি প্রত্যেকের বিচার নিশ্চিত করা এবং উসকানিদাতা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য উপায়ে পরিস্থিতির সমাধান নিশ্চিত করা হোক, এই দাবি রইলো। অন্যথায় শক্তি প্রয়োগ করে তারুণ্যের দ্রোহের আগুন নেভানো যাবে না, বরং সুযোগ পেলেই তা আবারো জ্বলে উঠবে, হয়তো আরো ভয়ঙ্কররূপে। এখনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো বন্ধ থাকায় হয়তো কিছুটা নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির দেখা মিলছে, কিন্তু ক্যাম্পাস খুললে নিহত শিক্ষার্থীদের সহপাঠীরা তাদের সহপাঠীদের মৃত্যুর জন্য দায়ীদের বিচারের দাবিতে আবারো উত্তাল যে হবে না, সে নিশ্চয়তা দেওয়া বেশ কঠিন। তাই দমন-পীড়ন ছেড়ে যৌক্তিক উপায়ে পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এখনই। তরুণ প্রজন্মের প্রতি তাচ্ছিল্য নয়, বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী হতে হবে, তাদের বিপক্ষে নয় বরং তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, তবেই কেবল দূর্বিসহ জুলাইয়ের ভয়াল স্মৃতিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া যাবে সম্মুখপানে।

# আত্‌-তানভীর

## আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
## ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
**মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী**

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُو الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ– الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ– الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ– وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

**অনুবাদ: আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলাহর দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন এর দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, তা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলীল পেশ করো, তবুও তারা কিবলাহর অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের কিবলাহর অনুসারী নও এবং তারাও পরস্পরের কিবলাহর অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, নিশ্চয়ই তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাদের একদল জেনেশুনে সত্য গোপন করে থাকে। সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৪-১৪৮)**

**তাফসীর:**

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবাগৃহকে কিবলাহ নির্ধারণ করার আগ্রহ কেন প্রকাশ করতেন এ প্রসঙ্গে আহলে তাবীলগণ মতপার্থক্য করে থাকেন।[১]

একদল বলেন, ইয়াহুদীরা বলতো মুহাম্মদ ﷺ কিবলার ব্যাপারে আমাদের অনুসরণ করছেন। কিন্তু আমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করছেন।[২]

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, তারা বলত, মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কিবলার ব্যাপারে আমাদের অনুসরণ করছেন। তখন রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করেন এর ফলে قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ থেকে شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং ইয়াহুদীদের يخالفنا ويتبع قبلتنا এমন কথা বন্ধ হয়ে যায়। যুহরের নামাযে কিবলাহ পরিবর্তন হয় এবং নামাযের মধ্যেই পুরুষের জায়গায় মহিলা এবং মহিলাদের জায়গায় পুরুষ চলে আসেন। হযরত ইবন যাইদ (রা.)ও এ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণনা করেন।[৩]

অন্য একদল বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ কাবাকে কিবলাহ বানানো পছন্দ করতেন, যেহেতু এ কিবলাহ তার মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এরও কিবলাহ ছিল।[৪]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনা শরীফ হিজরত করলেন, তখন তথাকার অধিকাংশ বাসিন্দা ইয়াহুদী ছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে নামায পড়তে বললেন। অথচ রাসূল ﷺ হযরত ইবরাহীমের কিবলাহকে পছন্দ করতেন। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতেন। আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন। যেহেতু আমি দেখলাম হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার চেহারা মুবারক আসমানের দিকে করে দিয়েছেন, তখনই আমি আপনার পছন্দসই কিবলাহ নির্ধারণ করে দিলাম কাবাগৃহ।[৫]

হযরত ইবন জারীর (রা.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ বাইতুল মুকাদ্দাস হতে কাবার প্রতি কিবলাহ পরিবর্তনের পূর্বে চোখ উঠিয়ে দেখছিলেন এবং কাবাকে কখন কিবলাহ করা হচ্ছে সেই ক্ষণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অর্থাৎ তিনি বাইতুল হারামকে কিবলাহ করার আগ্রহী ছিলেন।

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে নামায আদায় করত। যখন রাসূল ﷺ মদীনায় তাশরীফ আনলেন তিনিও হিজরতের পর হতে আঠারো মাস বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে নামায আদায় করেন। রাসূল ﷺ যখন নামায আদায় করতেন তখন মাথা উঠিয়ে আসমানের দিকে অবলোকন করতেন। এভাবে নামায আদায় করছিলেন। একদিন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে হয়ে নামায পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি কাবাকে কিবলাহ করে নামায আদায় করা পছন্দ করতেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন।[৬]

**حَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ**

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা যেখানেই থাকো না কেন বাইতুল হারামের দিকে হয়ে যাও। এখানে شَطْرَ শব্দের অর্থ দিক, ইচ্ছা, সাক্ষাৎ, সামনে এসব অর্থে আরবী পরিভাষায় شَطْرَ ব্যবহার করা হয়।[৭]

**إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ**

অবশ্যই আহলে কিতাবের আলিমগণ জানেন যে কিবলার পরিবর্তন সত্য এবং তা তাদের রবের নিকট হতেই আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ হতে বে-খবর নন। অর্থাৎ আহলে কিতাবের আলিমগণ খুবই জানে যে, মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরানো সত্য এবং এ কথাও জানে যে, এ মসজিদে হারামকে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানাদি এবং সকল বান্দাহর জন্য কিবলাহ নির্ধারণ করেছেন, যা সকলের জন্য ফরয।[৮]

**وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُو الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْض**

-হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি যদি আহলে কিতাব এর কাছে সমস্ত আয়াতও উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার অনুসরণ করবে না এবং কাবাগৃহকে কিবলাহ মানবে না। আর আপনিও তাদের কিবলাহর অনুসরণ করবেন না। তাদের মধ্যে একদল অন্য দলের কিবলাহ অনুসরণ করেনা।

**وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ**

আপনি যদি তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের কিবলাহর অনুসরণ করেন আপনাকে জ্ঞাত করা সত্ত্বেও; তাহলে আপনি সীমালঙ্ঘনকারী হবেন। অর্থাৎ আপনি কিবলাহ পরিবর্তন সম্পর্কে ইয়াহুদী এবং নাসারাদের নিকট সমস্ত দলীল পেশ করলেও তারা তা মানবে না। কারণ আপনি তো জানেন তারা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আপনি তাদের কিবলাহর অনুসরণ করবেন না। কারণ তারা মনগড়া পূর্বদিককে কিবলাহ বানিয়ে নিয়েছে। আর নাসারাগণ ইয়াহুদীদের কিবলাহ অনুসরণ করবে না। কারণ তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ বানিয়েছে। তাদের দাবী অমুলক ও অসত্য জানা সত্ত্বেও যদি আপনি তাদের অর্থাৎ ইয়াহুদী এবং নাসারার অনুসরণ করেন, তাহলে আপনাকে নির্দেশ অমান্যকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।[৯]

**الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ**

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এ ব্যাপারে এমনভাবে জানে যেমন একজন লোক তার ছেলেমেয়েকে জানে। তা সত্ত্বেও একটি দল সে সত্যকে গোপন করছে। অর্থাৎ ইয়াহুদী এবং নাসারা আলিমগণ জানে কিবলাহর পরিবর্তন হুকমে ইলাহী এবং সত্য। ইয়াহুদী এবং নাসারাগণ একথাও জানে যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। কারণ তারা তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষণসমূহ অধ্যয়ন করেছে। তারা জানে যে, আখেরী নবীর চাল-চলন এবং বিশেষণসমূহ এরকম হবে এবং নবী ﷺ তাদের কাছে আবির্ভূত হওয়ার পর সেসব বৈশিষ্ট্যসমূহ অবলোকন করছে, প্রত্যক্ষ করছে এবং তা তাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে; তা সত্ত্বেও তারা আজে-বাজে কথা বলছে।[১০]

**الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ**

অর্থাৎ কাবাগৃহ যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলাহ এবং আল্লাহ প্রদত্ত, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি কখনো সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তির মত হবেন না এবং ইতঃস্তত করবেন না।[১১]

**وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা لِكُلٍّ শব্দ ব্যবহার করে আহলে মিল্লাতের প্রতি ইশারা করেছেন এবং وِجْهَةٌ শব্দ ব্যবহার করে কিবলাহ বুঝিয়েছেন।[১২]

আর فَاسْتَبِقُوا শব্দ দ্বারা سارعوا (তাড়াতাড়ি কর) অর্থ বুঝিয়েছেন।[১৩]

প্রত্যেক আহলে মিল্লাতের জন্য পৃথক পৃথক এক একটা কিবলাহ রয়েছে। আর সেদিকে সে মুখ করে। সুতরাং তোমরা আমলে সালিহ করার জন্য দ্রুত চল। তোমরা যেখানেই মৃত্যুবরণ করো না কেন, সেখান হতে তোমাদেরকে উঠানো হবে এবং কিয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে। একথা জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

মূলতঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন, ভালো কাজে দেরি করতে নেই। তোমরা তাড়াতাড়ি কাবাকে কিবলাহ বানিয়ে নাও এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করে জীবনে প্রতিফলন করো, যেভাবে পূর্ববর্তীরা দেরি করে এবং দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি করে অনেক কিছু হারিয়েছিল। তাদের মত দেরি করো না।

১. তাবারী, ৩/১৭৩; ২. প্রাগুক্ত; ৩. তাবারী, ৩/১৭৩-১৭৪; ৪. তাবারী, ৩/১৭৪; ৫. প্রাগুক্ত; ৬. তাবারী, ৩/১৭৩; ৭. তাবারী, ৩/১৮২; ৮. তাবারী, ৩/১৮৩; ৯. তাবারী, ৩/১৮৬-১৮৭; ১০. তাবারী, ৩/১৮৯; ১১. তাবারী, ৩/১৯০; ১২. তাবারী, ৩/১৯২; ১৩. তাবারী, ৩/১৯৬;

# মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে পরিত্যাজ্য কয়েকটি মন্দ স্বভাব

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

## হাদীসের মূলভাষ্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.رواه مسلم.

**অনুবাদ:** হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করো না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো না, একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, একজনের দর-দামের উপর অন্যজন দর-দাম করো না। বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। (মুসলিম, হাদীস নং ৬৩০৯)

## হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং পারস্পরিক আচরণে অন্যের অধিকার লঙ্ঘন হয় এমন কার্যাবলি থেকে নিষেধ করেছেন। পারস্পরিক ঈর্ষা, ধোঁকাবাজি, বিদ্বেষ বা শত্রুতা ইত্যাদি নিষেধ করার পাশাপাশি পরস্পর আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে থাকার নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

### অন্যের প্রতি ঈর্ষা নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لَا تَحَاسَدُوْا -তোমরা একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করো না। এখানে ঈর্ষা বুঝাতে হাদীস শরীফে হাসাদ (حَسَد) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হাসাদ হলো, কোনো নিআমত অন্যের থেকে দূর হওয়া কিংবা অন্যের থেকে দূর হয়ে নিজের মধ্যে চলে আসা কামনা করা। এরূপ কামনা করা জায়িয নয়। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ কামনা করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

-তোমরা ঈর্ষা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা ঈর্ষা নেকীসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৮২৩)

হাসাদ বা ঈর্ষা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দাবির বিপরীত। ভ্রাতৃত্বের দাবি হলো, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবে, অপরের ভালো দেখলে সন্তুষ্ট হবে, নিজের জন্য যা পছন্দ অপরের জন্যও তা পছন্দ করবে। কিন্তু হাসাদ এমন নিকৃষ্ট স্বভাব, যা অপরের কল্যাণ কামনার বদলে তার থেকে নিআমতের বিলুপ্তি কামনা করে। এ থেকে বেঁচে থাকা সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, অন্যের মধ্যে যে নিআমত আছে তা তার থেকে দূর হওয়ার কামনা ব্যতিরেকে নিজের মধ্যেও তা কামনা করা দোষণীয় নয়। এটি হাসাদ নয় বরং গিবতা (غبطة), যা বাংলাতে ঈর্ষা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এমন ঈর্ষা বৈধ। কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তাআলা যে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন এর প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ঈর্ষান্বিত হবেন। এটি হলো গিবতা। অর্থাৎ সকলেই এমন নিআমতের আকাঙ্ক্ষী হবেন।

হাদীস শরীফে কখনও কখনও 'গিবতা' বুঝাতে 'হাসাদ' শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সহীহ বুখারী'র মধ্যে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

-দুই ক্ষেত্র ছাড়া হাসাদ বা ঈর্ষা বৈধ নয়।

১. কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব তথা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন অতঃপর সে গভীর রাতে তা তিলাওয়াতে রত থাকে।

২. কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন অতঃপর দিবারাত্র সে তা দান করে। (বুখারী, হাদীস নং ৪৬৫৫)

অন্য হাদীসে ঈর্ষা বৈধ'র ক্ষেত্র হিসাবে এমন দুই ব্যক্তির কথা রয়েছে যাদের কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন ও হক পথে তা ব্যয় করার ক্ষমতাও তাকে দিয়েছেন এবং অপর ব্যক্তিকে আল্লাহ হিকমাত তথা প্রজ্ঞা দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে বিচার-ফয়সালা করে ও অন্যকে তা শিক্ষা দেয়। (বুখারী, হাদীস নং ৭৩)

গিবতা বা ঈর্ষার বৈধ রূপ কী নিম্নোক্ত হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে। বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ

-দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশী বলে, হায়! অমুককে যেমন দেওয়া হয়েছে আমাকেও যদি তেমন জ্ঞান দেওয়া হতো, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন এবং সে উক্ত সম্পদ হক পথে খরচ করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে, হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মতো সম্পদ দেওয়া হতো, তাহলে সে যেমন ব্যয় করেছে, আমিও তেমন ব্যয় করতাম। (বুখারী. হাদীস নং ৪৬৫৬)

এ হাদীসে অন্যের মতো নিআমত লাভ করলে তাঁর মতো আমল করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যের নিআমত তার থেকে দূর হওয়া কামনা করা হয়নি। সুতরাং এটি জায়িয তথা বৈধ।

### ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, وَلَا تَنَاجَشُوْا -আর তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করো না। তানাজুশ (تَنَاجُش) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, একজনের দামের উপর অন্যজন বেশি দাম হাঁকা। এখানে অন্যকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে বেশি দাম হাঁকা তথা প্রতারণামূলক দালালী উদ্দেশ্য।

ইমাম নববী (র.) বলেন, নিজে কেনার উদ্দেশ্যে নয় বরং অন্যকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে বাজারে বিক্রির জন্য তোলা পণ্যের দাম অন্যের বলা দামের চেয়ে বেশি বলাকে 'নাজশ' বলা হয়। এরূপ করা হারাম। বর্তমানে বিভিন্ন পণ্য, বিশেষত গবাদি পশু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার সাথে যোগসাজশে কিছু মানুষকে এরূপ করতে দেখা যায়। আবার কখনো কখনো কেউ কেউ নিজ থেকেও এরূপ করে থাকে। বিক্রেতার সাথে যোগসাজশে হোক কিংবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে হোক এরূপ দালালী করা সম্পূর্ণ হারাম। এরূপ দালালী করে কোনো বিনিময় গ্রহণ করলেও তাও হারাম হবে।

### পরস্পর শত্রুতা পোষণ করা নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, وَلَا تَبَاغَضُوْا -তোমরা পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো না। পারস্পরিক শত্রুতা বা ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা একটি মন্দ স্বভাব। কোনো মুসলিমের জন্য তার অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি শত্রুতা কিংবা বিদ্বেষ পোষণ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে মুসলমানদের পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করতে নিষেধ করেছেন।

অবশ্য কারো প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ যদি আল্লাহ তাআলার জন্য হয়, অর্থাৎ কেউ যদি ইসলামী শরীআতের বিরোধিতা করে এবং এ কারণে উক্ত ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয় তাহলে এটি নিষিদ্ধ নয়। বরং এটি ঈমানের পূর্ণতার লক্ষণ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ

-যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য দান থেকে বিরত থাকে, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করলো। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭)

### অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, وَلَا تَدَابَرُوْا -তোমরা একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। ইমাম নববী (র.) বলেছেন, তাদাবুর (تَدَابُر) তথা পরস্পর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো, কোনো মানুষ অপর মানুষ থেকে বিমুখ হওয়া, তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং পিঠের পিছনে ও পশ্চাতে ফেলে রাখা জিনিসের মতো তাকে ফেলে রাখা তথা অবহেলা করা। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ আচরণ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য হাদীসে এটি নিষেধ করেছেন। অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ".

-কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে সে তার ভাই এর সাথে তিন দিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দুজনে সাক্ষাৎ হলে একজন এদিকে আর অপরজন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম ব্যক্তি। (বুখারী, হাদীস নং ৫৬৪৮)

### একজনের দর-দামের উপর অন্যজন দর-দাম করা নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ -তোমরা একজনের দর-দামের উপর অন্যজন দর-দাম করো না।

মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে পরিত্যাজ্য মন্দ স্বভাবের একটি হলো, একজনের দর-দামের উপর অন্যজন দর-দাম করা। এটি নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থি আচরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি নিষেধ করেছেন।

এ সকল মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করে মুসলমানদের পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রিয়নবী ﷺ। তিনি বলেছেন, وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا -'তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো'। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বান্দা হিসাবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাহাবা

# হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত

মাওলানা ছালিক আহমদ (র.)

নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবূ বকর এবং এ উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতার নাম উসমান ও উপনাম আবূ কুহাফা। তার উপাধি সিদ্দীক ও আতীক। আতীক নামকরণের কারণ হলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ঘোষণা করলেন,

مَنْ اَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى عَتِيْقٍ مِّنَ النَّارِ، فَلْيَنظُرْ إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ

-যে দুযখ থেকে মুক্ত কোনো লোককে দেখতে চায় সে যেন হযরত আবূ বকর (রা.) এর দিকে তাকায়। (আল মুজামুল কাবীর)

তিনি বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও শ্বশুর ছিলেন। আম্মাজান আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর পিতা ও ইসলামের প্রথম খলীফা ছিলেন। তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সবকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনিই একমাত্র সাহাবী ছিলেন যার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততিসহ সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য লাভে ধন্য হন। তিনি আসহাবে ফীলের ঘটনার দু'বৎসর চার মাস পর পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের সময়েও তিনি রাসূলের সঙ্গী ছিলেন এবং সাওর পর্বতের গুহায় তাঁর সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এজন্য তাকে 'সাহিবুল গার'ও বলা হয়। তিনি ত্রয়োদশ হিজরীতে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) তাঁকে গোসল দেন এবং হযরত উমর (রা.) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান। তাঁর খিলাফতকাল ছিল দু'বৎসর চার মাস। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

**তাঁর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীস**

সিহাহ সিত্তাহসহ সকল হাদীসের কিতাব খুঁজলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর মর্যাদায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখনিঃসৃত অনেক বাণী পাওয়া যায়, যার সবগুলো একত্রিত করলে পৃথক একখানা বই রচনা করা যাবে। এখানে উদাহরণস্বরূপ দু'একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اَخِي وَصَاحِبِي. (بخارى)

-আমার প্রতিপালক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বকর সিদ্দীককেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার ভাই ও আমার সাহাবী। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৬৫৬)

أبو بَكرٍ سيِّدُنَا وَخَيرُنا وأحَبُّنا إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (رواه الترمذى)

-আবূ বকর আমাদের সরদার। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-৩৬৫৬)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَنْتَ صَاحِبِي فِي الغارِ، وَصَاحِبِي عَلَى الحَوْضِ. (رواه الترمذى)

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (একদা) হযরত আবূ বকর (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি (সাওর গর্তে) আমার সাথি ছিলে এবং হাউযে কাউসারেও আমার সাথি থাকবে। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-৩৬৭০)

**হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর কারামত**

- ইমাম মালিক (র.) আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁকে বিশ ওসাক খেজুর (অর্থাৎ ষাট 'সা', প্রায় পাঁচ মন) দান করেছিলেন। যা তখনও গাছে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর যখন তাঁর ইন্তিকালের সময় ঘণীভূত হলো তখন বললেন, হে আমার প্রিয়তমা মেয়ে! আমার (ইন্তিকালের) পরে সম্পদ ও ধনাঢ্যতার ব্যাপারেও তুমি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং দারিদ্রতার দিক দিয়েও তুমি আমার নিকট প্রিয়। আমি তোমাকে বিশ ওসাক খেজুর গাছে বিদ্যমান অবস্থায় দান করেছিলাম যদি তুমি তা গাছ থেকে সংগ্রহ করে আলাদা করে নিতে তাহলে তা তোমারই হয়ে যেত। তবে এখন তা আমার সকল উত্তরাধিকারদের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে যাতে তোমার দু'ভাই এবং দু'বোন অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পবিত্র কুরআনের আইন অনুযায়ী তোমরা তা বণ্টন করবে। হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, আব্বাজান, আল্লাহর শপথ! যদি এর চেয়ে বেশিও হতো তাও আমি বণ্টন করে দিতাম। কিন্তু আপনি যে বললেন, আমার দু'বোন তা কিভাবে হলো? আমার তো বোন আসমা ব্যতীত আর কেউ নেই। তাই দ্বিতীয় বোন কে? প্রত্যুত্তরে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, বিনতে খারিজার (তাঁর স্ত্রী) গর্ভে একজন কন্যা সন্তান রয়েছে বলে আমাকে দেখানো হয়েছে।

উক্ত ঘটনাটি ইবন সাদ (র.)ও বর্ণনা করেছেন। তিনি ঘটনা বর্ণনা করে পরিশেষে উল্লেখ করেছেন যে, সিদ্দীকে আকবর (রা.) বলেন, বিনতে খারিজার গর্ভে একজন কন্যা সন্তান রয়েছে বলে আমাকে ইলহাম করা হয়েছে। সুতরাং আমার ওসীয়াতটুকু হৃদয়ে ভালোভাবে ধারণ করো। উপরন্তু তাঁর কথাটিই সত্য হলো। বিনতে খারিজা একজন কন্যা সন্তান প্রসব করলেন এবং তাঁর নাম রাখা হলো উম্মু কুলসুম। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৬১)

উক্ত ওসীয়াত থেকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর কারামত প্রমাণিত হয়। তিনি তাঁর স্ত্রী

বিনতে খারিজা (রা.) এর গর্ভে হযরত উম্মু কুলসুম এর অস্তিত্ব অনুধাবন করেই হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) কে বলেছিলেন তোমার বোন রয়েছে।

● হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ওফাতের প্রক্কালে মক্কা মুকাররামা কেঁপে উঠল। তখন তাঁর পিতা হযরত আবূ কুহাফা (রা.) [যার প্রকৃত নাম হযরত উসমান] বলে উঠলেন, এ ভূকম্পনের কারণ কী? তখন লোকেরা জবাব দিলেন আপনার ছেলে ইন্তিকাল করেছেন। শুনে হযরত আবূ কুহাফা বলেন, এ তো মহা মুসীবত এসে গেল। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা-৬২)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ইন্তিকালে মক্কা মুআযযামা কেঁপে উঠা তার কারামতেরই সাক্ষ্য বহন করে।

● হযরত আব্দুর রহমান বিন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ এর একদল দরিদ্র সাহাবী আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত ছিলেন। নবী করীম ﷺ একদা বললেন, যার নিকট দু'জনের খাবার রয়েছে সে যেন আসহাবে সুফফার একজনকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে নিয়ে যায় এবং যার নিকট চারজনের খাদ্য রয়েছে সে যেন তাদের একজনকে পঞ্চম অথবা দুজনকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে নিয়ে যায়। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তিনজন এবং রাসূলে পাক ﷺ দশজন মেহমান নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) রাতের খাবার রাসূলে পাক ﷺ এর সাথে গ্রহণ করলেন এবং ইশার নামায আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর আবার নবীগৃহে ফিরে গেলেন এবং নবী ﷺ রাতের খাবার গ্রহণ করা পর্যন্ত অবস্থান করলেন। এরূপ রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আপন গৃহে ফিরলেন। তখন তাকে দেখে তার স্ত্রী হযরত উম্মু রুমান (রা.) বললেন, মেহমানদেরকে ঘরে রেখে কোন জিনিস আপনাকে এতক্ষণ বাইরে আটকে রাখল? তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, তুমি কি এখনও মেহমানদের খাবার দান করনি? উত্তরে তিনি বললেন, মেহমানগণ আপনি না ফেরা পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো উক্ত খাবার খাবো না। স্ত্রী উম্মু রুমানও শপথ করে বললেন, তিনিও তা খাবেন না। মেহমানগণও শপথ করে বললেন, আমরাও তা গ্রহণ করব না। তখন আবূ বকর (রা.) বলতে লাগলেন (রাগান্বিত হয়ে শপথ করে খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা) এটা শয়তানের কাজ। সুতরাং তিনি খাবার তলব করলেন এবং তিনি ও মেহমানবৃন্দ খাওয়া আরম্ভ করলেন (সুবহানাল্লাহ)। তখন দেখা গেল যে (খাবারে এত বরকত হওয়া শুরু হলো) তারা উপর থেকে এক লোকমা গ্রহণ করেছেন এবং সাথে সাথে এর নিচ দিয়ে আরেক লোকমা বরঞ্চ তার চেয়েও অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে (যিনি বনী ফারাস গোত্রের ছিলেন) বললেন, একি ঘটনা! স্ত্রী বললেন, হে আমার নয়নের প্রশান্তি স্বামী! আমার কাছে যে খাবার রয়েছে তা তো পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে! অতঃপর তারা সকলেই অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করলেন এবং কিছু নবী ﷺ এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। হুজুরে পাক ﷺ ও এ বরকতময় খাদ্য গ্রহণ করলেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদীসে খাদ্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাওয়া হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর একটি জ্বলন্ত কারামত।

● হযরত জাফর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলে পাক ﷺ ও জিবরাইল (আ.) এর কানাকানি শুনতে পেতেন তবে তিনি হযরত জিবরাইল (আ.) কে দেখতে পেতেন না। (ইবন আসাকির; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১১)

● ইমাম বুখারী (র.) হুদাইবিয়ার ঘটনায় বর্ণনা করেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধি যখন লিখা হচ্ছিল এবং তা সম্পূর্ণ এক তরফাই মনে হচ্ছিল) হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি মহানবী ﷺ এর দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর সত্য নবী নন? উত্তরে হুযূরে পাক ﷺ বললেন, অবশ্যই আমি আল্লাহর নবী। আমি প্রশ্ন করলাম, আমরা কি সত্যের উপরে নই এবং আমাদের শত্রুরা অসত্যের উপর নয়? উত্তরে তিনি বললেন, অবশ্যই আমরা সত্যের উপর রয়েছি। আমি প্রশ্ন করলাম, তাহলে আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন অবমাননা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? তখন হুযূরে পাক ﷺ বললেন, আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহর বিরুদ্ধাচারী নই, তিনি আমার সাহায্যকারী। তখন আমি প্রশ্ন করলাম আপনি না বলেছিলেন আমরা অচিরেই বাইতুল্লাহ শরীফে আগমন করব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, অবশ্যই বলেছিলাম। তবে আমি কি বলেছি যে আমরা এ বছরই সেখানে আগমন করব? আমি বললাম, না। তখন রাসূলে পাক ﷺ বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি সেখানে গমন করবে এবং তাওয়াফ করবে। উমর (রা.) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবূ বকর (রা.) এর নিকট আগমন করলাম এবং এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ বকর! তিনি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন, অবশ্যই তিনি আল্লাহর সত্য নবী। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম আমরা কি সত্যের উপর এবং আমাদের শত্রুরা অসত্যের উপর নয়? তিনি উত্তর দিলেন, অবশ্যই আমরা সত্যের উপর এবং তারা অসত্যের উপর। তখন আমি বললাম, তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন অবমাননা কেন মেনে নেব? উত্তরে তিনি বলেন, হে উমর! শোন, তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। তিনি তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য নন এবং তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। সুতরাং তুমি তাঁর নির্দেশকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর শপথ! তিনি সত্যের উপরই রয়েছেন। তখন আমি বললাম, তিনি না বলেছিলেন আমরা বাইতুল্লাহ শরীফে আগমন করব এবং তাওয়াফ করব? তিনি জবাব দিলেন, অবশ্যই বলেছেন। তবে তিনি কি বলেছেন এ বছরই তা সংঘটিত হবে? উত্তরে আমি বললাম, না। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি খানায়ে কাবায় আসবে ও তাওয়াফ করবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, (পরবর্তী বছর তা বাস্তবে রূপ নেয়ার পর) আমি আমার এ সকল দুঃসাহসিক কাজের বিনিময়স্বরূপ অনেক নেক কাজে ব্রতী হলাম। (সহীহ বুখারী, হাদীস-২৭৩১)

● হযরত মুহাম্মদ বিন আল মুনকাদির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক ﷺ একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করে তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেলেন। অতঃপর তার গৃহ থেকে বের হয়ে আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা.) এর অসুস্থতার বর্ণনা দিচ্ছেন এমতাবস্থায় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এসে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যা দেখে আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলে উঠলেন আব্বাজান তো আসছেন। আবূ বকর (রা.) এতো তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়াতে হুযূরে পাক ﷺ আশ্চর্যান্বিত হলেন। সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, আপনি আমার নিকট থেকে যখন বের হয়েছেন তখনই হযরত জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে একটি ঔষধ শুকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। (ইবন আসাকির)

হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে সিদ্দীকে আকবর (রা.) মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্য লাভ করা তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারামত।

# যেভাবে নামাযে মনোযোগী হবো

মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার

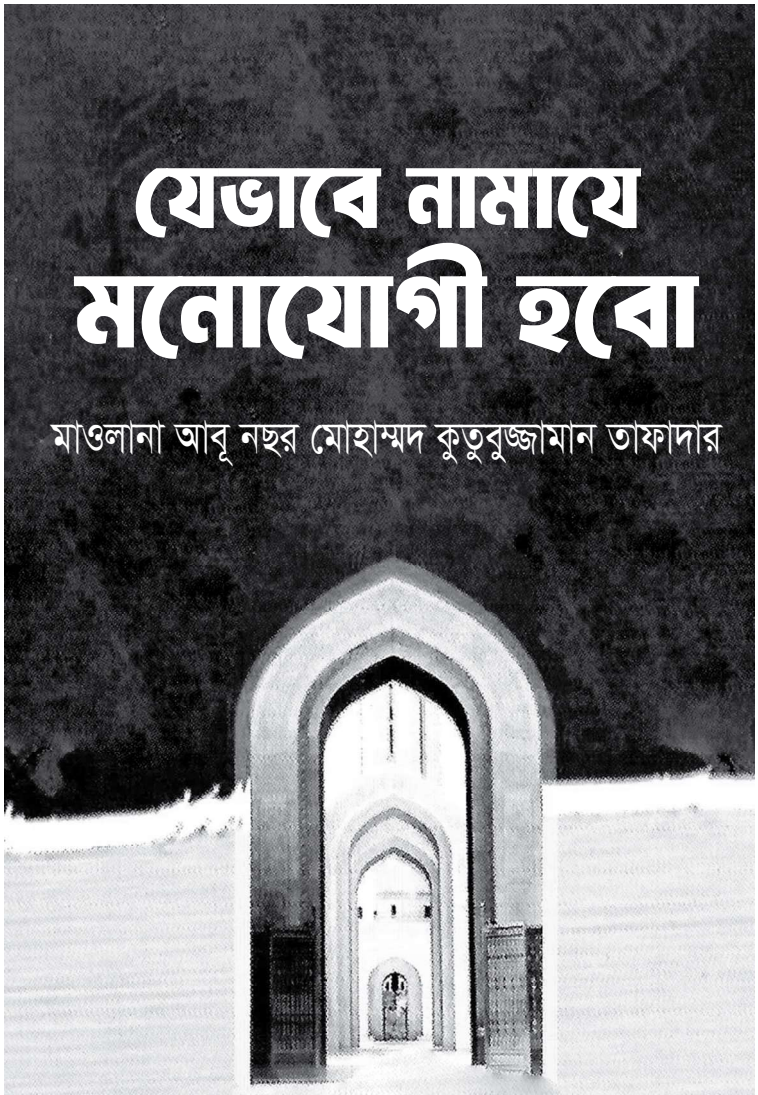

**তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, আর দেখতে পারছো এমনটা ভাবতে না পারলে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখছেন।**

-সহীহ বুখারী

নামাযে মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

**قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ**

-ঐ সকল মুমিন সফলকাম, যারা ভীতি সহকারে বিনীতভাবে নামায আদায় করে। (সূরা মুমিনূন, আয়াত-১-২)

নামাযে অমনোযোগিতা বা অন্যমনস্ক হওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণার অন্তর্গত বিষয়। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে নিম্নোল্লিখিত হাদীসে এসেছে-

**عن مسروق قال: قالت عائشة: رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم**

-হযরত মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নামাযে কোনো লোকের এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটি শয়তানের ঐ কৌশলগত চুরির অন্তর্গত বিষয়, যা তোমাদের কারো নামাযে সে করে থাকে। (সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ- **الالتفات فئ الصلاة**)

হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

**قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه**

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করল অতঃপর দুই রাকআত নামায এমনভাবে আদায় করল যার মধ্যে তার মনকে দিক ভ্রান্ত করল না, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ- **الوضوء ثلاثا ثلاثا**)

মোটকথা, একাগ্রতা ও বিনয় সহকারে নামায আদায়কারী মুমিনগণকে সফলকাম বলার মাধ্যমে নামাযে একাগ্রতার অপরিসীম গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

আয়াতে বর্ণিত খুশু (বিনয়) এর ব্যাখ্যায় মনীষীগণের বিভিন্ন উক্তি ও অভিমত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর মতানুযায়ী ভীত ও হীন অবস্থার নাম খুশু। হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ (র.) এর মতে ভয় সহকারে। মুকাতিল (র.) এর মতে বিনীত অবস্থার নাম। ইমাম মুজাহিদ (র.) এর মতে চক্ষু অবনত করা ও আওয়াজ নিচু করা। যা খুদ্বূ এর সমার্থবোধক। তবে পার্থক্য হচ্ছে খুদ্বূ শারীরিকভাবে অবনত হওয়াকে বুঝায় আর খুশু অন্তর, চক্ষু ও আওয়াজের বিনয়কে বুঝায়। হযরত আলী (রা.) এর মতে ডান বামে না তাকানো বুঝায়। অনুরূপ হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (র.) এর মতে আল্লাহর ভয়-ভীতির কারণে ডান বা বামের কাউকে না চেনা এমন অবস্থাকে খুশু বলা হয়। (তাফসীরে বাগাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬ )

তাফসীরে বাগাবীতে এসেছে-

**عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله**

مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه

-হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বান্দাহ তার নামাযে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যমনস্ক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বান্দাহ অভিমুখী হয়ে থাকেন। অতঃপর বান্দাহ যখন অন্য মনস্ক হয় তখন তার দিক থেকে ফিরে যান। (তাফসীরে বাগাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه

-হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, এর অন্তর বিনীত হলে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনীত হত। (তাফসীরে বাগাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وقوموا لله قانتين -তোমরা আল্লাহর সামনে বিনীত (অনুগত, মনযোগী) হয়ে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৮)

তাছাড়া অমনোযোগী ও উদাসীন অবস্থার নামাযকে মুনাফিক চরিত্রের কার্যকলাপ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন,

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

-আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় নিতান্ত অলসতা নিয়ে দাঁড়ায় যেন মানুষকে দেখাচ্ছে, আর আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। (সূরা নিসা, আয়াত-১৪২)

মহান আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ– الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

-ঐ সকল নামাযীদের জন্য দুর্ভোগ যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর (অমনোযোগী, অসচেতন)। (সূরা মাউন, আয়াত-৪,৫)

নামাযে মনোযোগী হওয়ার জন্য অনেক করণীয় বিষয়াবলি রয়েছে। যথা: মনকে নামাযের কার্যাবলির উপর নিবদ্ধ রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া। এর জন্য প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শয়তানের ওয়াসওয়াসাহ বা কুমন্ত্রণা। কোনো ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ানোর সাথে সাথে শয়তান তার মনে নানাবিদ বিষয়াদি উপস্থিত করে তার মনকে ভিন্নমুখী করে নামায থেকে সরিয়ে নেয়। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে এসেছে-

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم، إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন তার নিকট শয়তান আসে এবং তাকে সন্দেহে ফেলে দেয়। অবশেষে সে কত রাকআত নামায পড়েছে সেটুকুও ভুলে যায়। এমন বিপাকে কেউ পড়লে সে শেষ বৈঠকে থাকাবস্থায় যেন দুটি (সাহু) সিজদা করে নেয়। (সহীহ মুসলিম, পরিচ্ছেদ: في السهو في الصلاة و السجود له)

عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا– قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني– مسلم: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة

-হযরত উসমান ইবন আবুল আস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে তার নামাযে ও কিরাতে শয়তান কর্তৃক বিভ্রাট সৃষ্টি করার বিষয় উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিকারের পন্থা হিসেবে বললেন, নামাযে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারী শয়তান 'খিনযাব' থেকে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নামাযী ব্যক্তি তার বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করবে। (সহীহ মুসলিম, পরিচ্ছেদ: (التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة

এমতাবস্থায় নামাযরত ব্যক্তির করণীয় হচ্ছে, প্রথমত: স্মরণ হওয়া মাত্র নিজের মনকে নামাযের দিকে ফিরিয়ে আনা। আর এমনটা সবসময় হলে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে অন্তরাত্মাকে শয়তানের প্রভাবমুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। যা আল্লাহর যিকর বা স্মরণ দ্বারা অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে কেবল সম্ভব। এজন্য তরীকতপন্থী হক্কানী আউলিয়ায়ে কিরামের সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর যিকরের কার্যকর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে আল্লাহর স্মরণে অভ্যস্ত করা সর্বাধিক উপকারী ও কার্যকর স্থায়ী ব্যবস্থা।

আর এর সাথে আল্লাহর গুণবাচক নামের ধ্যানের (মুরাকাবা, মুশাহাদার) অভ্যাস করা। এতে আল্লাহর স্মরণ আরো অর্থবহ ও সহজতর হয়। হাদীস শরীফে যাকে 'ইহসান' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে-

ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك

-তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, আর দেখতে পারছো এমনটা ভাবতে না পারলে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখছেন। (সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ: বাবু সুআলি জিবরীলান নাবিয়্যা ﷺ)

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর ভয়ে মনকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা।

তৃতীয়ত: আল্লাহর মহত্ত্ব অনুধাবন করে তার গোলামীর গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং নিজেকে আল্লাহর বিনীত নগণ্য দাস হিসেবে তার সামনে পেশ করার মানসিকতা অর্জন করা।

চতুর্থত: আল্লাহর মহব্বত বাড়ানো। কেননা মনীষীদের অনেকেই দৃঢ়তার সাথে একথা বাস্তব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন,

من أحب شيئا أكثر ذكره

-কোনো ব্যক্তি যে বিষয় ভালোবাসে তার স্মরণ বেশি করে। এজন্য প্রয়োজন আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যথাসাধ্য আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর পছন্দনীয় পথে খরচ করা, সার্বিক ত্যাগে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা ইত্যাদি।

পঞ্চমত: পার্থিব বিষয়াদির প্রতি মহব্বত কমানো এবং এগুলোর চিন্তা কিংবা কল্পনা থেকে মনকে যত বেশি বাঁচানো যাবে, নামাযসহ সকল ইবাদত ততবেশি মনযোগ সহকারে আদায় করা সম্ভবপর হবে।

আরেকটি সাহায্যকারী পদক্ষেপ হচ্ছে, নামাযে পঠিত প্রতিটি বাক্যের অর্থের দিকে মনকে ধরে রাখার চেষ্টা করা। এ জন্য নামাযীকে তার নামাযে পঠিত সকল তাকবীর, তাসবীহ, দুআ, দুরূদ ও সূরা ফাতিহাসহ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি সূরার অর্থ শিখে নেয়া।

অর্থের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে ন্যূনতম মুখ দিয়ে পঠিত বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করা এবং সেদিকে খেয়াল নিবদ্ধ রাখা। যেকোনো নামাযী তার নামাযে অন্যমনস্ক হওয়া থেকে নিস্কৃতির প্রতিকারক হিসেবে উপরোক্ত পদ্ধতির অনুসরণে নিস্কৃতি লাভ সম্ভবপর হবে। সর্বোপরি, নামাযসহ সকল ইবাদত মনোযোগিতার সাথে সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাযকিয়ায়ে নফসের (আন্তরিক পরিশুদ্ধিতার) বিকল্প নেই।

# ইসলাম ধর্মের দুটি অবস্থা ও তাকে রক্ষা করার

# দুটি প্রতিশ্রুতি

মূল: ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদিরী
অনুবাদ: জিয়াউল হক চৌধুরী

আমরা এখানে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করতে চাই যা তিনি তাঁর 'হামআত' গ্রন্থের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন। আর তা বড়ই উপকারী বক্তব্য। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা রাসূলে মাকবুল ﷺ কে মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন এবং দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ধারাবাহিকতায় নবী আকরাম ﷺ কে সাহায্য ও সহযোগিতা অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীম নবী কারীম ﷺ এর সাথে দুটি বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন,

১– لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (التوبة، ٩:٣٣)

-এক হলো এই যে, এই দ্বীনকে সকলের দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য।[১]

২– اِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ (الحجر، ١٥:٩)

-দুই এই যে, এই দ্বীনকে অবশ্যই রক্ষনাবেক্ষন করব।[২]

অর্থাৎ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা এবং তাকে রক্ষা করার অঙ্গীকার। কাজেই আল্লাহ তাআলার মদদ ও সাহায্যের দ্বারা হযরত রাসুলে আকরাম ﷺ এর এই দ্বীন অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হয়েছে। এই দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল, এক. আরব ও অনারবের অধিবাসীদের সংশোধন এবং যুলম ও ফাসাদকে সমূলে উৎপাটন করা।

আল্লাহ তাআলার প্রথম অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার নিমিত্তে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, মক্কা মুকাররামা ও অন্যান্য আরব ভূখণ্ড বিজিত হয়েছিল। রুম, সিরিয়া ও পারস্য বিজয় হয়েছিল। মোটকথা, রাসূলে আকরাম ﷺ এর যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং তাদের পরবর্তীকালে ইসলামের সক্ষমতা ও শক্তি দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। এ দায়িত্ব ইসলামী জাহানের খলীফা, আমীর ও সুলতানদের মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল। আর দ্বীনকে সংরক্ষণ করার (দ্বিতীয়) ওয়াদা পূর্ণ করার ব্যাপারে বলা যায়, দ্বীনে মুহাম্মদীর দুটি অবস্থা রয়েছে। এক. জাহিরী, দুই. বাতিনী। দ্বীনের জাহিরী অবস্থার উদ্দেশ্য হলো, জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি প্রদান করা এবং তার দেখভাল করা, আর তা সম্পাদনের পদ্ধতি হলো, জনকল্যাণের জন্য যে সকল আহকাম ও বিধিবিধান মাধ্যম ও উপলক্ষ হিসেবে কাজ করে তার বাস্তবায়ন করা, এর প্রসারের জন্য সচেষ্ট হওয়া। যে সকল কাজের মাধ্যমে জনকল্যাণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে জনকল্যাণে পরিবর্তন আসবে তাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা। এ হলো দ্বীনের বাহ্যিক অবস্থা এখন রয়ে গেল দ্বীনের অভ্যন্তরীন বা বাতিনী অবস্থা। নেকী ও আনুগত্যের কাজের মাধ্যমে অন্তরে যে প্রভাব সৃষ্টি হয়, তাদের হালাত ও অবস্থাদি এই জাহিরী অবস্থার মূল উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা।

যখন এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেল যে, দ্বীনের জাহিরী ও বাতিনী দুটি অবস্থা রয়েছে, তখন আমাদের এবিষয়ও অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার পর রাসুল আকরাম ﷺ এর দ্বীনকে রক্ষণাবেক্ষণের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সে রক্ষণাবেক্ষণেরও দুটি অবস্থা হবে। এর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ, যখন রাসুলে আকরাম ﷺ ইন্তিকাল করলেন, তখন সে রক্ষণাবেক্ষণের অঙ্গীকারের দুটি পদ্ধতি প্রতিভাত হয়। ঐ সকল বুযুর্গ ব্যক্তিগণ যাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শরীআতকে রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে, তারাতো দ্বীনের জাহিরী অবস্থার রক্ষণাবেক্ষণকারী। তারা ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন, মুজাহিদীন এবং কারীদের জামাআত। বাস্তবেও সকল যুগেই দৃঢ়চিত্তের অধিকারী এসকল লোকের কর্মকাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বীনকে পরিবর্তনের কেউ যদি কোন প্রচেষ্টা চালায় তখনই তারা তা প্রতিহত করার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তালীম ও উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে এ সকল বুযুর্গগণ মুসলমানদেরকে ইলমে দ্বীন অর্জনের দিকে অভিমুখী করে তোলেন এবং তাদের মধ্য থেকে প্রতি একশ বছর পর একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক জন্ম গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে দ্বীনের সংস্কার সাধিত হয়। যেহেতু এখানে এ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা উদ্দেশ্য নয় সেজন্য এটুকু ইংগিত করেই সামনে অগ্রসর হতে চাই।

দ্বীনকে সংরক্ষণকারীদের দ্বিতীয় দল ঐ সকল লোক যাদেরকে খোদা তাআলা দ্বীনের বাতিনী বিষয় (যার অপরনাম 'তাসাওফ ও ইহসান') সংরক্ষণ করার সামর্থ প্রদান করেছেন। সকল যুগেই এই দলের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ সর্বসাধারণের প্রত্যাবর্তন স্থল হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। আনুগত্য ও নেক কাজের মাধ্যমে অন্তরের অভ্যন্তরে যে ভাল প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং অন্তর এর দ্বারা যে স্বাদ লাভ করে এ সমস্ত বুযুর্গ লোকেরা এ সকল বিষয়েরই দাওয়াত দিয়ে থাকেন। এছাড়া তারা তাদেরকে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লালন করারও দীক্ষা দিয়ে থাকেন। সাধারণভাবে এ বিষয়টি চলে আসছে যে, সকল যুগেই আল্লাহর ওলীদের মধ্যে এমন বুযুর্গ ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছে যারা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এ বিষয়ের যোগ্যতা লাভ করেছেন যে, তারা দ্বীনের বাতিনী বিষয়কে প্রতিষ্ঠা ও এর প্রচার প্রসারের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। দ্বীনের মগজ ও সারনির্যাস বাতিনে দ্বীনকে প্রকৃতপক্ষে 'ইহসান' বলা হয়; অর্থাৎ এমন বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা যে, যে ইবাদতকারী যেন আল্লাহ তাআলাকে দেখছেন, অথবা যদি এটুকু না হয় তবে তিনি অন্তত বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন। এ সকল বুযুর্গ ব্যক্তিগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই 'ইহসান' নামক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশস্থলে পরিণত হয়েছেন এবং বাতিনে দ্বীনের প্রচার ও একে সংরক্ষণের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

আল্লাহর ওলীদের মধ্য থেকে যারা 'ইহসান' নামক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশস্থলে পরিণত হয়েছেন তাদের পরিচয় এই যে, সাধারণভাবে মানুষের মাঝে তাদের উচ্চ শানের চর্চা হয়ে থাকে, সৃষ্টিজগত তাদের দিকে ঝুকতে থাকে, সকল মানুষ তাদের প্রশংসা করতে থাকে। এছাড়া মুসলমান জাতির মাঝে যে সকল যিকর ও ওয়াযিফা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল এদের মধ্যে কিছু এমন যেগুলির সাথে মানুষের সৃষ্টিগত সম্পর্ক রয়েছে, যেগুলি তাদের অন্তরে অবতরণ করে। (তাদের পরিচয়ের মধ্যে এ বিষয়টিও গণ্য যে,) তাদের সাহচর্য ও কথাবার্তায়, জযবা ও প্রভাব বিস্তারকারী অসাধারণ শক্তি রয়েছে। তাদের নিকট থেকে সকল ধরণের কারামত প্রকাশিত হয়। সারকথা হলো, এ সকল বুযুর্গ ব্যক্তিগণের অনেকে কাশফ ও কারামতের দ্বারা মানুষের অন্তরের অবস্থাদি অবগত হয়ে যান, আল্লাহ তাআলার মদদ ও সাহায্যের মাধ্যমে দুনিয়ার কিছু কিছু বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। তাদের দুআ ইলাহীর দরবারে কবূল হয়ে থাকে। তাদের দৃঢ়তা ও বরকতের মাধ্যমে এ ধরণের আরো কারামত প্রকাশিত হয়। এর ফলে মুরীদ ও অনুসারীদের এক বিশাল দল তাদের আশেপাশে একত্রিত হয় এবং তারা তাদের মুরীদদের বাতিনকে পরিশীলিত এবং তাদেরকে সংশোধন করার জন্য ওয়াযিফা ও মাশাগিল কে নতুনভাবে সুসজ্জিত করেন। এখান থেকে তাদের তরীকতের পরম্পরার ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং লোকেরা তাদের সিলসিলায় চলতে শুরু করে। তাদের সিলসিলার প্রভাব ও বরকতের এমনতর অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, মুরীদ ও অনুসারীগণ অতি দ্রুততার সাথে এ সিলসিলার মাধ্যমে তাদের অভীষ্ট লক্ষে পৌছে যায়।

দ্বীনের মধ্যে জাহিরী সংস্কারের মত বাতিনী সংস্কারও সংগঠিত হয়ে যুগে যুগে তা চলমান রয়েছে। দ্বীনের জাহিরী খিদমত আনজাম দেওয়ার জন্য যেমনিভাবে মাযহাব ও মাসলাকের আবির্ভাব ঘটেছে তেমনিভাবে দ্বীনের বাতিনী খিদমত আনজাম দেওয়ার জন্য সিলসিলা ও তরীকার আবির্ভাব ঘটেছে। এ সমস্ত সিলসিলার ওয়াযিফা ও যিকর-আযকারের মধ্যে যে সকল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলোকে মাযহাবী ইখতিলাফ ও মতবিরোধের সাথে তুলনা করা যায়। তবে আমলী বিবেচনায় ব্যাপারটি বিভিন্ন ডাক্তার ও চিকিৎসকের চিকিৎসার মতই। আর এর কারণেই লোকদের রূহানী মিজায এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্যের মাঝে পার্থক্য ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সকল তরীকার উদ্দেশ্য মূলতঃ একই।

১. সূরা তাওবাহ, ৯:৩৩

২. সূরা হিজর, ১৫:৯


বাংলা জাতীয় মাসিক

**পরওয়ানা**

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনি তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে

E-mail: parwanabd@gmail.com

**পরওয়ানা-এর গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে**

নিকটস্থ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন

**বার্ষিক চাঁদার হার**

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ | ঃ ৪০০ টাকা |
| ভারত | ঃ ১৫০০ টাকা |
| মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ | ঃ ২০০০ টাকা |
| যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ | ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো |
| যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা | ঃ ৫০ মার্কিন ডলার |

**এজেন্সির নিয়মাবলি**

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

**যোগাযোগ**

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক

**মাসিক পরওয়ানা**

ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

**সিলেট অফিস:** পরওয়ানা ভবন, ৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

# দেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বয়ান

মারজান আহমদ চৌধুরী

**সমাজতন্ত্রঃ একটি উদাহরণ**

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বই আছে, নাম ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ। পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া প্রমুখ দেশের জনগণ যখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পুনরায় পুঁজিবাদের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, সুনীল তখন ইউরোপ চষে বেড়াচ্ছিলেন। নিজের চোখে তিনি এসব প্রত্যক্ষ করেছেন। সুনীল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভাবতেন, কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্রই মানবজাতির সর্বোচ্চ স্বপ্ন। রাষ্ট্র সবকিছুর মালিক হবে, ব্যক্তিমালিকানার মতো পুঁজিবাদী লোভ থেকে বেরিয়ে মানুষ সমবায়ী হয়ে কাজ করবে, যার যা প্রয়োজন সে রাষ্ট্রের কাছ থেকে তা পাবে— এর থেকে ভালো সমাজব্যবস্থা আর কী হতে পারে! অথচ লেখক দেখলেন, মানুষ সমাজতন্ত্রকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে। জনরোষের মুখে বার্লিনকে দুভাগ করা দেয়ালটি মুহূর্তে মাটিতে ধ্বসে পড়েছে। চেতনার কী নির্মম অপমৃত্যু! লেখক ব্যাখ্যা দিলেন, মানুষের এই ঘৃণার পেছনের কারণ এই না যে সমাজতন্ত্র আদর্শ হিসেবে খারাপ ছিল। বরং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর শাসকরা যখন সমাজতন্ত্রকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হাতিয়ার বানিয়ে মানুষের সব অধিকার ক্ষুণ্ন করল, তখন মানুষ শুধু শাসককে নয়; পুরো আদর্শকেই ঘৃণা করতে লাগল।

সুনীলের ব্যাখ্যাটি যৌক্তিক। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বা এর বাইরেও যে কটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল, প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বৈরশাসকরা সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এত মানুষ হত্যা করেছে যে, সংখ্যাটি কোটি নয়; বরং কয়েক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, খুব হাকডাক দিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া সমাজতন্ত্র আজ ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কিউবা, ভেনিজুয়েলা বা উত্তর কোরিয়ার মতো হতদরিদ্র ও সর্বদা অশান্ত রাষ্ট্রগুলো ছাড়া আজ আর কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বেঁচে নেই। চীনের চেয়ারম্যান মাও জেদং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চীনের লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল। সে চীন আজ আমেরিকার চেয়ে বেশি পুঁজিবাদী। অথচ পুঁজিবাদী হওয়ার পরও কেবল মুখে সমাজতান্ত্রিক চেতনার কথা বলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আজও দেশটির সর্বময় ক্ষমতা বগলে নিয়ে বসে আছে। চীনে কারও কিছু বলার অধিকার নেই।

> **আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু ইসলাম ইতিমধ্যে দেশের মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ 'গল্প', তাহলে ইসলাম নিয়ে কি এ দেশের রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী বয়ান তৈরি করা সম্ভব নয়?**

আমি মার্ক্স বা সমাজতন্ত্রের সমর্থক নই। আমার অসমর্থন কেবল এজন্য নয় যে, সমাজতন্ত্র একটি নাস্তিক্যবাদী জীবনদর্শন। এটি তো আছেই। সেইসাথে আরেকটি কারণ হলো, সমাজতন্ত্র হিউম্যান এজেন্সি তথা কর্মের ওপর মানুষের দায়দায়িত্বকে অস্বীকার করে এবং যাবতীয় খারাপের দায়কে শ্রেণিবৈষম্যের ওপর চাপিয়ে দায়মুক্তি নিতে চায়। বিষয়টি জটিল, তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলছি না। তাছাড়া প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যও সমাজতন্ত্র নয়। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, কার্ল মার্ক্সের স্বপ্নের কমিউনিজম আর লেনিন-স্টালিন বা মাও জেদং-এর সমাজতন্ত্র এক নয়। মার্ক্স সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আদর্শ হিসেবে। তার আদর্শের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু এর একটি প্রেক্ষাপট ছিল। শিল্পবিপ্লবের সময় ইউরোপে মজুররা যে নিদারুণ নিগ্রহের শিকার হয়েছিল, তাতে মার্ক্সের শ্রেণিবৈষম্যবিহীন সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু মার্ক্সের সেই আদর্শ যখন বাস্তবতার মুখ দেখল, অর্থাৎ পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো, তখন দেখা গেল আদর্শ ও বাস্তবতায় আকাশ-পাতাল তফাত। সাম্যবাদী আদর্শের

গান গাওয়া সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল পৃথিবীর কঠোরতম একনায়কতন্ত্র। মার্ক্সের আদর্শকে তার পরবর্তীরা মানুষের গলায় বেড়ির মতো আটকিয়ে দিল। কেবল কমিউনিস্ট নয় এই সন্দেহে তারা লাখ লাখ মানুষ হত্যা করেছিল।

এত বড় পরিসরে না হলেও আদর্শ বনাম বাস্তবতার মধ্যকার ফারাক সাম্প্রতিক বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রকটভাবে দেখা যায় । সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ফারাক দেখা দিয়েছিল মার্ক্সের আদর্শ বনাম সমাজতান্ত্রিক শাসকদের কর্মকাণ্ডে। বাংলাদেশে এটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বনাম মুক্তিযুদ্ধপন্থী শাসকদের কর্মকাণ্ডে।

**রাজনীতিতে বয়ানের গুরুত্ব**

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামীলীগ গত পনের বছর ধরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ধরে রেখেছে। দীর্ঘ শাসনামলে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দমন-পীড়নের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। তবে সেসব আপাতত বাদ দিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার পেছনে আওয়ামীলীগ সরকারের বয়ান নিয়ে আজ আলাপ করব। এখানে বয়ান বলতে ওয়ায মাহফিলের 'বয়ান' মনে করবেন না। এই বয়ান ভিন্ন বিষয়।

একজন বা কয়েকজন ব্যক্তি একটি দেশের জনগণকে কীভাবে শাসন করে? জবাব হচ্ছে, ন্যারেটিভ তৈরির মাধ্যমে। ন্যারেটিভ হচ্ছে ঘটনার বিবরণ। বাংলা ভাষায় একে 'বয়ান' বলা হয়। একটি ঘটনার নানারকম বিবরণ থাকে। যেমন, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন—এটি একটি ঘটনা। কেউ এই ঘটনার বিবরণ দেয় এভাবে, কলম্বাস একজন দুঃসাহসী স্বপ্নবান নাবিক, যিনি ইউরোপীয়দের জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের ওই পাড়ে একটি নতুন দেশ খুঁজে পেয়েছেন। আবার কেউ বলে, কলম্বাস একজন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী, যিনি আমেরিকার আদিবাসীদের হত্যা করে তাদের দেশকে জবরদখল করেছেন। এই যে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ, তার প্রত্যেকটিই ন্যারেটিভ বা বয়ান। যে ন্যারেটিভ বেশিরভাগ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, সেটি হয়ে যাবে মাস্টার ন্যারেটিভ বা 'মহান বয়ান'। যে বিবরণ এর বিপরীতে দাঁড়াবে সেটি হবে কাউন্টার ন্যারেটিভ বা 'পাল্টা বয়ান'। আবার যদি একদিন কাউন্টার ন্যারেটিভকে মানুষ গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেটি হয়ে যাবে মাস্টার ন্যারেটিভ।

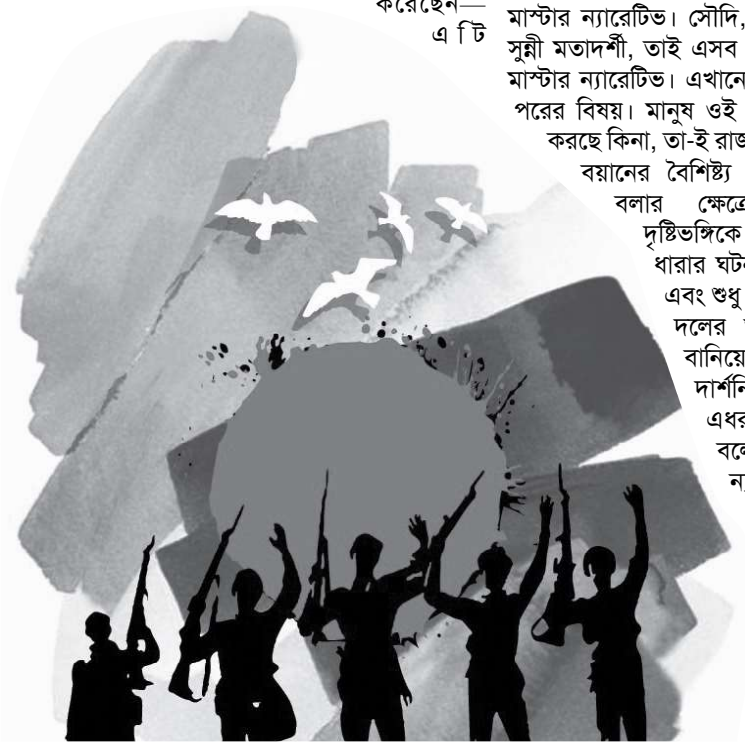

মাস্টার ন্যারেটিভ বা মহান বয়ান হচ্ছে এমন বিবরণ, যাতে ইতিহাসের ঘটনাবলী, অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটমান বিষয়কে নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা বা পুনঃনির্মাণ করে এর মাধ্যমে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও রীতিনীতিকে বৈধ করা হয়। মহান বয়ান মানে এই না যে, বয়ানটি খুব মহান। হতে পারে বয়ানটি অনেকাংশে মিথ্যা। আসল বিষয় হচ্ছে, বয়ানটি যারা দিচ্ছে, তারা শক্তিশালী কিনা এবং মানুষ এই বয়ান গিলছে কিনা। যদি এ দুটি বিষয় নিশ্চিত হয়, তবে একটি বয়ান 'মহান বয়ান' হয়ে উঠে। আর কিছু লাগে না। যেমন, কারবালার ঘটনা নিয়ে সুন্নী ও শিআদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ আছে। ইরান শিআ মতাদর্শী, তাই ইরানে শিআ বিবরণটি মাস্টার ন্যারেটিভ। সৌদি, মিশর বা পাকিস্তান সুন্নী মতাদর্শী, তাই এসব দেশে সুন্নী বিবরণটি মাস্টার ন্যারেটিভ। এখানে সত্য কোনটি, সেটি পরের বিষয়। মানুষ ওই নির্দিষ্ট বয়ান বিশ্বাস করছে কিনা, তা-ই রাজনীতিতে মূখ্য। মহান বয়ানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে ইতিহাস বলার ক্ষেত্রে কেবল একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরবে, একই ধারার ঘটনাকে সামনে আনবে এবং শুধু এক ব্যক্তি বা একটি দলের অবদানকে সর্বেসর্বা বানিয়ে দেবে। ফরাসী দার্শনিক লিওটার্ড এধরণের ন্যারেটিভকে বলেছেন মেটা ন্যারেটিভ।

রাজনীতিতে বয়ান তৈরি করা এবং মানুষের কাছে তা বিকানো খুব জরুরি। প্লেটো বলেছিলেন, Those who tell the stories rule society অর্থাৎ, যারা গল্প বলে তারাই সমাজকে শাসন করে। কথাটি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় শাসনপ্রক্রিয়ার সাথে গল্প বা বয়ান কীভাবে জড়িত। বয়ান নির্মাণ করা ছাড়া কেউ শাসন করতে পারে না, সেটি সমাজতন্ত্রে হোক, গণতন্ত্রে হোক কিংবা সামরিক শাসনে হোক।

**মুক্তিযুদ্ধের মহান বয়ান**

প্রতিটি জাতির কাছে নিজের অস্তিত্ব ও আদর্শ সংক্রান্ত কিছু গল্প থাকে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য এ ধরণের গল্প হচ্ছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের গল্প। আবার যেহেতু দেশের সিংহভাগ জনগণ মুসলমান, তাই ইসলামও এ দেশের মানুষের কাছে একটি বড় গল্প। বাংলাদেশের যে কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক আলাপে মুক্তিযুদ্ধ আসবে, ইসলাম আসবে। মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলাম ছাড়াও দেশের রাজনীতিতে উন্নয়ন, সুশাসন ইত্যাদির গল্প আছে। এসব গল্প যে সুন্দর করে বলবে, সে-ই দেশ শাসন করবে। প্লেটোর কথাটি স্মরণ করুন, যারা গল্প বলে তারাই সমাজকে শাসন করে।

যখন মুক্তিযুদ্ধের গল্প আসে, তখন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়ামীলীগের চেয়ে স্বস্তিকর অবস্থান আর কার আছে? আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই রাজনীতিতে বয়ান তৈরির ক্ষেত্রে তারা মুক্তিযুদ্ধের গল্পকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা সেতু-ফ্লাইওভার বানিয়ে উন্নয়নের গল্প শুনিয়েছে। মডেল মসজিদ বানিয়ে ধার্মিকতার গল্পও শুনিয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন ও ধার্মিকতার গল্প তো অন্যান্য দলও শুনাতে পারে। যে গল্পটি আওয়ামীলীগের মতো এতটা যুৎসই করে কেউ শুনাতে পারবে না, সেটি হলো মুক্তিযুদ্ধের গল্প। তাই আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের গল্পকে তারা তাদের রাজনীতির মূল বয়ান তো বানিয়েছে-ই; সেইসাথে এটিকে পুরো দেশের রাজনীতির মূল বয়ান হিসেবেও হাযির করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনি চাইলেও মুক্তিযুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবেন না। আপনাকে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আপনার অবস্থান পরিস্কার করতেই হবে। বলা যায় এটি আওয়ামীলীগের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, মাস্টারস্ট্রোক।

মুক্তিযুদ্ধের গল্পকে মানুষ যখন রাজনীতির সবচেয়ে বড় গল্প এবং মূল চেতনা হিসেবে কবুল করে নিল, তখন আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণকে খারিজ করে কেবল তার নিজস্ব বিবরণ জাতিকে শুনানো শুরু করল। ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের গল্প থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের অবদান বাদ পড়ল। এমনকি জেনারেল ওসমানী ও কাদের সিদ্দিকীর মতো ব্যক্তির নামও

মুক্তিযুদ্ধের মূলধারা থেকে ধীরে ধীরে ফুটনোটে চলে গেল। যদিও মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজ নিজ তাগিদে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে এসব কথা খুব গৌণ। যুদ্ধশেষে মুক্তিযুদ্ধের মালিকানা সাধারণ জনগণের হাত থেকে হাতছাড়া হয়ে গেছে। আজকের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে বয়ান তৈরি হয়েছে তা এক ব্যক্তি ও একটি দলের মালিকানাধীন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী, সেটি আজ একটি দলই ঠিক করে দেয়। বেচারা বাঙালি জাতি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বিষয়টি কবুল করে নিয়েছে। ফলে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে আওয়ামীলীগের তৈরি করা ন্যারেটিভ হয়ে উঠেছে মাস্টার ন্যারেটিভ, মহান বয়ান।

এক্ষেত্রে দেশের আরেক বৃহৎ দল বিএনপি পড়েছে ব্যাপক বিড়ম্বনায়। একেতো মুক্তিযুদ্ধে দল হিসেবে বিএনপির অবদান নেই। বিএনপির জন্মই হয়েছে যুদ্ধের প্রায় এক দশক পর। তার ওপর তারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দল জামায়াতের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে রাজনীতি করছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে বিএনপি খুব একটা যুৎসই অবস্থানে নেই। যদিও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দলটিতে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বা এখনও আছেন, তবে মুক্তিযোদ্ধা হওয়াটা এখানে মোটেও বড় বিষয় নয়। বড় বিষয় হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের যে বয়ান আওয়ামীলীগ হাযির করেছে, সেই বয়ানের ভেতর আপনি 'ফিট' হতে পারছেন কিনা। ফিট হতে পারলে মুক্তিযুদ্ধ না করেও মুহম্মদ জাফর ইকবাল হয়ে যান মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার। আবার ফিট হতে না পারায় মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান 'পাকিস্তানের ধুসর' হয়ে থেকে যান।

মুক্তিযুদ্ধের গল্পকে মাস্টার ন্যারেটিভ বানানোর পর আওয়ামীলীগ 'বুশ-ডকট্রিন' প্রয়োগ করছে। বুশ ডকট্রিন হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের মনোভাব। বুশ বলেছিলেন, হয় তুমি আমাদের পক্ষে, নয়তো তুমি টেরোরিস্ট। ধীরে ধীরে আওয়ামীলীগ একই সুরে বলতে শুরু করে, হয় তুমি আমাদের পক্ষে, নয়তো তুমি রাজাকার। একাডেমিক ভাষায় আমরা একে বলি ডাইকোটমি বা দ্বান্দ্বিকতা। হয় এটি, নইলে ওটি। মুক্তিযুদ্ধের গল্প, যা ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতিতে মূল বয়ান হয়ে গেছে, সেটিকে আওয়ামীলীগ আরও একধাপ এগিয়ে ডাইকোটমিতে নিয়ে যায়। এর ফলে এতদিন ধরে তারা রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করে আসছে। কেউ সরকারের বিপক্ষে কথা বললেই সে হয়ে গেছে রাজাকার, খুব সিম্পল।

কিন্তু এবারের ছাত্র আন্দোলনে এই ডাইকোটমি তো ভেঙ্গেছে-ই, সেইসাথে মুক্তিযুদ্ধের গল্পে আওয়ামীলীগের মাস্টার ন্যারেটিভ মারাত্মকভাবে ধাক্কা খেয়েছে। এই ধাক্কার সূচনা অবশ্য ২০১৭-১৮ সালেই হয়ে গিয়েছিল, যখন মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদেরকে স্পষ্ট ভাষায় রাজাকার বলেছিলেন। প্রতিবাদে কিছু শিক্ষার্থী নিজেদেরকে রাজাকার বলে গলায় প্লেকার্ড ঝুলিয়ে হেঁটেছে। এবারের আন্দোলনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একই সুরে, ভিন্ন শব্দে মতিয়ার কথাটি পুনঃব্যক্ত করেছেন। তাতেই গর্জে উঠেছে ছাত্র সমাজ। খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লোগান উঠেছে "আমি কে তুমি কে রাজাকার রাজাকার" বলে। অর্থাৎ বাংলাদেশের ছাত্ররা এখন মুক্তিযুদ্ধের মাস্টার ন্যারেটিভের ভেতর ফিট হওয়াকে পাত্তা দিচ্ছে না। এটি ভালো হয়েছে কি খারাপ, সে আলাপে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু আওয়ামীলীগের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে ধাক্কা খেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এটিই সম্ভবত ২০২৪ সালের রক্তঝরা ছাত্র আন্দোলনের সবচেয়ে বড় পরিচায়ক হয়ে থাকবে।

**সময়ের জিজ্ঞাসা**

এবার প্রশ্ন হলো, ধাক্কা খাওয়ার পরও কি আওয়ামীলীগ প্রণীত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেশের রাজনীতির মাস্টার ন্যারেটিভ হয়ে থেকে যাবে? নাকি এখন দেশের রাজনীতিতে অন্য কোনো বয়ান আসবে? যদি আসে, সেটি কে নিয়ে আসবে? আওয়ামীলীগ নাকি বিএনপি? এটিও প্রশ্ন যে, মুক্তিযুদ্ধের গল্প বা চেতনা ব্যতীত বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরে কি আর কোনো শক্তিশালী গল্প আছে, যা দিয়ে বয়ান তৈরি করা সম্ভব? উন্নয়ন নিয়ে কি এরকম শক্ত বয়ান তৈরি করা সম্ভব? আওয়ামীলীগ অবশ্য উন্নয়নকে বয়ান হিসেবে হাযির করার চেষ্টা বহুদিন ধরে করছে। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে আওয়ামীলীগকে উন্নয়নের সরকার হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। ওদিকে বিএনপি আওয়ামীলীগের পাতানো নির্বাচনের অভিযোগ দিয়ে এর মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারকে তাদের রাজনৈতিক বয়ান হিসেবে হাযির করে। যেন বিএনপি ক্ষমতায় আসলে 'ডুবে যাওয়া' গণতন্ত্র আবার ভেসে উঠবে!

তবে এসব ছাপিয়ে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু ইসলাম ইতিমধ্যে দেশের মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ 'গল্প', তাহলে ইসলাম নিয়ে কি এ দেশের রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী বয়ান তৈরি করা সম্ভব? আলিম-উলামা কি সেটি করতে চেষ্টা করেছেন? ইসলামকে এ দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনের হাতিয়ার হিসেবে কি হাযির করাতে পেরেছেন? জবাব সম্ভবত না-বাচকই হবে। আজও ইসলামপন্থীরা এ দেশের রাজনীতির মূলস্রোতে ইসলামকে ইন্ট্রোডিউস করাতে পারেননি। এতটা ইসলামপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও দেশের মানুষের কাছে ইসলাম এখনও ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে মসজিদ ও কতিপয় দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়ে গেছে। দেশের ইসলামপন্থীরা যে কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতে এক ধরণের অস্বস্তিকর শীতনিদ্রায় চলে যান। তারা কেবল সেসব ইস্যু নিয়েই মাঠে আসেন, যে ইস্যুটি তাদের রিলিজিয়াস ফ্রেইমওয়ার্কের ভেতর ফিট হয়। অন্যথায় তারা নীরব থাকেন। আবার নির্বাচন এলে তারা বিভিন্ন দলের জন্য ভোট-ব্যাংক হিসেবে হাযির হন। দেশের রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা ও গুরুত্ব এতটুকুই। অস্বস্তিকর হলেও এটিই তেতো সত্য।

দেশে এখন মাস্টার ন্যারেটিভের শূন্যতা দেখা দিয়েছে। তরুণ প্রজন্ম জাফর ইকবালীয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এখন আর পাত্তা দিচ্ছে না । ক্ষমতায় যারা ছিল, তারাই আছে, কিন্তু তাদের ক্ষমতায় থাকার পেছনের যৌক্তিকতা মারাত্মকভাবে ধাক্কা খেয়েছে। এবার কি আলিম-উলামা এগিয়ে আসতে পারেন না? কোনো সেক্যুলার দলের ভেতরে নিজেদেরকে হারিয়ে না ফেলে তারা কি ইসলামকে দেশের শান্তি, স্থিতি, সুশাসন ও উন্নয়নের শক্তিশালী বয়ান হিসেবে হাযির করাতে পারেন না? তারা কি এই চেষ্টাও করবেন না? জানি না, করবেন কিনা। কিন্তু এতটুকু জানি যে, যদি তারা এই সুযোগ কাজে না লাগান, তাহলে আগামী কয়েক দশকেও ইসলামপন্থীরা দেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হতে পারবেন না। ইসলামপন্থীদের রাজনীতি দেশের মূলস্রোত থেকে দূরে, 'দ্বিতীয় শ্রেণির রাজনীতি' হয়েই থেকে যাবে।

ফিকহ

# নামাযের মাসাইল

মো: মুহিবুর রহমান

## তাকবীরে তাহরীমা

নামায হলো ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। নামাযের বিধান জানা সকল মুমিনের জন্য অপরিহার্য। তাকবীরে তাহরীমা নামাযের প্রারম্ভিক ফরয কাজ। এ সম্পর্কে নির্বাচিত কিছু মাসআলা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে পেশ করা হবে।

### ১. তাকবীরে তাহরীমার পরিচিতি

নামায শুরু করার সময় যে তাকবীর প্রদান করা হয়, তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়। এই তাকবীর প্রদান করা ফরয। এটা হলো মুসাল্লীর 'আল্লাহু আকবার (اللهُ أكبر)' বলা। আল্লাহর বাণী: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।[১] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামায শুরুর তাকবীর।[২] একটি হাদীসে এসেছে, সাহাবীগণ বললেন, নামায কী বলে শুরু করা হবে? তখন (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

-পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি, তাকবীর এর উদ্বোধন এবং সালাম এর পরিসমাপ্তি।[৪] (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা নামাযের পরিপন্থী সকল কাজকে হারাম করে, আর সালাম তা হালাল করে।)

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

-রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর দ্বারা সালাত শুরু করতেন এবং (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) দ্বারা কিরাআত আরম্ভ করতেন।[৫]

তাহরীমা অর্থ কোনো বিষয়কে হারাম তথা নিষিদ্ধ করা। নামায শুরুর পূর্বে নামায আদায়কারীর জন্য যে কাজগুলো বৈধ ছিল, তা এই তাকবীর প্রদানের মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়ে যায় । তাই এই তাকবীরকে 'তাহরীমা' নামকরণ করা হয়েছে।[৬]

### ২. তাকবীরে তাহরীমার ফিকহি অবস্থান বিশ্লেষণ

যে আমলের উপর কোনো ইবাদত (সহীহ হওয়া) নির্ভরশীল, সে আমল যদি উক্ত ইবাদতের অঙ্গ হয়, তবে তা রুকন; আর যদি অঙ্গ না হয়ে এর বহির্ভূত হয়, তবে তা শর্ত।[৭] তাহরীমা বাঁধা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শর্ত, মুহাম্মদ (র.)-এর মতে রুকন।[৮] তবে শর্ত হওয়ার মত অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া হয়।[৯]

### ৩. তাহরীমাকে শর্ত গণ্য করার প্রায়োগিক মাসাইল

কেউ যদি ফরয বা নফল আদায়ের জন্য তাহরীমা বাঁধেন, তাহলে এই তাহরীমার উপর ভিত্তি করে নফল সালাত আদায় করা জায়িয, তবে মাকরূহ হবে। কিন্তু ফরয বা নফল আদায়ের জন্য তাহরীমা বাঁধা হলে এই তাহরীমা দ্বারা ফরয সালাত আদায় করা জায়িয নয়।[১০] যেমন: কেউ যুহরের ফরয সালাত আদায় করার পর ইচ্ছা করলে নতুন করে তাহরীমা না বেঁধে (যুহরের ফরযের তাহরীমার উপর ভিত্তি করে) নফল নামায শুরু করতে পারবেন।[১১] একইভাবে কেউ ফরয সালাতের তাহরীমা বেঁধেছে। কোনো কারণে তার উক্ত নামায ফাসিদ হয়ে গেল। এই ফরয সালাত নফলে রূপান্তরিত করা যাবে।[১২]

তাকবীরে তাহরীমাকে শর্ত গণ্য করার ফলে নিম্নোক্ত প্রায়োগিক মাসআলাসমূহ লক্ষ্যণীয়:

(১) নাজাসাত বহনকারী অবস্থায় যদি তাহরীমা বাঁধেন, অতঃপর তাহরীমা বলার পরপরই তা ফেলে দেন।

(২) অথবা তাকবীর বলার সময় যদি কিবলামুখী না থাকেন কিন্তু তাকবীর বলার পরপরই কিবলামুখী হয়ে যান।

(৩) অথবা তাকবীর বলার সময় যদি সতর অনাবৃত থাকে, অতঃপর তাকবীর বলার পরপরই সামান্য আমলের মাধ্যমে সতর আবৃত করে ফেলেন;

(৪) অথবা সূর্য হেলার পূর্বে তাকবীর শুরু করা হলো, অতঃপর তাকবীর শেষ করার পরপর সূর্য হেলে যায়;

তাহলে উপর্যুক্ত সকল ক্ষেত্রে নামায শুরু করা জায়িয হবে।[১৩] আর যদি তাকবীরে তাহরীমাকে রুকন গণ্য করা হয়, তাহলে উপর্যুক্ত সকল ক্ষেত্রে নামায শুরু করা জায়িয হবে না। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকবীরে তাহরীমা নামাযের শর্ত।

### ৪. তাকবীরে তাহরীমার বাক্যসংক্রান্ত মাসাইল

তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার (اللهُ أكبر)' অথবা এর স্থলাভিষিক্ত বাক্য (আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে যে সব নাম তা'যিমের অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো যুক্ত বাক্য) যেমন: আল্লাহু আজাল্লু, আল্লাহু আ'যামু ইত্যাদি বলা ব্যতীত সালাতে প্রবেশ করা সাব্যস্ত হয় না। তবে 'আল্লাহু আকবার (اللهُ أكبر)' বাক্য বলা ওয়াজিব। কেননা এটাই ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত আমল এবং বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহু আকবার ছাড়া তার স্থলাভিষিক্ত বাক্য দ্বারা সালাত শুরু করবেন, তার ফরয আদায় হয়ে যাবে; কিন্তু ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার জন্য মাকরুহে তাহরিমি হবে।[১৪]

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় 'আকবার'(أكبر)-এর 'বা' হরফে টান দিয়ে 'আকবা-র' (أكبار) বললে সালাত শুরু করেছেন বলে ধর্তব্য হবে না। নামাযের মাঝখানে এরকম বললে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা أكبار শব্দটি كَبَرٌ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ: তবলা (বাদ্যযন্ত্র)। বলা হয়ে থাকে, أكبار

শব্দটি শয়তানের একটি নাম, কেউ কেউ বলেন, এটি ইবলীসের সন্তানের নাম।[১৫]

‘আল্লাহু আকবার (الله أكبر)’ এর আল্লাহ (الله) শব্দের আলিফে অথবা ‘আকবার’(أكبر)-এর আলিফে টান দিয়ে পড়লে অর্থাৎ آللّٰهُ أَكْبَرُ অথবা اللّٰهُ آكْبَرُ পড়লে সালাত শুরু হওয়া বিশুদ্ধ হবে না। সালাতের মাঝখানে এরকম বললে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এর অর্থ পরিবর্তন হয়ে প্রশ্নবোধক হয়ে যায়, ফলে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।[১৬] ‘আল্লাহু আকবার’ অর্থ: আল্লাহ মহান। কিন্তু আলিফের মধ্যে টান দিলে এর অর্থ হয়: আল্লাহ কি মহান? ইচ্ছা করে এরকম বললে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আসতাগফিরুল্লাহ, আউযু বিল্লাহ, ইন্না লিল্লাহ, মা শা আল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে তাহরীমা বাঁধা হলে নামায শুরু হওয়া সহীহ হবে না।[১৭]

**৫. তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত ওঠানোর পদ্ধতি**

তাকবীরে তাহরীমার জন্য দুই হাত ওঠানো সুন্নাত। পুরুষগণ দুই হাত কান পর্যন্ত এবং মহিলাগণ কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করবেন। পুরুষগণ উভয় হাত এতটুকু উঠাবেন, যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দুই কানের লতি বরাবর হয়।[১৮] এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ.
وفِي رواية: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

-মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর বলতেন, কান পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করতেন। অপর রিওয়ায়াতে রয়েছে, কানের লতি বরাবর হাত তুলতেন।[১৯]

আর মহিলাগণ তাঁদের উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবেন। এটাই বিশুদ্ধ মত।[২০] যদিও হাসান (র.) আবূ হানীফা (র.)-থেকে বর্ণনা করেছেন, মহিলাগণ পুরুষের মতো কান বরাবর হাত উত্তোলন করবেন। কেননা মহিলাদের হাতের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল (র.) মাযহাবের ইমামদের থেকে বর্ণনা করেছেন, মহিলাগণ কাঁধ বরাবর হাত উত্তোলন করবেন। কেননা এটাই তাদের জন্য অধিক পর্দারক্ষাকারী।[২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا وَائِلُ بْنَ حُجْرٍ، إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا

-হে ওয়াইল ইবন হুজর, যখন তুমি সালাত শুরু করবে, তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর।[২২]

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র.) তাঁর রাফউল ইয়াদাইন সম্পর্কিত কিতাবে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ «تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا

-আব্দু রাব্বিহি বিন সুলাইমান বিন উমার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুদ দারদা (রা.)-কে দেখেছি, তিনি সালাতে কাঁধ বরাবর উভয় হাত উত্তোলন করেছেন।[২৩]

তাকবীরে তাহরীমার হাত ওঠানোর সময় আঙ্গুলসমূহ প্রশস্ত রাখা সুন্নাত। এর নিয়ম হলো পুরোপুরি চেপে না রাখা আবার পুরোপুরি ফাঁক করে না দেওয়া, বরং খোলা অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে রাখা।[২৪] আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিতেন।[২৫]

আর হাত ও আঙ্গুলের ভেতরের অংশ কিবলামুখী থাকবে।[২৬]

**৬. তাকবীরে তাহরীমা বলা ও হাত ওঠানোর সময়**

তাকবীরে তাহরীমা বলা এবং এ জন্য হাত ওঠানোর সময় সম্পর্কে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কেই হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যথা:

**প্রথম পদ্ধতি:** আগে কান পর্যন্ত হাত ওঠানো পরে তাকবীরে তাহরীমা বলা। আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ.

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর (অন্য বর্ণনায় কান বরাবর) ওঠাতেন, এরপর তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।[২৭]

**দ্বিতীয় পদ্ধতি:** আগে তাকবীরে তাহরীমা বলা পরে কান পর্যন্ত হাত ওঠানো।

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ « أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ

-আবূ কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা.) কে দেখলেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন তখন তাকবীর বললেন, অতঃপর উভয় হাত উঠালেন।[২৮]

**তৃতীয় পদ্ধতি:** তাকবীরে তাহরীমা বলার সঙ্গে সঙ্গে কান পর্যন্ত হাত ওঠানো।

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي أَهْلُ بَيْتِي، عَنْ أَبِي، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ

-আবদুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল (র.) বলেন, আমার পরিবারের লোকজন আমার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আমার পিতা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাকবীর বলার সময় দু’হাত উঠাতে দেখেছেন।[২৯] এখানে তাকবীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تكبيرة الافتتاح তথা সালাত শুরুর তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা)।[৩০]

● **তারজিহ:** উপর্যুক্ত তিনটি পদ্ধতিতেই তাকবীরে তাহরীমা বলা এবং এ জন্য হাত ওঠানো সহীহ। তবে ফুকাহাগণ বিভিন্ন দিক বিবেচনায় প্রথম পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩১] অর্থাৎ আগে কান পর্যন্ত হাত ওঠানো পরে তাকবীরে তাহরীমা বলা উত্তম।

**৭. তাহরীমা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত**

সালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা সহীহ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা:

**ক. নিয়তের সঙ্গে সংযুক্ত করে তাহরীমা বাঁধা** (مقارنة التكبير للنية)

এই সংযুক্তি হাকীকী (প্রকৃত) হতে পারে আবার হুকমী (বিধানগত) হতে পারে। হাকীকী সংযুক্তি হলো তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়েই নিয়ত করা।[৩২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القرَآن

-যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন হতে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে।[৩৩]

আর হুকমী সংযুক্তি হলো তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে নিয়ত করা। তবে নিয়ত এবং তাহরীমার মধ্যবর্তী সময়ে সালাতের সংশ্লিষ্টতাবিহীন কোনো কাজে লিপ্ত না হওয়া, যে কাজ নিয়ত এবং তাহরীমার মধ্যে সংযুক্তিতে বাঁধা প্রদান করে। যেমন: পানাহার বা কথাবার্তা থেকে মুক্ত থাকা। তবে সালাতের উদ্দেশ্যে হাঁটা বা ওযু করার কারণে সমস্যা হবে না।[৩৪]

**খ. দাঁড়ানো বা দাঁড়ানোর কাছাকাছি অবস্থায় তাকবীর বলা** (أن يأتي بها قائماً أو أقرب إلى القيام)

কোনো ব্যক্তি যদি বসে বসে তাকবীর বলে, তারপর দাঁড়ায়, তাহলে তার সালাত শুরু করা সহীহ হবে না।[৩৫]

**গ. সালাতের নিয়ত তাহরীমার পরে না হওয়া** (عدم تأخير النية عن التحريمة)

সালাত হচ্ছে একটি ইবাদত। এটাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। অতএব নিয়ত ব্যতীত যে অংশ আদায় করা হয়েছে, তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না।[৩৬]

**ঘ. নিজে শুনতে পাওয়ার উপযোগী আওয়াজে তাহরীমা উচ্চারণ করা** (النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه)

বোবা এবং (এমন) মূর্খ ব্যক্তি, (যারা ‘আল্লাহু আকবার’ উচ্চারণ করতে পারেন না, তারা) শুধু নিয়তের মাধ্যমেই সালাত শুরু করতে

পারবেন, কেননা তারা তাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু করেছেন।[৩৭]

**ঙ. মুক্তাদির মূল সালাতের নিয়তের সাথে ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা (نية المتابعة مع نية أصل الصلاة للمقتدي)**

যেহেতু ইমামের সালাত ফাসিদ হলে মুক্তাদীর সালাত ফাসিদ হওয়ার বিষয় রয়েছে, যা মুক্তাদির দায় গ্রহণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। অতএব মুক্তাদী ওয়াক্তের ফরয সালাত এবং ইমামের ইকতিদা তথা অনুসরণের নিয়ত করবেন।[৩৮] মুকতাদী পুরুষ হলে ইমামতী করার সময় ইমামতীর নিয়ত করা শর্ত নয় তবে মুকতাদী মহিলা হলে ইমামতী করার সময় তাদের ইমামতীর নিয়ত করতে হবে।[৩৯]

**চ. তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ইমামকে অনুসরণ করা (اتِّبَاعُ تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ)**

তাকবীরে তাহরীমা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তাকবীর বলার ক্ষেত্রে ইমামকে অনুসরণ করা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا

-ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে।[৪০]

ইমাম আবূ হানীফা-এর মতে, ইমামের তাহরীমার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তাদিগণ তাহরীমা বাঁধবে। আর সাহেবাইনের মতে, ইমামের তাহরীমার পরে মুক্তাদিগণ তাহরীমা বাঁধবে। সাহেবাইনের মতের উপরই ফাতওয়া। উভয় পদ্ধতিই জায়িয, মতপার্থক্য কেবল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে।[৪১] কেউ (মুক্তাদি) যদি ইমামের পূর্বেই তাকবীরে তাহরীমা বলেন, তাহলে নতুন করে তাকবীর না দিলে তার নামায আদায় শুদ্ধ হবে না। কেননা তিনি এমন এক ব্যক্তির ইকতিদা করেছেন, যিনি নামাযের মধ্যে নেই।[৪২]

**৮. ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে মুকতাদীর তাকবীরে তাহরীমার পদ্ধতি**

মুকতাদী যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পান এবং রুকুর দিকে ঝুঁকে তাকবীর দেন, এক্ষেত্রে মুকতাদী দাঁড়ানোর নিকটবর্তী থাকলে তার সালাত শুরু করা সহীহ হবে।[৪৩] দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হলো নিজের হাত দ্বারা হাঁটুর নাগাল না পাওয়া। এই তাকবীর দ্বারা যদি তাকবীরে তাহরীমার নিয়ত না করেন বরং রুকুর তাকবীরের নিয়ত করে, তাহলে তার নিয়ত ধর্তব্য হবে না। এই নিয়তকে তাকবীরে তাহরীমার নিয়ত হিসেবে গণ্য করা হবে। কেননা মুসাল্লি যেহেতু সালাতের বাহিরের কোনো কথা না বলে বরং যিকরের উদ্দেশ্যে এই তাকবীর দিয়েছেন আর ঐ সময় তাকবীরে তাহরীমা সালাতের শর্ত হওয়ায় তার উপর ফরয, সুতরাং তার এই নিয়তকে ফরযের দিকে ফেরানো হবে অর্থাৎ রুকুর নিয়তকে তাহরীমার নিয়ত হিসেবে ধরা হবে।[৪৪]

যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলেন, তার জন্য দুই তাকবীর প্রদানের প্রয়োজন নেই (অর্থাৎ জরুরি নয়, তবে দেওয়া উত্তম), যদিও এ ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে।[৪৫] সাধারণ নিয়ম হলো, মুসাল্লি যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পান, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলবেন। অতঃপর হাত না বেঁধে পুনরায় তাকবীর বলে রুকুতে চলে যাবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে রুকুর জন্য আলাদা করে তাকবীর না বললেও চলবে। সাহাবা-তাবিঈন থেকে এক্ষেত্রে রুকুর তাকবীর বলা এবং না বলা উভয় ধরনের বক্তব্য ও আমল আছে।[৪৬]

তবে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে রুকুর দিকে ঝুঁকে তাকবীর দেওয়ার সময় মুসাল্লি রুকুর নিকটবর্তী থাকলে তার সালাত শুরু করা সহীহ হবে না।[৪৭]

মুসাল্লি যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পান এবং রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দেন কিন্তু তাকবীরের 'আল্লাহু' শব্দটি দাঁড়ানো অবস্থায় বলেন এবং রুকুতে গিয়ে 'আকবার' শব্দটি বলেন, তাহলে তিনি সালাত আরম্ভকারী হিসেবে গণ্য হবেন না।[৪৮]

**৯. ইমামকে সিজদা বা বৈঠক অবস্থায় পেলে মুকতাদির তাকবীরে তাহরীমার পদ্ধতি**

মুকতাদি যদি ইমামকে সিজদাহ বা বৈঠক অবস্থায় পান, তাহলে তিনি প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলবেন, অতঃপর (সিজদাহ বা বৈঠকের উদ্দেশ্যে) নিচে ঝুঁকার জন্য তাকবীর বলবেন।[৪৯] অর্থাৎ ইমামকে সিজদাহ অবস্থায় পেলে মুকতাদী দুইবার তাকবীর দিতে হবে। একবার তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে সালাতে প্রবেশ করবেন, পুনরায় তাকবীর দিয়ে সিজদাহ বা বৈঠকে শরীক হবেন।

সালাতের মাসআলাসমূহ ভালোভাবে জানা এবং অনুসরণ করা মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকের জন্য জরুরি। আল্লাহ তাআলা আমাদের যথাযথভাবে সালাত আদায়ের তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

১. সূরা আল মুদ্দাসসির: ৩। ◆২. আল হিদায়া, ১:৪৭।

৩. কুরতুবী, আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ১৯:৬২; ইবন আতিয়্যাহ আল আন্দালুসী, আল মুহাররারুল ওয়াজিয ফী তাফসিলি কিতাবিল আযীয, ৫:৩৯২।

৪. তিরমিযী (৩); মুসনাদে আহমাদ (১০০৬), আবূ দাউদ (৬১, ৬১৮); ইবন মাজাহ (২৭৫)। হাকীম ও ইবনুস সাকান হাদীসটি সহীহ বলেছেন -ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার, ১:১৬৭। নববী ও ইবন হাজার সহীহ বলেছেন (তাহকীক: শুআইব আরনাউত)।

৫. মুসনাদে আহমাদ (২৪০২৯); মুসলিম (৪৯৮); আবূ দাউদ (৭৮৩); ইবন মাজাহ (৮১২)। সনদ সহীহ (তাহকীক: শুআইব আরনাউত)।

৬. রদ্দুল মুহতার, ১:৪৪২। ◆৭. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ইফা, ৩:১৬৩।

৮. আল লুবাব ফী শারহিল কিতাব, ১:৬৫। ◆৯. আদ দুররুল মুখতার, ৬২।

১০. আদ দুররুল মুখতার, ৬২। ◆১১. দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম, ১:৬৭।

১২. আল লুবাব ফি শারহিল কিতাব, ১:৬৫। ◆১৩. আল বাহরুর রাইক, ১:৩০৭।

১৪. আল ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ, ১:২০২।

১৫. আল বাহরুর রাইক, ১:৩২২; রদ্দুল মুহতার, ১:৪৮০।

১৬. আন নিহায়াহ শরহুল হিদায়া, ২:২৩৭-২৩৮; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়াহ, ১:৬৮।

১৭. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়াহ, ১:৬৮। ◆১৮. আল হিদায়াহ, ১:৪৮।

১৯. সহীহ মুসলিম (৩৯১); সহীহ ইবন খুযাইমা (৬৭৭); আবূ দাউদ (৭২২)।

২০. আল হিদায়াহ, ১:৪৮; আল বাহরুর রাইক, ১:৩৩৯; ই'লাউস সুনান, ২:১৮১-১৮২।

২১. বাদাইউস সানাঈ, ১:১৯৯; ফাতহুল কাদির, ১:২৮৩; রদ্দুল মুহতার, ১:৪৮৩।

২২. আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ১৯: ২০ (২৮)। সনদ হাসান (দলীলসহ নামাযের মাসাইল, ৪৫৪)।

২৩. কুররাতুল 'আইনাইন বিরাফইল ইয়াদাইন ফিস সালাত, ২২ (হা: ২৩), এই হাদীসের সনদের রাবীগণ সিকাহ –(ই'লাউস সুনান, ২:১৮২)।

২৪. মারাকিল ফালাহ, ২৫৭। ◆২৫. তিরমিযী (২৩৯)

২৬. হাশিয়াতুত তাহতাভী, ২৫৭। ◆ ২৭. সহীহ মুসলিম (৩৯০); আবূ দাউদ (৭২২)।

২৮. সহীহ মুসলিম (৩৯১); ইবন মাজাহ (১০৬১)।

২৯. আবূ দাউদ (৭২৫); মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৫১)। সনদ সহীহ।

৩০. বাযলুল মাজহুদ, ৪:৫৫।

৩১. আল বাহরুর রাইক, ১:৩২২; আদ দুররুল মুখতার, ৬৬; রদ্দুল মুখতার, ১:৪৮২।

৩২. শরহু মুখতাসারিত তাহাভী, ১:৫৭৪; ফিকহুল ইবাদাত আলাল মাযহাবিল হানাফী, ৭৭।

৩৩. সহীহ বুখারী (৭৫৭); সহীহ মুসলিম (৩৯৭); আবূ দাউদ (৮৫৬); তিরমিযী (৩০৩)।

৩৪. মারাকিল ফালাহ, ২১৭। ◆৩৫. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, ১:৬৮।

৩৬. মারাকিল ফালাহ, ২১৮। ◆৩৭. রদ্দুল মুহতার, ১:৪৪২।

৩৮. মারাকিল ফালাহ, ২২১। ◆৩৯. মারাকিল ফালাহ, ২২২।

৪০. সহীহ বুখারী (৭৩৪); সহীহ মুসলিম (৪১১); আবূ দাউদ (৬০৪); তিরমিযী (৩৬১)।

৪১. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, ১:৬৮। ◆৪২. আল বাহরুর রাইক, ১:৩০৮।

৪৩. আদ দুররুল মুখতার, ৬৬। ◆৪৪. রদ্দুল মুহতার, ১:৪৮১।

৪৫. ফাতহুল কাদির, ১:৪৮৩।

৪৬. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা, ৩:৩৪-৩৬, হা: ২৫২৭-২৫৪০।

৪৭. মারাকিল ফালাহ, ২১৮। ◆৪৮. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, ১:৬৯।

৪৯. হাশিয়াতুত তাহতাভী, ৪৫৬।

# নামাযের পর পাঠ্য ফদীলতপূর্ণ আযকার

ইব্রাহিম আরিফ

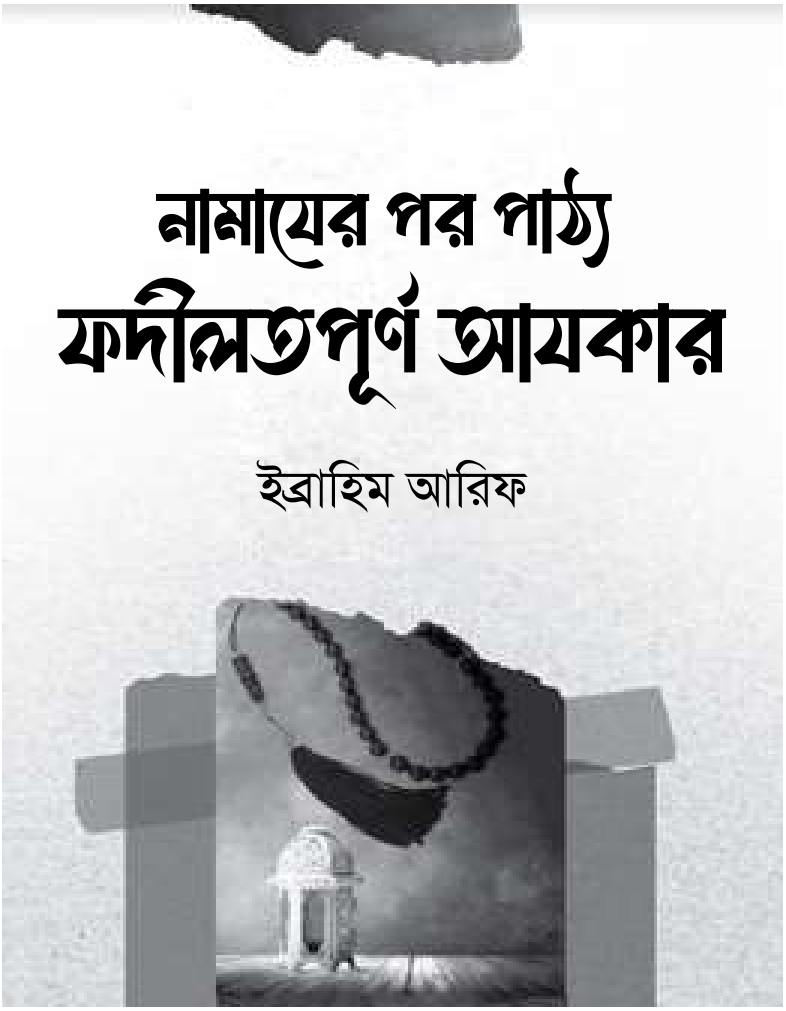

উম্মাতে মুহাম্মদীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে অল্প আমলে অধিক সাওয়াব লাভ করার বিশেষ কিছু সুযোগ দিয়েছেন। নামায একটি ফরয ইবাদত। আর এই ফরয বিধান আদায়ের পর কিছু যিকর রয়েছে, যার মাধ্যমে অশেষ ফদীলত অর্জন করা যায়। কিন্তু এই আমলগুলোর গুরুত্ব ও ফদীলত নিয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক না থাকলেও, এগুলো কখন আদায় করা হবে তা নিয়ে বেশ মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু ব্যক্তিবর্গকে দেখা যায়, তারা যেসব নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ রয়েছে, সেসব নামাযে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর সংক্ষিপ্ত মুনাজাত শেষ হতেই সেই যিকরগুলো পাঠ শুরু করে দেন। যিকর, তাসবীহ শেষ করে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আদায় করেন। আবার ভিন্ন আরেক শ্রেণিকে দেখা যায়, তারা যিকর এবং তাসবীহ পাঠে এতো মনোযোগী হন যে সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেবের সাথে মুনাজাতে পর্যন্ত শরীক হন না। তারা মূলত তাসবীহ এবং যিকর আদায়ের দাওয়াত দিয়ে কৌশলে সাধারণ মানুষের কাছে ফরয নামাযের পর মুনাজাত এবং সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায আদায় করাকে হালকা করতে চান। আর তাদের এই ধোঁকায় পড়ে অনেকে এসব গুরুত্বপূর্ণ আমল থেকে অনেক দূরে ছিঁটকে পড়েছেন। এই নিবন্ধে আমরা ফরয নামায আদায়ের পর পাঠ্য যিকরসমূহ কী কী এবং সেগুলোর ফদীলত ও আদায়ের মুস্তাহাব সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় ফরয নামায আদায়ের পর পাঠ্য অনেক যিকরের প্রমাণ রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সেগুলো তুলে ধরছি।

**যখন কোনো একটি দল একত্রিত হয়ে হাত তোলে আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো কিছু চায় তখন আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব হয়ে যায়, যা তারা চায় তা তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া।**

ফরয ও সুন্নাতের মাঝখানে কী পড়া হবে এ বিষয়ে হযরত আয়িশা (রা.) রিওয়ায়াত করেছেন। নিশ্চয় নবী করীম ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনি বলতেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

(সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-১৫১২)

উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে আহনাফ বলেন, সালাম ফিরানোর পর ‘আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম....’ এই দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব এবং এই দুআ পাঠ শেষে যদি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায থেকে থাকে, তবে সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়াই মুস্তাহাব।

ইমাম শরনবুলালী (র.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "মারাকিল ফালাহ" গ্রন্থে বলেন, ফরয নামাযের পর যে সুন্নাত নামায থাকে, সেই সুন্নাত নামায আদায়ের জন্য (ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর) দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। অর্থাৎ মুস্তাহাব হচ্ছে, ফরয এবং সুন্নাতের মধ্যখানে পার্থক্য করা, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ "আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম..." এই দুআ পাঠের সময় পরিমাণ বসার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন। অতঃপর তিনি সুন্নাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, আর এই দুআ-ই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত যিকর যেটা তিনি সুন্নাতের আগে পড়তেন এবং যার দ্বারা তিনি ফরয এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য করতেন। (হাশিয়াতুত তাহতাওয়ী আলা মারাকিল ফালাহ, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া হতে প্রকাশিত নুসখা, ৩১১-৩১২ পৃ.)

ইমাম ইবন আবিদীন আশ শামী (র.) তাঁর "হাশিয়াতু ইবন আবিদীনে" তথা ফাতওয়ায়ে

শামীতে উল্লেখ করেন, (ইমাম হাসকাফী র.) বলেন, (ফরয আদায়ের পর) সুন্নাত আদায়ে 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম....' এই দুআ পাঠের পরিমাণের চাইতে বেশি সময় দেরি করা মাকরূহ হবে।

(ইমাম ইবন আবিদীন র. বলেন) যেহেতু ইমাম মুসলিম এবং তিরমিযী (র.) হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরিয়ে "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম...." এই দুআ পাঠের পরিমাণের চাইতে বেশি সময় বসতেন না। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-২৯৮)

আর হাদীস শরীফে নামায শেষে যেসব যিকরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা সুন্নাতের আগে পড়তে হবে এমনটা নির্দেশ করে না। বরং সেগুলো সুন্নাতের পরে আদায়ের অর্থে বহন করা হবে। কেননা সুন্নাত হচ্ছে ফরয নামাযের সাথে সংযুক্ত, তার অনুগামী এবং তাকে পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়। সুতরাং সুন্নাতকে ফরয থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে না। আর (ফরয এবং) সুন্নাতের পরে সেই তাসবীহগুলো আদায় করার অর্থ হবে ফরযের পরেই আদায় করা (অর্থাৎ এভাবে আমল করার দ্বারা হাদীসের খিলাফ হবে না)। (হাশিয়াতু ইবন আবিদীন, শাইখ হুসাম ফারফুর তাহকীককৃত নুসখা, ৩য় খণ্ড, ৪২৪ পৃ.)

সুতরাং দুই ইমামের ফাতওয়া থেকে আমরা জানলাম, সালাম ফিরানোর পর "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম..." এই দুআ পাঠ করা সুন্নাত এবং এই দুআ পাঠ শেষে সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া-ই হলো সুন্নাত। আর সুন্নাতে না দাঁড়িয়ে অন্যান্য তাসবীহ পাঠে লিপ্ত হওয়া মাকরূহ।

শামসুল আইম্মা ইমাম হালাওয়ানী (র.) বলেছেন, সুন্নাতের আগে অন্যান্য তাসবীহ পড়তে কোনো আপত্তি নেই। এই কথার ব্যাখ্যায় হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন, কেউ পড়লে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, তবে সেই তাসবীহ এবং যিকরসমূহ সুন্নাতের পরে পড়া উত্তম। আর সুন্নাতের আগে পড়া খিলাফে আওলা, মাকরূহে তানযিহী হবে। (হাশিয়াতুত তাহতাওয়ী, ৩১২ পৃ.)

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় পেশ করছি। আমাদের উল্লেখিত দুআই হচ্ছে হাদীস। অথচ আমরা এই দুআ পাঠের সময় কিছু শব্দ বৃদ্ধি করে থাকি। যেমন- فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام، ইত্যাদি। এই বাক্যগুলোর অর্থ সুন্দর। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বাক্যগুলো হাদীসের শব্দ নয়।

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরানোর পর আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম... এই দুআ পাঠের পরিমাণ থেকে বেশি সময় বসতেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সালাম ফিরানোর পর আরও কিছু দুআ প্রমাণিত আছে। প্রথমে সেগুলো তুলে ধরব, অতঃপর উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম..." এই দুআ পাঠের আগে তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করতেন। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনা- হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর নামায শেষ করতেন, তখন তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করতেন এবং বলতেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

-হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনার থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত।

ওয়ালীদ বলেন, আমি আওযাঈকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইস্তিগফার' কিরূপ? তিনি বললেন, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ বলবে। (সহীহ মুসলিম, ৫৯১)

যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুগীরা ইবন শুবা (রা.) মুআবিয়া (রা.) কে লিখে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

-আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তার কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও, তা কেউই রোধ করতে পারে না এবং তুমি যা রোধ কর, তা কেউ করতে পারে না। আর কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার আযাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৯৩)

রাসূল ﷺ বর্ণিত আরও দুআ পাওয়া যায়।
হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, হে মুআয! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি প্রত্যেক নামাযে বলতে বাদ দেবে না,

أَللهم أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

(সুনান আবু দাউদ; সুনান আন নাসাঈ; মুসনাদে আহমদ, হাদীস-২২১১৯)

সুতরাং এসব হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম...' এই দুআ ছাড়াও অন্যান্য দুআ করেছেন। অথচ আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম...." এই দুআর বেশি পাঠ করতেন না। সুতরাং এর সমন্বয় করতে গিয়ে ইমাম তাহতাওয়ী (র.) বলেন, হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীস দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম..." নির্দিষ্ট এই দুআ পড়তেই হবে বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ পাঠ করার সময় পরিমাণ বা অন্যান্য দুআ যা ঐ পরিমাণ সময়ে পড়া যায় সেই পরিমাণ সময় সালাম ফিরানোর পর বসতেন। সুতরাং সহীহাইনের অন্যান্য হাদীসের সাথে আয়িশা (রা.) এর হাদীসের কোনো বিরোধ নেই। (হাশিয়াতুত তাহতাওয়ী, ৩১২ পৃ.)

একই কথা ফাতওয়ায়ে শামীতেও লিখা আছে। ইমাম শামী (র.) বলেন, ইমাম হালাওয়ানী (র.) এর কথা, হাদীসে বর্ণিত আযকার সালাম ফিরানোর পর পড়তে বাধা নেই, একথার ব্যাখ্যা হচ্ছে- 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম..' এই জাতীয় দুআর সময় পরিমাণ হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য দুআসমূহ পড়া যাবে। যেহেতু এখানে আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম.. এই দুআকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এর সমপরিমাণ অন্যান্য দুআ পড়া যাবে, তবে তার চাইতে দীর্ঘ করা যাবে না। এর চাইতে দীর্ঘ করাটা মাকরূহে তানযীহি হবে। (হাশিয়াতু ইবন আবিদীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬,৪২৭)

সুতরাং ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর তিনবার ইস্তিগফার পড়ার পর হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ থেকে যেকোনোটা পড়া সুন্নাত হবে এবং সংক্ষিপ্ত এই দুআ শেষে সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব হবে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা জরুরি। অনেক মসজিদে দেখা যায় জুমুআর নামায শেষে অনেক দীর্ঘ দুআ করা হয়, অথচ জুমুআর ফরয শেষে বা'দাল জুমুআ সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায রয়েছে। সুতরাং জুমুআর নামায শেষে এতো দীর্ঘ দুআ করা মুনাসিব নয়। বরং তা মাকরূহ কাজ বলে গণ্য হবে। সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামায শেষে দুআ করেছেন। অথচ একশ্রেণির লোক বলেন, ফরয নামাযের পর দুআর কোনো অস্তিত্ব নেই! অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময় দুআ বেশি কবূল হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতের মাঝভাগের এবং ফরয নামাযগুলোর পরের দুআ। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস-৩৪৯৯)

হাফিয ইবন হাজার (র.) বলেন, সালাম ফিরানোর পর দুআ নেই বলে যা দাবি করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা মুআয (রা.) থেকে প্রমাণিত আছে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওসীয়ত করে বলেছেন, তুমি প্রত্যেক নামায শেষে বলতে বাদ দেবে না,

أَللهم أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

(ফাতহুল মুলহিম, যাকারিয়া বুক ডিপো, ৩ খণ্ড, ৪৫১ পৃ.)

কিছু লোক হয়তো দাবি করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করেছেন কিন্তু হাত তুলে করেননি! এ বিষয়ে নিম্নে তুলে ধরছি।

**হাত তুলে দুআ**

দুআতে হাত তুলা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবুও ঠিক নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে দুআ করেছেন, তা প্রমাণের জন্য আমরা একটি হাদীস উল্লেখ করব। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) রিওয়ায়াত করেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায থেকে সালাম ফিরানোর পর কিবলাহমুখী হয়ে হাত তুললেন অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! আপনি ওয়ালি বিন ওয়ালিদ এবং আইয়াশ বিন রাবিয়াকে মুক্ত করে দিন। (তাফসীরে ইবন কাসীর, ১/৮২৩ পৃ.; সূরা নিসা, আয়াত-১০০)

ইমাম ওকাইলী (রা.) তাঁর الضعفاء ( ৩/৯৯) কিতাবে এই হাদীস উল্লেখ করে বলেন, এই হাদীসটি এই সনদ ছাড়াও আরো অন্যান্য উত্তম সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

**সম্মিলিত দুআ**

সম্মিলিত দুআও রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোনো একটি দল একত্রিত হয়ে হাত তোলে আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো কিছু চায় তখন আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব হয়ে যায়, যা তারা চায় তা তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া। (আল মুজামুল কাবীর লিত তাবারানী, হাদীস-৬১৪২, ইমাম হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়িদে হাদীসখানা উল্লেখ করে বলেন, এই হাদীসের প্রত্যেক রাবীই সহীহ হাদীসের রাবী অর্থাৎ হাদীসখানা সহীহ।)

**ফরয নামায শেষে ইমামের দাঁড়ানোর সুন্নাহ পদ্ধতি**

সংক্ষিপ্ত দুআ শেষে সুন্নাতে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ইমামের জন্য আরেকটি সুন্নাত হচ্ছে, তিনি তার বামদিকে কিছুটা সরে দাঁড়াবেন। ইমাম শামী (র.) বলেন, ইমামের জন্য (ফরয আদায়ের জায়গায়) সুন্নাত আদায় করা মাকরূহে তানযিহী। বরং তিনি কিছুটা সেই জায়গা থেকে ডানে/বামে সরে দাঁড়াবেন। (ইমাম শরনবুলালী (র.), ইমামের বামদিকে সরে যাওয়া উত্তম বলেছেন)। তবে মুক্তাদী এবং একাকী নামায আদায়কারী চাইলে ফরয নামায আদায়ের স্থানেই সুন্নাত পড়তে পারবেন (এতে মাকরূহ হবে না), তবে অন্যস্থানে সুন্নাত আদায় করা উত্তম হবে। (হাশিয়াতু ইবন আবিদীন, খণ্ড ৩, ৩২৭,৩২৮ পৃ.)

**ফরয বা সুন্নাত নামাযের পর বসার পদ্ধতি**

যদি ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায না থাকে তবে ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসা মুস্তাহাব। ইমাম শরনবুলালী (র.) বলেন, সুন্নাত শেষে কিবলাহমুখী হয়ে বসা মুস্তাহাব (ইমাম মুকতাদী সবার জন্য)। আর যদি ফরয নামায শেষে কোনো সুন্নাত না থাকে তবে মানুষের তথা মুক্তাদীদের দিকে ইমাম সাহেব ফিরে বসা মুস্তাহাব। যেহেতু বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষে সাহাবাদের দিকে ফিরে বসতেন। ইমাম সাহেব চাইলে তার বামদিকে ফিরে কিবলাহকে ডানদিকে রেখে বসতে পারবেন, আবার চাইলে নিজে ডানদিকে ফিরে বামদিকে কিবলাহকে রাখতে পারবেন, আর এভাবে ফিরাই উত্তম। যেহেতু মুসলিম শরীফে এসেছে, সাহাবী বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে নামায আদায় করতাম, তখন তার ডানপার্শ্বে থাকাই পছন্দ করতাম, যেন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরান । (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৯)

অতঃপর ইমাম ও মুকতাদী নামাযের পরের যিকর-আযকার পাঠ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অসংখ্য যিকর প্রমাণিত আছে। সংক্ষেপে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো-

**● আয়াতুল কুরসী পাঠ**

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি এই মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার বেহেশতে প্রবেশে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। আর যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় তা পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার ঘর, তার প্রতিবেশীর ঘর এবং আশপাশের আরও কতক ঘরকে নিরাপদে রাখবেন। ইমাম বাইহাকী শুআবুল ঈমানে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদ দুর্বল। (মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস-৯৭৪)

**● সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ**

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

-উকবা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে আদেশ করেছেন। (সুনান আন নাসাঈ, হাদীস-১৩৩৬)

**● তাসবীহ পাঠ**

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন,

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

-রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার বলবে এই হল নিরানব্বই-আর একশত পূর্ণ করার জন্য বলবে- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ তার পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৯৭)

৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়াও প্রমাণিত আছে।

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে । জেনে রাখ! উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করা সহজ। সে অনুসারে অনেক অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তা আমল করে থাকে।

(এক) প্রতি ওয়াক্তের (ফরয) নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার বলবে। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি নামাযের পর স্বীয় হস্তে গণনা করতে দেখেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (পাঁচ ওয়াক্তে) মুখের উচ্চারণে একশত পঞ্চাশ বার এবং দাঁড়িপাল্লায় দেড় হাজার হবে।

(দুই) আর শয্যা গ্রহণকালে তুমি 'সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদু লিল্লাহ' একশত বার বলবে, ফলে তা মীযানে এক হাজারে রূপান্তর হবে। তোমাদের মাঝে কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচশত গুনাহে লিপ্ত হয়? (অর্থাৎ এতগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হবে)।

সাহাবীগণ বলেন, কোন ব্যক্তি সবসময় এরূপ একটি ইবাদাত কেন করবে না! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ নামাযে অবস্থানরত থাকাকালে তার কাছে শয়তান এসে বলতে থাকে, এটা মনে কর ওটা মনে কর। ফলে সেই নামাযী শয়তান ধোঁকাবাজির মাঝেই রত থাকা অবস্থায় নামায শেষ করে। আর উক্ত তাসবীহ আমল করার সে সুযোগ পায় না। পুনরায় তোমাদের কেউ শোয়ার জন্য শয্যা গ্রহণ করলে শয়তান তার নিকট এসে তাকে ঘুম পাড়ায় এবং সে তাসবীহ না পাঠ করেই ঘুমিয়ে পড়ে। (সুনান আত তিরমিযী, হাদীস- ৩৪১০)

**● দুরূদ পাঠ**

হযরত ফাযালা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا صلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ والثَّناءِ عليهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ بِما شَاءَ

-নামায শেষে তোমরা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করো, এরপর গুণকীর্তন করো, নবীর ওপর দুরূদ পড়ো। এরপর তোমাদের যা কিছু চাওয়ার তা তোমরা চাও। (সুনান আন নাসাঈ, হাদীস-১২৮৪)

# এক বিপ্লবী নেতার শাহাদত ও আযাদীর সংগ্রামের ভবিষ্যৎ

মুহাম্মাদ বিন নূর

গাযায় চলমানে ইসরায়েলি বর্বরতায় ইসরায়েলের প্রত্যক্ষ প্রধান শত্রু হামাস এবং সবচেয়ে শক্তিধর শত্রু ইরান। "হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায়" ইরানের রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর দেড় মাসের মধ্যে ইরানের রাজধানী তেহরানেই শাহাদত বরণ করলেন হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়া। ইরানের নতুন রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে নতুন রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক করেন হানিয়া। সে রাতেই তার মৃত্যু হয় ইসরায়েলের হাতে।

এতো অল্প সময়ের মধ্যে ইসরায়েলবিরোধী প্রতিরোধ অক্ষের দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতার মৃত্যু নিছক কাকতালীয় কিনা বলা মুশকিল, কারণ ইরান তাদের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করেনি, নিছকই দুর্ঘটনা বলে চালিয়েছে, যদিও অনেক বিশ্লেষকই তা মানতে নারাজ। তবে ইসমাইল হানিয়ার মৃত্যুর পিছনে ইসরায়েলের দায় মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। ইসরায়েল ঠিক কীভাবে হানিয়াকে শহীদ করেছে, সেই বিবরণের চেয়ে বরং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ঘটনার প্রভাব কী হতে পারে– সে বিষয়টি। তাই ইসমাইল হানিয়ার জীবন ও কর্ম আলোচনার বদলে সরাসরি তার শাহাদতের প্রভাব নিয়েই আলোচনা করা শ্রেয়।

কাতারে বসবাসরত ইসমাইল হানিয়া চলমান ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধবিরতি আলোচনায় ফিলিস্তিনীদের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। প্রধানত ইসরায়েলের অযৌক্তিক গোয়ার্তুমির কারণে কোন যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবে রূপায়িত না হলেও হানিয়া বিচক্ষণতার সাথে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায়। ঠিক এই পরিস্থিতিতে তাকে শহীদ করার পিছনে ইসরায়েলের অনেকগুলো উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু যে কোন মূল্যে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু গাযায় এতো দীর্ঘ সামরিক অভিযান পরিচালনা করেও তিনি সেই অর্থে কোন জয়ের নিশান তার স্বজাতির হাতে তুলে দিতে পারেননি। তাই তার দরকার যে কোন মূল্যে কোন সাফল্য অর্জন। যুদ্ধের ময়দানে আল কাসসাম ও অন্যান্য প্রতিরোধযোদ্ধাদের পরাস্ত করে সেই সাফল্য অর্জন ক্রমেই অসম্ভব থেকে অসম্ভবতর হয়ে উঠছে, তাই ময়দানের বাইরে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে সাফল্য দেখানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া আলোচনার টেবিলে ইসমাইল হানিয়ার মনোবল ভেঙে দিতে এবারের যুদ্ধে ইসরায়েল তাঁর বোন, তিন ছেলেসহ বৃহৎ পরিবারের প্রায় ৬০ জন সদস্যকে শহীদ এবং আরো অনেককে আহত করে। তাতে ইসমাইল হানিয়ার অবস্থানে একটুও পরিবর্তন আসেনি, বরং তিনি গণমাধ্যমকে জানান যে হাজার হাজার ফিলিস্তিনীর চেয়ে আমার পরিবারের কারো জীবন অধিক মূল্যবান নয়, তাই এ কারণে প্রভাবিত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। আলোচনার টেবিলে তার উপর নৃশংস চাপ প্রয়োগ শেষেই তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো।

মূলত নেতানিয়াহুর এই মুহূর্তে একমাত্র চাওয়া হলো যুদ্ধকে প্রলম্বিত করা এবং সম্ভব হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো। সেই জায়গা থেকে ইসরায়েল বিভিন্নভাবে ইরানকে যুদ্ধে জড়ানোর উসকানি দিলেও ইরান কেবল বাগাড়ম্বরের বাইরে সত্যিকারের যুদ্ধে সরাসরি জড়াতে চাচ্ছে না। এদিকে ইরান নিজে থেকে সরাসরি যুদ্ধ শুরু না করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর আগের কোন উসকানিতে কাজ না হওয়ায় তাই ইসরায়েল এবার সরাসরি ইরানের রাজধানীতে হামলা করে হামাসের প্রধান নেতাকে শহীদ করলো, যাতে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার আর কোন উপায়ই ইরানের হাতে না থাকে। আর একান্তই যদি ইরান যুদ্ধে নাও জড়ায়, তবু ইয়ামান, লেবানন, ইরাক এবং সিরিয়ায় ইরানের প্রক্সি যোদ্ধাদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়বে ফলে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে না। এ দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনে ইসরায়েল নিঃশর্ত সহযোগিতা করলেও নেতানিয়াহু তার এবং তার দলের উপর সন্তুষ্ট নয়। ফলে নেতানিয়াহুর চাওয়া— যে করেই হোক নভেম্বর অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং নভেম্বরে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মার্কিন নির্বাচনে জিতিয়ে আনতে হবে । ইসরায়েলের ধারণা, তাতে আরো উগ্র মার্কিন

সহায়তা লাভ সম্ভব হতে পারে এবং হামাসের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতিতে যাওয়া নাও লাগতে পারে।

এই গুপ্তহত্যার পর ইসরায়েলের তথা নেতানিয়াহু স্বল্পমেয়াদে কিছুটা ফায়দা হাসিল হতে পারে। বিশেষত ইসরায়েলের রাজপথে যারা তার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন তাদের একটা অংশ কিছুটা হলেও এই ঘটনায় উৎফুল্ল হবে, তার পাশে দাঁড়াবে এমনটাই তাঁর প্রত্যাশা। কিন্তু এর ফলে ইসরায়েলের রাজপথের মূল যে দাবি— বন্দিমুক্তি, তাতে কোন ইতিবাচক প্রভাব না পড়ার দরুণ এই উৎফুল্ল ভাব খুব দীর্ঘায়িত হবে বলে মনে হয় না। ফলে এটি খুবই স্বল্পকালীন ফায়দা বটে। তবে কোন কোন বিশ্লেষক মনে করছেন আন্তর্জাতিক চাপের মুখে যদি হামাসের সাথে চুক্তি করাই লাগে, সেক্ষেত্রে বন্দি বিনিময় চুক্তির আগে এরকম একটি "বিজয়" দেখিয়ে নেতানিয়াহু তার উগ্রবাদী সমর্থকদের সামনে মুখরক্ষা করতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ 'হানিয়াকে হত্যা করেছি, এখন হামাসের সাথে চুক্তি করে বন্দিদের মুক্ত করছি'— এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দেশের ভিতরের দুই শিবিরকেই হাতে রাখার চেষ্টা করতে পারেন নেতানিয়াহু। কিন্তু বাস্তবে এমন পরিস্থিতির চেয়ে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগই বেশি বলে মনে হচ্ছে।

ইসমাইল হানিয়ার শাহাদতের ফলে তাই নেতানিয়াহু স্বল্পমেয়াদে ফায়দা ভোগ করলেও দীর্ঘমেয়াদে ইসরায়েলের অস্তিত্ব সংকটকে আরো প্রকট করে তুলবে। অবরুদ্ধ গাযা উপত্যকার প্রতিরোধযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যেখানে ইসরায়েলি বাহিনীকে রীতিমতো পর্যুদস্ত হতে হচ্ছে, এখনো কোন একটি অঞ্চল থেকেও হামাসযোদ্ধাদের হটানো সম্ভব হয়নি, সেখানে ইরানের রাজধানীতে হামলার ফলে যদি ইরানের সব কয়টি প্রক্সি শক্তি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে তবে ইসরায়েলের পক্ষে মার্কিন সহায়তা নিয়েও দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

ফিলিস্তিনিরা নিঃসন্দেহে এই সময়ে তাদের অন্যতম প্রধান নেতাকে হারিয়েছে, যা তাদের জন্য প্রচণ্ড বেদনার বিষয়। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথ চলায় এ ঘটনা তাদের জন্য অনুপ্রেরণার আরেক উৎস ছাড়া আর কিছুই হবে না। হামাস বা এ ধরনের যে কোন সংগঠনের নেতৃত্ব সব সময়ই ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারানোর মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন, ইসমাইল হানিয়ার মতো নেতা যে যেকোন সময় শহীদ হতে পারেন এ বিষয়ে হামাসের সর্বস্তরে মানসিক প্রস্তুতি ছিল। এর আগেও হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ইয়াসিন থেকে শুরু করে বহু শীর্ষ নেতা শহীদ হয়েছেন, তাতে শোক বিহ্বল হয়ে তাদের সংগ্রাম থেমে যায়নি, বরং আপন গতিতে এগিয়ে গেছে। এসকল প্রতিরোধ আন্দোলন যেহেতু কোন ব্যক্তিনির্ভর আন্দোলন নয়, ফলে কোন এক শীর্ষনেতার মৃত্যুতে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের পূর্ণ প্রস্তুতি তাদের আগে থেকেই গ্রহণ করা থাকে। এর আগে আল কাসসামের কমান্ডার ইন চীফ গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হলে তারচেয়েও কঠোর কমান্ডার মুহাম্মাদ আদ-দ্বাইফের উত্থান ঘটে, ফিলিস্তিনের সিংহখ্যাত আব্দুল আজিজ রানতিসি শহীদ হলে সামনে আসেন কিংবদন্তি ইয়াহইয়া আস-সিনওয়ার যাদের নেতৃত্বে আল আকসার তুফানে আজ ইসরায়েলিদের ঘুম হারাম হয়ে পড়ছে। ফলে ইসমাইল হানিয়ার শাহাদতের সৃষ্ট নেতৃত্বশূন্যতা যে খুবই সাময়িক, দীর্ঘমেয়াদে স্বাধীনতার সংগ্রামে এর কোন নেতিবাচক প্রভাবই পড়বে না, তা মোটামুটি নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়। উপরন্তু ইসরায়েলের দালালিতে লিপ্ত অনেকে যে হামাসের রাজনৈতিক শাখার শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে অবান্তর অভিযোগ উত্থাপন করেন যে তারা বিলাসবহুল নিরাপদ জীবন যাপন করে ফিলিস্তিনীদের জীবনের ঝুঁকিতে ফেলছেন, শহীদ ইসমাইল হানিয়ার শাহাদত এসকল দালালদের গালেও শক্ত চপোটাঘাত হয়ে থাকলো বৈকি।

সর্বোপরি আযাদীর জন্যে যে লড়াই, তার শিকড় এতোটাই গভীরে থাকে যে কোন ব্যক্তি তা সে যত গুরুত্বপূর্ণই হোন না কেন, তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির চেয়ে বরং মানুষের মুক্তির বাসনাই সেই লড়াইকে এগিয়ে নিতে মূল চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করে। ফিলিস্তিনীদের মধ্যে সেই চূড়ান্ত বাসনার উপস্থিতি কার না চোখে পড়ে। আর তাই সাগর থেকে নদী অবধি আযাদি অর্জিত হবেই, আল্লাহর সাহায্য আসবেই, কারণ আল্লাহ তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তিনি তার বান্দাদের এই প্রচেষ্টাকে বিফল করবেন না। ইসমাইল হানিয়ার শাহাদত তাই দীর্ঘ মুক্তির সংগ্রামে কোন নেতিবাচক প্রভাব তো ফেলবেই না, বরং প্রেরণার উৎস হয়ে অমর থাকবে।

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

# নিজেকে সঁপে দাও তার সমীপে

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

শেষ পর্যন্ত বেদুইন স্বামী-স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিল, ভাগ্য বদলাতে হলে আমাদের বাগদাদ যেতে হবে, মহান খলীফার সান্নিধ্য পেতে হবে আর বাদশাহর দয়াদৃষ্টি লাভের জন্য কোনো নযরানা পেশ করতে হবে। তারা চিন্তা করল, আমাদের দেশে মরুভূমিতে পানির চেয়ে দামী আর কিছু হতে পারে না। তা বৃষ্টির পানি হলে কথাই নেই। আমাদের তো এক সুরাহী বৃষ্টির পানি আছে। কাজেই বৃষ্টির স্বচ্ছ নির্মল পানি খলীফার জন্য সর্বোত্তম নযরানা হতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে বলল,

در نمد در دوز تو این کوزه را
تا گشاید شه بهدیه روزه را

*দার নামাদ দারদূয তো ইন কূযে রা'*
*তা' গুশা'য়াদ শাহ বে হাদয়া রূযে রা'*
মোটা কাঁথা দিয়ে সিলাই করে নাও কলসি তোমার
বাদশাহ যেন এই পানি দিয়ে করেন রোযার ইফতার।

সফরের প্রস্তুতি হিসেবে সুরাহীটা মোটা কাপড় দিয়ে মুড়ে দাও আর মুখটা শক্ত করে বন্ধ করে দাও।

মাওলানা রূমী (র) বলেন, তোমার যে অস্তিত্ব তাকে সুরাহীর সাথে কল্পনা কর। সুরাহীর পানি ভরার মত তোমার অস্তিত্বে জাগতিক পানি ঢোকে পাঁচটি নল দিয়ে। সেগুলো তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়। বেদুইন যেভাবে বৃষ্টির পানিভর্তি সুরাহীর যত্ন নিচ্ছে তুমিও তোমার অস্তিত্বের সুরাহীকে জাগতিক উপসর্গ হতে দূরে রাখ। কলুষতা, অপবিত্রতা যেন ঢুকতে না পারে, তার জন্য ইন্দ্রিয়ের মুখগুলো বেঁধে রাখ।

বেদুইনের ধারণা কল্পনা মরুভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কল্পনা করে, বাগদাদে পানির দারুণ সংকট। লবনাক্ত তিতা পানি খেয়ে তাদের অবস্থা বেদনাদায়ক। অপুষ্টিতে সবাই অসুস্থ অন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কাজেই আমি যে কলসিটি নিয়ে যাচ্ছি তার গুরুত্ব অপরিসীম। বাদশাহ তা নিয়ে রোযার ইফতার করবেন।

کین چنین اندر همه آفاق نیست
جز رحیق و مایهٔ اذواق نیست

*কীন চুনীন আন্দার হামে আ'ফা'ক নীস্ত*
*জুয রহীক ও মা'য়ায়ে আযওয়াক নীস্ত*
এমন উত্তম হাদিয়া নাই দিক দিগন্তে কোথাও
বেহেশতের সুরভিত পানীয়ের মতো অতুলনীয়।

زانکه ایشان ز آبهای تلخ و شور
دایما پر علت‌اند و نیم کور

*যাঙ্কে ঈশা'ন যা'বহা'য়ে তালখো শূর*
*দা'য়েমান পুর ইল্লাত আন্দ ও নীম কূর*
কারণ বাগদাদবাসী তিতা লবণাক্ত পানি পিয়ে পিয়ে
অপুষ্টিতে অসুস্থ সদা থাকে সবাই প্রায় অন্ধ হয়ে।

লবণাক্ত পানির প্রসঙ্গ আসাতে মাওলানা এখন আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করতে চান আধ্যাত্মিক জগতের দিকে। বেদুইন জীবনভর থাকে মরুভুমিতে। কাজেই দজলা ফুরাত, সাগর মহাসাগরের কথা তার কল্পনায় আসতে পারে না। হে সাধক! তোমার অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়।

ای که اندر چشمهٔ شورست جات
تو چه دانی شط و جیحون و فرات

*আই কে আন্দার চাশমেয়ে শূরাস্ত জা'ত*
*তো চে দা'নী শাত্ব ও জায়হুন ও ফোরা'ত*
ওহে যে হাবুডুবু খাও সারাক্ষণ লবণাক্ত পানির কুয়ায়
তুমি কী বুঝবে শাতিল আরব, জয়হুন, ফুরাত কোথায়?

মাওলানা বলছেন, ওহে যে লবণাক্ত পানি অর্থাৎ ভোগ বিলাসে মত্ত, কামনা-বাসনায় কলুষিত তুমি কী করে বুঝবে শাতিল আরব, জয়হুন, ফুরাত নদী কোথায়, কিংবা আধ্যাত্মিক জগতের অনন্ত রহস্যের মর্ম কত গভীর।

ای تو نارسته ازین فانی رباط
تو چه دانی محو و سکر و انبساط

*আই তো না' রাস্তে আযিন ফা'নী রেবা'ত*
*তো চে দা'নী মাহও সুকর ও এনবেসা'ত*
তুমি যে ক্ষণিকের সরাইখানার বাঁধনমুক্ত হওনি
তুমি কী বুঝবে বিলয়, মত্ততা, প্রসারতার মর্মবাণী?

ক্ষণিকের সরাইখানা মানে এই অস্থায়ী জগত পৃথিবী। এখানকার মায়া আকর্ষণের বাঁধনে তোমার পা এখনো বাঁধা। তুমি কীভাবে বুঝবে, নিঃশেষ ও ফানা হয়ে যাওয়া, আল্লাহর প্রেমে মত্ততা এবং হৃদয়ের আলোকন প্রসারতা বলতে কী বুঝায়?

আধ্যাত্মিক সাধনার জগত ও সুফী দার্শনিকদের তিনটি প্রধান পরিভাষার দিকে মাওলানা ইঙ্গিত করেছেন এ বয়েতে।
প্রথমটি 'মাহ্ও' নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন ও ফানা হয়ে যাওয়া।
দ্বিতীয়টি সুক্র বা আল্লাহর প্রেমে মত্ততা
আর তৃতীয়টি 'ইনবেসাত' বা হৃদয়ের প্রসারতা।
পরিভাষা তিনটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় লাভ করতে পারলে

মাওলানা রুমী (র) ও মসনবীর দর্শন বুঝা আমাদের জন্য সহজতর হবে। অভিধানে মাহ্‌ও محو অর্থ স্লেট বা ফলকের ওপর থেকে লেখা মুছে ফেলা। সুফীদের দৃষ্টিতে নিজের অভ্যাসের গুণাগুণ মুছে ফেলাকে বলা হয় মাহ্‌ও। কারো মতে মাহ্‌ও বলতে বুঝায় আমলের আনুষ্ঠানিকতা বা লোকদেখানো প্রবণতা পরিহার করা। অনেকের মতে মাহ্‌ও আল্লাহর পক্ষ হতে হয়। তখন বান্দা নিজের বলে যাকিছু বুঝায় তা ভুলে যায়। কোনো কিছুই তার নিজের বলতে রাজি হয় না। এর ফলে নফসানী আশা-আকাংখা ও লোক দেখানো-আনুষ্ঠানিকতার কোনো প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে : মাহ্‌ও অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছা ও কাজের মধ্যে বান্দার ইচ্ছা ও কর্মসমূহ বিলীন হয়ে যাওয়া। তখন বান্দা যা কিছু করে আল্লাহর জন্যই করে এবং আল্লাহর নির্দেশ ও সম্মতি আছে বলেই করে।

সুকর سکر এর শাব্দিক অর্থ মত্ততা। আরিফ তথা তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে 'মত্ততা' মানে অদৃশ্যতা। অর্থাৎ নিজের ও অন্যদের সম্পর্কে আত্মবিস্মৃত অবস্থা। মানুষের অন্তরে শক্তিশালী কোনো ভাবাবেগ আপতিত হলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। লাহীজী'র মতে মহান প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য দর্শনের ফলে যে বিস্ময় ও বিহ্বলতা দেখা দেয় তার নাম মত্ততা। বেখুদী বা আত্মহারা অবস্থাকে বলা হয় মত্ততা; এ স্তরে সালিকের নিজস্ব অনুভূতি থাকে না, প্রত্যাশাও থাকে না। ফানা, বিলয় ও মিশ্রণের স্তরে নিমজ্জিত এবং পবিত্র শরাব পানে উম্মাতাল হয়ে সে বিনয় তুচ্ছতার মাটিতে মাথা রেখে দেয়।[১]

'ইনবেসাত انبساط তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হচ্ছে তরীকতের সাধকরা মানুষের সাথে প্রফুল্লচিত্তে মিশে আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুগত থাকে। একেই বলা হয় মানুষের সাথে হৃদয়ের প্রসারতা। যদি ভয় ও আশার আকর্ষণ বিকর্ষণ সাধককে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে না নিয়ে যায়, তাহলে তা আল্লাহর সাথে ইনবিসাত বা প্রসারতা। আর যদি এর উদ্দেশ্য সাধারণ প্রসারতা হয়– যা সংকোচণের বিপরীত, তাহলে এর অর্থ হয়, হাল ও আনন্দের জ্যোতির রশ্মীতে অন্তর্জগতে আলোক-সম্পাত হওয়া। কারো কারো মতে, প্রসারতা এমন অবস্থার নাম, যার ফলশ্রুতিতে সাধক বাহ্যিক বিষয়াদির প্রতি মনযোগী হয় ও মানুষের সাথে মেলামেশা করে। এটি কাবয্ বা সংকোচণের বিপরীত। কাবজের দাবি হলো, নিজের অন্তরাত্মার দিকে মনযোগ দিতে হবে এবং মানুষের হাল অবস্থা হতে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে।

পরিভাষা তিনটি উপস্থাপনের পর মাওলানা রূমী বলছেন, তুমি হয়ত বলতে পার, আমিও তো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী। এসবের অর্থ বুঝি, অনেক কিছু বলতে পারি। কিন্তু তোমার জ্ঞানের বহর কতখানি বলছি শুনো।

ور بدانی نقلت از اب و جدست
پیش تو این نامها چون ابجدست

*ওয়ার বেদা'নী নাকলাত আয আ'ব ও জাদাস্ত*
*পীশে তো ইন না'মহা' চোন আবজাদ আস্ত*

যদি জান তা তোমার বাপদাদা হতে বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত
তোমার কাছে এসব পরিভাষা আবজদ গণনার মতো।

তুমি আধ্যাত্মিক বিষয়াদি জানার দাবি করছ, তা এর চেয়ে বেশিকিছু নয় যে, আধ্যাত্মিক জগতের যারা পূর্বপুরুষ ছিলেন, অতীতের বুযুর্গানে দ্বীন, তাদের মুখনিঃসৃত বাণীই তুমি মুখে মুখে আওড়াও। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে পৌঁছতে পারনি। তোমার এই জ্ঞান আবজদের গণনা মুখস্থ করার চেয়ে বেশি কিছু নয়। নামতা মুখস্থ করলেই কেউ গণিতজ্ঞ হয়েছে বলে দাবি করতে পারে না। আরবীতে অক্ষরের ভেতরে লুকায়িত সংখ্যাতত্ত্ব হচ্ছে আবজাদ। নামতার মত এগুলো মুখস্থ করা যায় এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন হিসাব নিকাশ বের করা যায়। মাওলানা বলেন,

ابجد و هوز چه فاش است و پدید
بر همه طفلان و معنی بس بعید

*আবজাদ ও হাউয়ায চে ফা'শ আস্ত ও পাদীদ*
*বার হামে তিফলা'ন ও মা'নী বাস বাঈদ*

আবজদ হাউয়ায গণনা তো সহজ সবাই মুখস্থ করে
ছোটরাও পারে, কিন্তু তার অর্থ তাৎপর্য অনেক দূরে।

যাই হোক বাগদাদের উদ্দেশ্যে এবার বেদুইন কাঁধে তুলে নিল পানির সুরাহী।

پس سبو برداشت آن مرد عرب
در سفر شد می کشیدش روز و شب

*পাস সাবু বারদাশত আ'ন মার্দে আরব*
*দার সাফার শুদ মী কাশীদাশ রূয ও শাব*

এবার বেদুঈন তুলে নিল মশক আপন কাঁধে
বাগদাদ অভিমুখে রওনা হল রাতদিন হেঁটে।

এমন মূল্যবান উপহার নিয়ে যাচ্ছে বাগদাদে খলীফার দরবারে। সেই গৌরবে আনন্দে তার দেহমন আন্দোলিত। বাদশাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত প্রতিদানে তার জীবন ধন্য হবে, দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে– এমন কল্পনা কতই না মধুর।

এদিকে বেদুইন স্ত্রী চরম উৎকণ্ঠায়। পানির মশকটি যেন আপদ বিপদ থেকে রক্ষা পায়। তার স্বামী যেন কোথাও হোঁচট না খায়। পথের সকল বাধা যেন সহজে অতিক্রম করতে পারে। সেই উৎকণ্ঠা নিয়ে সে জায়নামাযে আল্লাহর শরণাপন্ন হয়।

زن مصلا باز کرده از نیاز
رب سلم ورد کرده در نماز

*যান মুসল্লা বা'য কারদে আয নেয়া'য*
*রাব্বি সাল্লিম ভীর্দ কার্দে দার নামা'য*

স্ত্রী এদিকে জায়নামায পেতে করুণ আকুতি ভরে
নামাযে নিরত প্রভু নিরাপদ রাখ, দুআ দুরূদ পড়ে।

'রব নিরাপদে রাখ' মূলে 'রাব্বি সাল্লিম' (ইয়া রব শান্তি দাও, নিরাপত্তা দাও।)' হাদীস শরীফের একটি বাক্যাংশ। কিয়ামতের কঠিন দিনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে উদ্বেগাকুল হয়ে যে ফারিয়াদ জানাবেন তার অভিব্যক্তি। পুলসিরাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এভাবে এসেছে।

اَلصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ اَوْ كَحَدِّ الشَّعْرِ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُنْجُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَإِنَّ جِبْرَائِيْلَ لَآخِذٌ بِحُجْزَتِيْ وَ إِنِّيْ لَأَقُوْلَ يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

'সিরাত তরবারীর ধারের মতো কিংবা চুলের সূক্ষ্মতার ন্যায়। ফিরিশতারা মুমিন মুসলমান নারী পুরুষদের ধরে ধরে পার করাবেন আর জিবরাঈল (সেই কঠিন দিনে) আমার কটিদেশ ধরে রাখবেন। আমি তখন বলতে থাকব: হে রব! শান্তি দাও, শান্তি দাও।"[২]

বেদুইনের স্ত্রীর মনও ছিল সেরূপ উদ্বেগাকুল। তার ফরিয়াদ ছিল:

که نگه دار آب ما را از خسان
یا رب آن گوهر بدان دریا رسان

*কে নেগাহদা'র আ'বে মা'রা' আয খাসা'ন*

*ইয়া রাব আ'ন গাওহার বেদা'ন দারয়া' রাসা'ন*
আমাদের এ পানি বাঁচাও মন্দ লোকদের ছোবল হতে
হে রব! এ রত্ন পৌঁছে দাও অনন্ত সাগরে বাগদাদে।

এই বয়েতের অন্তর্নিহিত মর্ম হচ্ছে, সাধককে আল্লাহর পথে সফরে, মনের মাঠে পথ চলায় পলে পলে তার অস্তিত্বের কলসে সঞ্চিত ঈমান ও ইবাদত বন্দেগীর হেফাযতের জন্য রাতদিন নামায রোযা ও আকুলি বিকুলির মাধ্যমে ফরিয়াদ জানাতে হবে, প্রভুহে! ঈমান ও তোমার মহব্বতের যে রত্ন অন্তরে দিয়েছ তা হাকিকতের মহাসমুদ্রের সাথে মিশিয়ে দাও।

বেদুইন স্ত্রী ফরিয়াদ জানাচ্ছিল, খলীফার দরবার পর্যন্ত দয়া করে পৌঁছিয়ে দাও আমাদের অমূল্য সম্পদ কলসির পানি।

خود چه باشد گوهر آب کوثرست
قطره‌ای زینست کاصل گوهرست
*খোদ চে বা'শাদ গাওহার আ'বে কাওসার আস্ত*
*কাতরেয়ী যিনাস্ত কাসলে গাওহার আস্ত*
রত্নের কি মূল্য, এ তো হাউযে কাউসারের পানি
এর এক বিন্দু পনিই তো খাঁটি রত্নমণি।

گرچه شویم آگهست و پرفنست
لیک گوهر را هزاران دشمنست
*গার চে শুয়াম আ'গাহ আস্ত ও পুর ফানাস্ত*
*লে কে গাওহার রা' হাযারা'ন দুশমান আস্ত*
যদিও আমার স্বামী অনেক চালাক চতুর অভিজ্ঞ
কিন্তু এ রত্নের পদে পদে হাজারো দুশমন দুষ্ট।

বাদশাহর দরবারে হাজার হাজার রত্ন মণিমাণিক্য আছে সত্য। কিন্তু এই সুপেয় পানি তো নেই। এই পানির সাথে কি রত্নের তুলনা চলে। এই পানির সাথে একমাত্র তুলনা হতে পারে হাউযে কাউসারের পানির। এর একেক ফোঁটা পানিই মহামূল্যবান রত্নমণি। যাইহোক নানা কথায় নানাভাবে বেদুইন স্ত্রী মনের আবেগ আকুতি প্রকাশ করছিল। হাদিয়া বড় নয়, মনের আবেগ আকুতিই বড় কথা।

از دعاهای زن و زاری او
وز غم مرد و گران باری او
*আয দোয়া'হা'য়ে যান ও যারিয়ে উ*
*ওয়ায গামে মার্দ ও গেরা'নবারিয়ে উ*
স্ত্রীর দুআয়, কান্নায় আল্লাহর মহান দরবারে
স্বামীর উদ্বেগ, চিন্তা পরিশ্রম ও সর্তকতা যত্নে।

سالم از دزدان و از آسیب سنگ
برد تا دار الخلافه بی‌درنگ
*সালেম আয দুযদা'নো আয আ'সীবে সাঙ্গ*
*বুর্দ তা' দারুল খেলা'ফাত বী দারাঙ্গ*
চোর ডাকাত পাথরের আঘাত সব হতে নিরাপদে
নিয়ে গেল সুরাহী নির্বিঘ্নে বেদুঈন দারুল খিলাফতে।

[১] রিসালায়ে কুশাইরিয়া, পৃ: ৩৮
[২] এহয়াউ উলুমিদ্দীন, ইমাম গাযযালী, ২ খ. পৃ-১১৪১


মাদরাসা-ই দারুল মোস্তফা
MADRASAH-E-DARUL MUSTAFA
আন্তর্জাতিক মানের হিফজুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
নাজেরা ও নূরানী বিভাগ
হিফজুল কুরআন বিভাগ
হিফজ রিভিশন বিভাগ
ভর্তি চলছে
প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
তাজবিদ ভিত্তিক বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা।
শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত বৈঠক।
নৈতিক মানোন্নয়নে নিয়মিত আখলাক্বী তা'লিম ও তরবিয়ত প্রদান।
পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা।
রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা।
প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা।
সিসি টিভির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
প্রয়োজনে
হাফিজ ফয়েজ আহমদ
প্রিন্সিপাল
০১৭১৬-৮০৫৪৪৭
০১৭৯৮-৫৬১৫২১ (অফিস)
বাসা-২৬, ব্লক-ডি, রোড-১৪, শাহ্‌জালাল উপশহর, সিলেট

## মার্কিন নাগরিক নওমুসলিম

# ডা. জন পার্কস এর সাক্ষাৎকার

শুধু আনুষ্ঠানিক উপাসনালয়ে যাওয়া নয়, ইসলাম হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ জীবনধর্ম।
চার্চে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি পাইনি, পেয়েছি মসজিদে।

লেক্সিংটন শহর কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যের ২য় বৃহত্তর শহর। প্রায় পাঁচশো মুসলিমের বসবাস এ শহরে। বাংলাদেশের মুসলিম রয়েছেন প্রায় ৫০ জনের মতো। প্রায় ৪০/৫০ জন রয়েছেন আমেরিকান মুসলিম। পুরনো বাড়িকে বদলিয়ে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে শহরের দু'জায়গায়। মিলে-মিশে মুসলিমরা সক্রিয়ভাবে এ দেশে ইসলামী জীবনধারায় বাস করা এবং ইসলামী বার্তা অমুসলিমদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কয়েক বছর আগে আমেরিকান ডাক্তার জন পার্কস (JOHN PARKS) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং একজন মুসলিম হিসেবে মুহাম্মদ ইয়াহইয়া নাম গ্রহণ করেন। গোড়াতে মসজিদে এসে তিনি ইসলাম সম্পর্কে নানা কিছু জানতে চান। খুবই সদালাপী, কিছুটা লাজুক এবং বিনয়ী স্বভাবের ডা. পার্কস মসজিদগামী সকলের মন কেড়ে নেন কিছুদিনের মধ্যেই।

ডা. পার্কস প্রায় নিয়মিত পাঁচবার মসজিদে সালাতে অংশগ্রহণ করেন। তার ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও আমেরিকান জীবনে এর প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা সত্যি অবিশ্বাস্য। প্রায় ৫/৬ বছর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি 'ইসলাম' গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে সত্যিকার ইসলাম ও মুসলিমদের সঠিক ভাবমূর্তি আমেরিকান সমাজে তুলে ধরার কাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রেখেছেন।

ডা. পার্কস ওরফে ডা. মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার নিজস্ব পাঠাগারে গিয়ে তার এই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন কেন্টাকি কলেজ অব বিজনেসের সহকারী অধ্যাপক কাজী রকীবুদ্দীন আহমদ। নিচে তা পত্রস্থ করা হলো:

**প্রশ্ন: ডা. জন পার্কস, আপনার মুসলিম নাম তো মুহাম্মদ ইয়াহইয়া বলে জানি। কোন নামে আপনাকে ডাকা উচিত বলে মনে করেন?**

উত্তর: ভাই কাজী, আমাকে যেকোন নামে ডাকতে পারেন। তবে পরেরটাই মনে হয় উপযুক্ত হবে মুসলিম হিসেবে পরিচিতির জন্য।

**প্রশ্ন: আপনি কখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন?**

উত্তর: ১৯৯০ সনের আগস্টে।

**প্রশ্ন: আমি জানি আপনি একজন ডাক্তার। কোন মেডিকেল কলেজ থেকে আপনি ডিগ্রী নিয়েছেন? এবং কোন বিষয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ?**

উত্তর: আসলে আমি বর্তমানে অর্ধ অবসরপ্রাপ্ত এবং খুবই অল্প রোগী দেখে থাকি। আমি বোস্টনের হার্ভাড ইউনির্ভাসিটি থেকে ১৯৫০ সনে পাস করেছি। মানসিক চিকিৎসা শাস্ত্রে আমি একজন বিশেষজ্ঞ।

**প্রশ্ন: আপনি কি কেন্টাকিতেই বড় হয়েছেন। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার বয়স কত? আপনি কি বিবাহিত এবং সন্তানাদি আছে কি?**

উত্তর: আমি বড় হয়েছি ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে। আমার বয়স ৬৫। হ্যাঁ, আমি বিবাহিত। তা বিয়ের বয়স হবে প্রায় ৪০ বছর। আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং ক'জন নাতি-নাতনীও আছে।

**প্রশ্ন: আপনি ছাড়া আপনার পরিবারে আরো কি কেউ মুসলমান আছে?**

উত্তর: না। প্রকৃতপক্ষে আমার ছেলে যার বয়স ৩৫ বছর, সে একজন ধর্মজাযক ইউনাইটেড চার্চ অফ ক্রাইস্টের।

**প্রশ্ন: আপনার ছেলে আপনার ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি কিভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এটা আপনার পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া কি সৃষ্টি করেছে?**

উত্তর: না। তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। আমার ছেলে জানতো যে, আমি দীর্ঘদিন ধরে সত্য ও সম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্তার অবস্থান আমার জীবনে পাওয়ার জন্য খুঁজছিলাম। আমি কিছুটা নীরব প্রকৃতির পিতা। ও আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তর দেই। না, আমাদের কখনো কোন তর্ক হয়নি এ নিয়ে।

**প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণ করার আগে আপনি কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?**

উত্তর: হ্যাঁ, আমি খ্রীস্টান ধর্ম পালন করতাম। আমি এপিস কোপাল চার্চের সদস্য ছিলাম। (এটা রোমান ক্যাথলিক থেকে ভাগ হয়ে গেছে এবং বিশ্বাসে ক্যাথলিকদের খুবই কাছাকাছি)

**প্রশ্ন: আপনি ইসলামকে পছন্দ করলেন কেন?**

উত্তর: আমি অনেক দিন ধরেই ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করছিলাম। গত উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে যাই এবং ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না জেনে নিজেকে একদম অজ্ঞ মনে হতো। এখানে বিদ্যালয়গুলো বা খবর মাধ্যম কখনোই ইসলাম সম্পর্কিত সঠিক সংবাদ পরিবেশন করে না বা কোন তথ্যও দেয় না। আমি কিছু বই পড়া শুরু করি । আমার এক খ্রীস্টান বন্ধু, যে এখানে এক সেমিনারীতে ছিল এবং কায়রোতে সে পড়ালেখা করেছিল। সে আরবী জানতো। সে আমাকে বেশকিছু খবর বলেছিল মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে, কিন্তু আমি নিজেই মুসলমানদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে সরাসরি জানার পরিকল্পনা নিলাম।

আমি আমার এপিসকোপাল চার্চে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি খুব একটি পাইনি। আমি সরাসরি স্থানীয় মসজিদে যাই এবং ইসলাম, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম, ঈসা, মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে আমি আল্লাহর উপস্থিতি বোধ করতে শুরু করলাম নিজের মধ্যে। একদিন সমস্ত দিন আমি মসজিদে কাটালাম। তখন সেখানে একজন ইমাম এসেছিলেন জেরুযালেম মসজিদ থেকে। সন্ধ্যায় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি কি এক আল্লাহর বিশ্বাসী এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করেন? আমি খ্রীস্টানদের লিখিত কিছু বই পড়েছিলাম, সেটাতে মুহাম্মদ ﷺ-কে পবিত্র কুরআনের লেখক বলা হয়েছে। মসজিদে যেয়ে এবং কুরআন পড়ে আমি বুঝতে পারলাম যে, এ কথা সত্য নয়। কুরআন আল্লাহর বই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল। তখনই আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি এবং জীবনে প্রথমবারের মতো আমি প্রকৃতভাবে সৃষ্টিকর্তার পুরো উপস্থিতি বোধ করি।

**প্রশ্ন: অনেক বিজ্ঞানীই আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না। বিশেষ করে মানসিক**

**শাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?**
উত্তর: আমি সাইকো সিনথেসিস-এর বিশেষজ্ঞ। মানসিক বিজ্ঞানে মনের শান্তি কোথা থেকে আসে এটা জানা খুবই জরুরী। মানসিক শান্তি সত্যিকার শান্তি, নিজের অস্তিত্বের শান্তির জন্য বিশ্বাস এবং তার প্রকৃতরূপ জানাটা খুবই প্রয়োজনীয়। শান্তি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্য। ইসলামে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের খুবই যুক্তিযুক্তভাবে সম্মিলন ঘটেছে।
**প্রশ্ন: কেউ যদি মন্তব্য করেন যে, আপনি মুসলিম হয়েছেন এই ভেবে যে, ধনী মুসলিম দেশে আপনার অনেক বেতনের চাকরি হবে। তার জবাবে আপনি কী বলবেন?**
উত্তর: টাকা উপার্জন করার মতো বয়স আমার এখন নেই। আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরপ্রাপ্ত। আমার ইচ্ছা শুধু একজন সত্যিকার মুসলিম হওয়া এবং ইসলাম জানার জন্য আরো সময় দেওয়া। আমি একজন শিক্ষক হতে চাই। চিকিৎসাবিদের বদলে আমি আরবী শিখতে চেষ্টা করছি যেন কুরআন পড়তে ও বুঝতে পারি। একদিন আমি যেন অন্যদেরকেও কুরআন বোঝাতে সক্ষম হই।
**প্রশ্ন: মুসলিম হওয়ার কারণে আপনি কি কোন রকমের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন?**
উত্তর: না। আমি কোন ঝামেলা পছন্দ করি না। কেউ যদি আমার ধর্ম সম্পর্কে জানতে চায় আমি তাকে আমার সাথে কিছু সময় কাটাতে বলি এবং আস্তে আস্তে আমি তাকে ইসলাম সম্পর্কে বলি।
**প্রশ্ন: আপনি কি ইসলামের কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন?**
উত্তর: প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মহান বৈশিষ্ট্যই আমাকে বিমোহিত করেছে । মুসলমানরা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তাঁর আরাধনার ওপর খুবই গুরুত্ব দেন । খ্রীস্টানরা তাদের সংখ্যা বাড়ানোর কাজটাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অথচ ইসলামে আপনি যদি সত্যিকার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে চান তাহলে আল্লাহই আপনাকে সত্য পথে নিয়ে যাবেন বলা হয়। ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য কোন জোরাজুরি নেই, নিজস্ব পথ নিজেই বেছে নেবেন। নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও পারস্পরিক সহনশীলতাই ইসলামের শক্ত খুঁটি।
**প্রশ্ন: কেউ যদি মন্তব্য করে যে, ইসলাম হচ্ছে অজ্ঞ, মুর্খদের ধর্ম আপনি কী বলবেন?**
উত্তর: না। এটা সম্পূর্ণ অজ্ঞ-মূর্খতাসুলভ মন্তব্য হবে, ইসলাম সম্পর্কে। ইসলাম হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ জীবন ধর্ম, শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে রোববার গীর্জায় যাওয়া নয়। কেউ যদি সত্যিকারভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায় এবং বুঝতে চায় তাহলে দেখবেন যে, ইসলাম মনের সবকটা জানালা খুলে দিয়েছে জ্ঞান সাধনার জন্য। আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্ঞান চর্চার সাথে ইসলামের একই মত। এটা আমাকে আমার মনকে জোরালো করার কাজে সহায়তা করেছে এবং সৃষ্টিকর্তার রহস্যময়তা বুঝতে সাহায্য করেছে। এটা অবশ্যই আমার জ্ঞানকে জোরালো ও মানসিক শক্তি বাড়িয়েছে। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলেই আমরা জানতে পারবো কারা সত্যি। ইসলাম আসার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা অজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল। ইসলামের ভীষণ প্রয়োজন এ দেশকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য।
**প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক ইউরোপিয়ান-আমেরিকান (শ্বেতাঙ্গরা) মুসলিম হবে?**
উত্তর: এলিজা মুহাম্মদ, ম্যালকম এক্স, মুহাম্মদ আলী প্রমুখ খ্যাতিমান মুসলিমরা আফ্রো আমেরিকানদের অনেক আকৃষ্ট করেছেন ইসলামের দিকে। ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের মধ্য থেকে এরকম শক্তিশালী নেতা দরকার এবং আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে এটা হবে ইনশাআল্লাহ।
**প্রশ্ন: আপনার কি কোন রকম উপদেশ রয়েছে আমেরিকান মুসলিমদের প্রতি অথবা সাধারণ মুসলিম সমাজের জন্য?**
উত্তর: সাধারণভাবে বলবো, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আস্তে আস্তে ধৈর্য্য সহকারে কথা বলুন এবং ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিন। তাহলে ভুল বুঝাবুঝি কমবে এবং সব সময় রাজনীতিকে পরিহার করুন।
**প্রশ্ন: কোন বিশেষ বই পড়ার উপদেশ দিবেন ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের?**
উত্তর: এ রকম অনেক বই রয়েছে। বর্তমানে আমি একটা বই পড়ছি 'মক্কার পথ' প্রাক্তন ইয়াহুদী, পরবর্তীতে মুসলিম মুহাম্মদ আসাদ বইটির লেখক। ভদ্রলোক ভিয়েনার অস্ট্রিয়ার একজন সাংবাদিক ছিলেন। ১০ বছর গবেষণার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বেশ ভালো কয়েকটি বই লিখেছেন ইসলামের ওপরে।


মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

Al Arab Tailors

আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট

01734-346601

# এই মাসে এই চাঁদে

পরওয়ানা ডেস্ক:

## খাইবার বিজয় : ৭ম হিজরীর মুহাররাম মাস

হুদাইবিয়া থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় যিলহজ্জ ও মুহাররাম মাসের কিছু অংশ অতিবাহিত করেন। মুশরিকরা এ বছর হজ্জ করেনি। মুহাররামের শেষাংশে তিনি খাইবার অভিযানে বের হন।

আবূ মুয়াত্তাব ইবন আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবার পৌছে সাহাবীদের বললেন "থামো।" তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। এরপর বললেন, হে আল্লাহ, আসমান, যমীন ও তার মধ্যে অবস্থিত সবকিছুর অধিপতি, বাতাস ও তার চালিত, বাহিত ও উৎক্ষিপ্ত জিনিসসমূহের নিরংকুশ রব, আমরা আপনার কাছে এই জনপদের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সব রকমের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহর নামে তোমরা এগিয়ে যাও। তিনি প্রতিটি জনপদে প্রবেশকালেই এ কথাগুলো বলতেন।

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল বেলা ছাড়া কোন জনগোষ্ঠির ওপর আক্রমণ করতেন না। সেখানে আযান শুনলে থেমে যেতেন। আযান না শুনলে আক্রমণ চালাতেন। আমরা রাতের বেলা খাইবারে পৌছে যাত্রাবিরতি করলাম। কিন্তু কোন আযান শুনতে পেলাম না । অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে যাত্রা করলেন। আমি আবূ তালহার পেছনে সাওয়াব হয়েছিলাম। আমার পা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পা স্পর্শ করছিল। সকাল বেলা খাইবারের শ্রমিকরা কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে দিনের কাজে বেরুচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বাহিনীকে দেখে তারা সবিস্ময়ে বলে উঠলো, "সর্বনাশ! মুহাম্মাদ তার বাহিনীসহ হাযির হয়েছে দেখছি"- বলেই তারা পালিয়ে পেছনে ফিরে যেতে লাগলো। সে দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহু আকবার! খাইবারের পতন ঘটেছে। আমরা কোন জনপদে আগমন করলেই তার অধিবাসীর সকাল বেলাটা দুর্ভাগ্যময় হয়ে ওঠে।

গাতফানীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগমনের কথা শুনে একদল যোদ্ধা সংগ্রহ করে খাইবারের ইয়াহুদীদের শক্তিবৃদ্ধি করতে অগ্রসর হলো। কিছুদুর গেলেই পেছনে ফেলে আসা তাদের পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের ওপর আপতিত একটা বিপদের শোরগোল শুনতে পেল। তারা ভাবলো, মুসলমানরা হয়তো তাদের পরিবার পরিজনের ওপর ভিন্ন দিক থেকে গিয়ে চড়াও হয়েছে। তাই ফিরে গিয়ে তারা নিজ নিজ পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত হলো এবং খাইবারবাসী ও রাসূলুল্লাহ ﷺকে মুকাবিলার জন্য ছেড়ে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রমান্বয়ে খাইবারের ইয়াহুদীদের ধন সম্পদ ও দুর্গসমূহ এক এক করে দখল করতে লাগলেন। তিনি সর্বপ্রথম তাদের 'নায়েম' দুর্গ জয় করেন। এখানে সাহাবী মাহমুদ ইবন মাসলামা শহীদ হন। তাঁর ওপর গম পিষা যাতার পাট ছুড়ে মারা হলে তিনি শহীদ হন। এরপর আবূল হুকাইকের দুর্গ 'কামূস' বিজিত হয়। সেখানে থেকে তিনি কিছুসংখ্যক ইয়াহুদীকে আটক করেন। তাদের মধ্যে হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা সাফিয়া অন্যতম। সে কিনানা ইবন রাবীর স্ত্রী ছিল। তার দু'জন চাচাতো বোনও গ্রেফতার হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়াকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। দাহইয়া ইবন খালীফা কালবী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট সাফিয়াকে চেয়েছিলেন। তিনি সাফিয়াকে নিজের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছিলেন বলে দাহইয়াকে তার চাচাতো বোনকে দিয়ে দেন। ক্রমে খাইবারের গ্রেফতারকৃত লোকদেরকে সাহাবীদের সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

এক এক করে খাইবারের কিল্লাগুলো এবং তাদের ধনসম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হস্তগত হচ্ছিল। কেবল ওয়াতীহ ও সুলালিম নামক কিল্লা দুটি দখল করা তখনও বাকী ছিল। সবশেষে তিনি এ দুটি কিল্লা জয় করেন। এ দুটিকে তিনি দশদিনের অধিক সময় ধরে অবরোধ করে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবারবাসীকে তাদের দুই দুর্গ ওয়াতীহ ও সুলালিমে অবরোধ করলেন। যখন তারা নিশ্চিতভাবে বুঝলো যে মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই তখন তারা তাঁর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইল এবং খাইবার থেকে তাদেরকে বহিস্কার করার প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রস্তাব মেনে নিলেন ও প্রাণভিক্ষা দিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি তাদের আশঙ্কা আন নাতাহাহ ও আল কুতাইবার ভূমিসহ সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পদ এবং ঐ দুটি দুর্গ ছাড়া সকল দুর্গ অধিকার করে নিয়েছিলেন। ফাদাকবাসী সমস্ত খবর জানতে পারলো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺকে তাদের প্রাণভিক্ষা দিয়ে বিতাড়িত করণ এবং জমিজমা ও ধনসম্পদ হস্তগত করার অনুরোধ জানালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অনুরোধ গ্রহণ করলেন। ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে যারা এই অনুরোধ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গিয়েছিল তাদের মধ্যে মুহাইসা ইবন মাসউদ ছিলো অন্যতম। সে ছিল বনূ হারিসার লোক। খাইবারবসী এই ব্যবস্থা প্রথমে মেনে নেয়। কিন্তু পরে অনুরোধ করে যে আমাদেরকে বহিস্কার না করে অর্ধেক বর্গাভাগের ভিত্তিতে জমি চাষের কাজে নিয়োজিত করুন। তারা যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলে যে এখানকার জমিজমা আমরাই ভাল আবাদ করতে সক্ষম এবং এ কাজে আমরাই সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রস্তাব মঞ্জুর করে তাদের সাথে আপোষরফা করলেন। তবে শর্ত আরোপ করলেন যে, আমরা ইচ্ছা করলেই তোমাদেরকে উচ্ছেদ করার অধিকার আমাদের থাকবে। ফাদাকবাসীও এই শর্তে তাঁর সাথে আপোষ করলো। এভাবে খাইবার মুসলামানদের যৌথ সম্পদ এবং ফাদাক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হলো। কেননা ফাদাক জয় করতে সামরিক অভিযানের প্রয়োজন পড়েনি।

এসব আপোষরফার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ঠিক তখনই সাল্লাম ইবন মুসকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস তাঁকে একটি ভুনা বকরী উপহার দিল। ভুনা ছাগলটি পাঠানোর আগে সে জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর কোন অংশ খেতে বেশি পছন্দ করেন? তাকে জানানো হলো যে, তিনি উরু বা রানের গোশত বেশি পছন্দ করেন। তখন সে উরুতে বেশি করে বিষ মিশিয়ে দেয়। অতঃপর পুরো ছাগলটিকে সে বিষাক্ত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট নিয়ে আসে। তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক টুকরো গোশত চিবালেন কিন্তু গিললেন না। সাহাবী বিশর ইবন বারা ইবন মারুরও তাঁর সাথে বসে খাচ্ছিলেন। বিশরও এক টুকরো গোশত মুখে নিয়ে চিবালেন এবং তিনি গেলে ফেললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ উগরিয়ে ফেলে দিলেন। তিনি বললেন, এই হাড্ডিটা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তা বিষাক্ত। অতঃপর তিনি মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কাজ কেন করলে? সে বললো, আপনি আমার কাওমের সাথে কী আচরণ করেছেন তা আপনার জানা আছে। আমি ভাবলাম আপনাকে এভাবে বিষ খাওয়াবো। আপনি যদি কোন রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার হাত থেকে উদ্ধার পাবো আর যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তো আপনাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) সাবধান করে দেওয়া হবে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাফ করে দিলেন। কিন্তু বিশর যে টুকরাটি খেয়েছিলেন তাতেই তিনি মারা গেলেন। খাইবার বিজয় সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াদিউল কুরাতে চলে গেলেন। সেখানকার অধিবাসীদের কয়েকদিন অবরোধ করে রাখেলেন, অতঃপর মদীনা চলে গেলেন।

# ক্যারিয়ার টিপস

প্রখ্যাত মনীষী বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন বলেন, If you fail to plan, you are planning to fail. অর্থাৎ, যদি তুমি পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হও, তবে তুমি ব্যর্থ হওয়ারই পরিকল্পনা করছো।

যেকোনো কাজে মনোনিবেশ করা এবং তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা। কর্মে সফলতার মাত্রা অনেকাংশেই নির্ভর করে পরিকল্পিত যাত্রার উপর।

ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

সহজ ভাষায় যদি বলি, কর্মক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মেধা, অধ্যবসায় এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে পছন্দমত ও মানানসই পেশা বাছাই করার জন্য যে চিন্তাভাবনা কিংবা পরিকল্পনা করতে হয়, তাকেই ক্যারিয়ার প্ল্যান বলে।

আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞাননির্ভর ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। আর বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন জনশক্তিই অবদান রাখতে পারে শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও অর্থনীতিতে।

বদলে দিতে পারে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। তবে সমাজ ও রাষ্ট্র বদলের আগে বদলাতে হবে নিজেকে। পরিবর্তন আনতে হবে চিন্তা ভাবনায়। ভাবতে হবে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে। সাজাতে হবে ক্যারিয়ার প্ল্যান।

প্রত্যেক মানুষের রয়েছে স্বতন্ত্র্য ভাবনা। রয়েছে ভিন্ন রুচিবোধ। ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তাভাবনাও তাই ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হয়। কারো পছন্দ চাকরি করা, কেউবা হতে চান উদ্যোক্তা। কেউ আবার ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো বোঝেন। এই লেখায় মূলত সরকারি, বেসরকারি কিংবা স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির মাধ্যমে যারা ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাদের জন্য বিশেষ কিছু পরামর্শ থাকবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে যেকোনো পেশায় ক্যারিয়ার গঠনেও এগুলো প্রযোজ্য হতে পারে।

**প্রাথমিক করণীয়**

ক্যারিয়ার প্ল্যানের প্রাথমিক পর্যায়ে যে ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবতে হবে সেগুলো হতে পারে-

- ক্যারিয়ার নিয়ে নিজের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। প্রয়োজনে পরিবার কিংবা প্রিয়জনদের পরামর্শ নিয়ে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া।
- নিজের দূর্বলতা ও শক্তিমত্তার জায়গা ভালোভাবে অনুধাবন করা।
- পারিপার্শ্বিক নানাবিধ নেতিবাচক ও অবাঞ্ছিত মন্তব্য ও আচরণে বিচলিত না হয়ে বরং মানিয়ে নেয়ার মানসিকতা তৈরী করা।
- আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্যধারণ করা। ক্যারিয়ার গঠনের মাঝপথে হাল ছেড়ে না দেওয়া।
- সর্বোপরি ধর্মকর্ম ও প্রার্থনায় উত্তম ক্যারিয়ার গঠনের আকাঙ্ক্ষা থাকা।

প্রাথমিক করণীয়গুলো যদি তুমি মেনে নিতে পার এবং পালনে সচেষ্ট থাক, তবে বুঝবে ক্যারিয়ার গঠনে তোমার একাগ্রতা রয়েছে। যদি তাই হয়, তবে নিচের টিপসগুলো তোমার জন্য।

**চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি ও প্রাসঙ্গিক ধারণা**

যেকোনো চাকরির পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য প্রথম যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে, তা হলো- এসব পরীক্ষায় এসএসসি-এইচএসসি কিংবা অনার্স শ্রেণির মতো নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস নেই। বরং একজন সচেতন নাগরিক ও চাকরি- প্রত্যাশী হিসেবে যা জানা প্রয়োজন, সে সমস্তই চাকরি পরীক্ষার সিলেবাস। কী কী বিষয় জানা প্রয়োজন, আর কিভাবেই বা জানা যায়; চলুন একটু জানার চেষ্টা করি-

১. বেশিরভাগ চাকরি পরীক্ষায় সাধারণত তিনটি ধাপ থাকে- প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং সবশেষে ভাইভা (মৌখিক পরীক্ষা)।

প্রিলিমিনারি ও লিখিত ধাপের সিলেবাস প্রায় কাছাকাছি। তবে প্রশ্নের ধরণ একটু আলাদা। প্রিলিতে থাকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, আর লিখিত পরীক্ষায় থাকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন। মোটামুটি নিম্নোক্ত বিষয় থেকে এই দুই ধাপে প্রশ্ন থাকে-

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভিন্ন ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি
- গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা
- ইংরেজি ব্যাকরণ ও ভাষাগত দক্ষতা, প্রভৃতি।

প্রিলি ও লিখিত পাসের পর চাকরি পরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপ হলো ভাইভা। ভাইভায় আসলে উপরে উল্লিখিত বিষয়ের পাশাপাশি একজন প্রার্থীর উপস্থিত বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতাও যাচাই করা হয়।

২. প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস কাভার করার জন্য বোর্ড বইয়ের পাশাপাশি সহায়ক যেকোনো এক সেট বই সংগ্রহে রাখা যায়। এক্ষেত্রে অনেকে 'এমপি- থ্রি সিরিজ' পছন্দ করেন।

৩. প্রতিদিন বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা পড়া। এতে ভাষার শব্দসম্ভার ও বাক্যগঠন দক্ষতা বাড়ে।

৪. ইংরেজিতে ভালো করার জন্য ফ্রি- হ্যান্ড রাইটিং চর্চা করা।

৫. গণিতের ভীতি দূর করার জন্য বেসিক ম্যাথ দিয়ে শুরু করতে হবে। সেই সাথে যেকোনো একসেট সহায়ক বই। প্রয়োজনে সাইন্স ব্যাকগ্রাউন্ড কারো সহায়তা নেয়া যায়।

৫. স্মার্টফোন স্মার্টলি ব্যবহার করা। এতে অনেক শিক্ষণীয় 'অ্যাপস' রয়েছে। ইউটিউবেও চমৎকার কনটেন্ট থাকে। যেমন- অন্যরকম পাঠশালা, TED talk, School of life প্রভৃতি।

৬. প্রাত্যহিক কিংবা সাপ্তাহিক একটি রুটিন তৈরী করে তার আলোকে স্টাডি প্ল্যান সাজানো।

৭. পড়াশুনার হিসাব নিকাশ ঠিক রাখতে প্রয়োজনে ডায়েরি ব্যবহার করা যায়।

৮. গ্রুপ স্টাডির জন্য কয়েকজন বন্ধু বাছাই করা। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করার জন্য এটা বেশ কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

সর্বোপরি, সবসময় নিজেকে সমসাময়িক ঘটনাবলি ও বাস্তবতার সাথে আপডেটেড রাখা।

**পরিশেষে**

জীবন অনেক বড়। পরিবার, পাড়া- প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়েই আমাদের জীবন। চাকরি-বাকরি, ক্যারিয়ার গড়তে গিয়ে যেন এই সম্পর্কগুলো বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। পরিকল্পনা, পরিশ্রম আর সময়ের সদ্ব্যবহার করলে সবকিছু সামলিয়েও সফল হওয়া সম্ভব। সফলতার সেই যাত্রা শুভ হোক সবার। হ্যাপি রিডিং।

# জীবন জিজ্ঞাসা

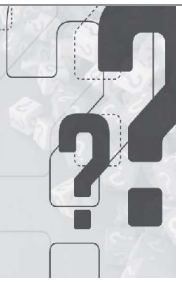


**জবাব দিচ্ছেন-**

**মাওলানা আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার**

প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার

মিশিগান, আমেরিকা



জহুরুল হক

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল


**প্রশ্ন: সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান জন্মদান জায়িয হবে কি?**

জবাব: সারোগেসির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, A process in which a woman carries and delivers a child for a couple or individual. সারোগেসি হচ্ছে- কোনো একজন পুরুষ কিংবা কোনো দম্পতির জন্য অন্য কোনো নারী তার গর্ভে সন্তান ধারণ করা ও জন্ম দেওয়া। তাই সারোগেসি এমন একটি আধুনিক প্রজনন পদ্ধতি, যেখানে মূল বাবা-মা অন্য নারীর গর্ভ ভাড়া করেন। ওই গর্ভধারিণী মাকে বলা হয় সারোগেট মাদার; যে নারী অর্থের বিনিময়ে অন্যের শিশু নিজ গর্ভে ধারণ করেন। অবশ্য গর্ভকালীন সময়ে ওই দম্পতি সারোগেট মায়ের গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ যত্ন ও সব ধরনের খরচের দায়িত্ব নেয়।

যে দম্পতি সন্তানের মা-বাবা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন উক্ত দম্পতির পুরুষের শুক্রাণু নিয়ে আইভিএফ পদ্ধতিতে সারোগেট নারীর গর্ভে প্রতিস্থাপন করান। বর্তমানে এই পদ্ধতিতে সন্তান গ্রহণ করার প্রবণতা পৃথিবীর এক শ্রেণির মানুষের মাঝে বাড়ছে, যা সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মহান আল্লাহ জৈবিক চাহিদা পূরণ ও সন্তান গ্রহণের জন্য যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি দিক নির্দেশ করেছেন তার পরিপন্থি এ পদ্ধতি বিভিন্ন দিক থেকে ইসলাম পরিপন্থি হিসেবে বিবেচিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

**هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ**

-তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সঙ্গে সংগত হয় তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। অতঃপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে আসে, তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, যদি আপনি আমাদের এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। (সূরা আরাফ, আয়াত-১৮৯)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

**وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ– إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ– فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ**

-আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত, নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত, অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। (সূরা মুমিনুন, আয়াত ৫-৭)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ, জৈবিক চাহিদা পূরণ ও বংশ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে বিশেষভাবে স্ত্রীকে চিহ্নিত করেছেন। অতএব জৈবিক চাহিদা পূরণ ও সন্তান গ্রহণের একমাত্র মাধ্যম নিজের বিবাহিত স্ত্রী। এর বাইরে কারো মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ নিষিদ্ধ। যদি কেউ এর বাইরে গিয়ে এসব চাহিদা পূরণ করে, তবে সে কুরআনের ভাষ্যমতে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যেসকল কারণে সারোগেস পদ্ধতিতে সন্তান নেয়া শরীআতের দৃষ্টিতে নাজায়িয:

এক. সারোগেস পদ্ধতির মাধ্যমে বংশ পরিচিতির ধারাবাহিক ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়।

দুই. এতে পরপুরুষের বীর্য বা শুক্রাণু পরনারীর জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়, যা যিনার সাদৃশ্য রাখে।

হাদীস শরীফে এসেছে-

**لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ**

-নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য নিজের পানি (বীর্য) দিয়ে অপরের ক্ষেত সেচ করা বৈধ নয়। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস-১১৩১)

তিন. সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর মা আসলে কে হবেন, তা নিয়ে আইনি জটিলতা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী জন্মদাতা নারীই হয় সন্তানের মা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

**إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ**

-তাদের মা তো শুধু তারাই, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-২)

ফলে সারোগেট মায়ের অনেক আত্মীয়-স্বজন এই সন্তানের নিকটাত্মীয় বলে বিবেচিত হবে, যাদের ও যাদের সন্তানদের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এই সন্তানের জন্য হারাম হবে। কিন্তু যেহেতু সারোগেট মা তার ভাড়া পাওয়ার পর সন্তানকে ভাড়া-দাতাদের কাছে হস্তান্তর করে ফেলে, কাজেই এরপর তাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ না থাকাই স্বাভাবিক। এ কারণে উক্ত শিশু বড় হওয়ার পর যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে ওই সারোগেট মায়ের সূত্রে তার কোনো হারাম আত্মীয় কি না তা জানা দুস্কর হবে।

ফলে সারোগেসির কারণে মানব বংশধারার পবিত্রতা হুমকিতে পড়বে। সন্তানের বৈধতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। তাই সারোগেসি বা গর্ভ-ভাড়ার মাধ্যমে সন্তান জন্মদান ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়িয ও শরীআত বিরোধী একটি কাজ। যা পরিত্যাগ করা মুসলিম নর-নারীর জন্য কর্তব্য।


আলী আহমদ

শাহবাজপুর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার


**প্রশ্ন: আমার একজন অভাবগ্রস্ত বন্ধু নিত্য প্রয়োজনীয় একটা সামগ্রী কিনতে আমার নিকট থেকে ৩৫০০ টাকা ধার করেছেন। বিগত ২বছর যাবত অভাবের কারণে তার পক্ষে টাকাগুলো পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এখন আমি যদি সে টাকাগুলোকে যাকাতের খাতে হিসাব করে নিই এবং তাকে মাফ করে দেই তাহলে কি তা জায়িয হবে? উল্লেখ্য যে, যখন টাকা ধার নিয়েছিলেন তখন যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানেও যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত।**

**জবাব:** যাকাত আদায়ের জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে যাকাতের মাল নিজের সম্পদ থেকে যাকাতের নিয়তে প্রদান করে কাউকে তার পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেওয়া। আর যেহেতু উপরোল্লেখিত টাকাগুলো মূলতঃ আপনার বন্ধুকে ধার হিসেবে দিয়েছেন, তাই টাকাগুলো দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত ছিল না। সুতরাং এখন তা যাকাতের আওতাভুক্ত করা যাবে না। তবে যদি তাকে নতুন করে যাকাতের নিয়তে সমপরিমাণ টাকা দিয়ে দেন এবং তিনি তা গ্রহণ করে সেগুলো থেকে আপনার পাওনা টাকা ফিরত দেন তাহলে আপনার যাকাত আদায় হবে এবং তিনি ঋণমুক্ত হবেন।

এ সম্পর্কে আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ কিতাবে লিখেছেন-

**وَأَمَّا شَرْطُ أَدَائِهَا فَنِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْأَدَاءِ أَوْ لِعَزْلِ مَا وَجَبَ هَكَذَا فِي الْكَنْزِ فَإِذَا نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يَعْزِلْ شَيْئًا فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى آخِرِ السَّنَةِ،**

وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ لَمْ يُجْزِ عَنْ الزَّكَاةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭০)

এ বিষয়ে আল ফিকহুল মুয়াসসার কিতাবে লিখেছেন,

**ولها شروط صحة الاداء ايضا: فهى ادائها بنية مقارنة لعزل الواجب أو للاداء، اى لا بد من نية عند ادائها للفقير او وكيله او عند عزل ما وجب**

(আল ফিকহুল মুয়াসসার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩)

**সালমান আহমদ**
বালাগঞ্জ, সিলেট

**প্রশ্ন: কোনো নারীর জন্য সফরের দুরত্বে ভ্রমণের বৈধতার জন্য স্বামী কিংবা কোন মাহরাম পুরুষ সঙ্গে থাকা আবশ্যক। তাহলে মাহরাম কোন বালককে সঙ্গে নিয়ে সফর করা কি কোনো নারীর জন্য বৈধ হবে?**

জবাব: হানাফী ফুকাহায়ে কিরামের ভাষ্য অনুযায়ী কোন নারীর জন্যে নাবালক কোন মাহরাম ছেলে সঙ্গে নিয়ে সফরের দুরত্বে গমন বৈধ নয়, যেহেতু উক্ত নারীর হিফাযতের জন্যে সে উপযুক্ত নয়। কোন কোন ফিকহবিদ সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের বালককে সাবালক হিসেবে পরিগণিত করেছেন। সুতরাং মাহরাম বালকের বয়স ১২ বছরের কম হলে হানাফী ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী (কোন নারীর জন্য) তার সঙ্গে সফর পরিমাণ দুরত্বে বা ততোধিক দুরত্বে গমন বৈধ হবে না। এ সম্পর্কে বাদাইয়ুস সানাঈ কিতাবে লিখেছেন,

**وَقَالُوا فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَمْ يُفِقْ: إِنَّهُمَا لَيْسَا بِمَحْرَمَيْنِ فِي السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُمَا حِفْظُهَا،**

(বাদাইয়ুস সানাঈ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৪)

রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন,

**(و) مَعَ (زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ) وَلَوْ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ بِرَضَاعٍ (بَالِغٍ) قَيَّدَ لَهُمَا كَمَا فِي النَّهْرِ بَحْثًا (عَاقِلٍ وَالْمُرَاهِقُ كَبَالِغٍ) جَوْهَرَةٌ (غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ) لِعَدَمِ حِفْظِهِمَا**

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৪)

**রাজু আহমদ**
কদমতলী, সিলেট

**প্রশ্ন: হারাম পন্থায় উপার্জিত মাল নিসাবের অধিক হলে এর যাকাত আবশ্যক হবে কি?**

জবাব: কোনো ব্যক্তির মালের সমুদয় পরিমাণ হারাম পন্থায় উপার্জিত হয়ে থাকলে কিংবা কিছু মাল হালাল ও বেশিরভাগ মাল হারাম হলে এবং হালাল মালের পরিমাণ আলাদা করা সম্ভব না হলে এবং উক্ত মাল নিসাবের সমপরিমাণ কিংবা অধিক হলে তাতেও যাকাত প্রদান আবশ্যক নয়। বরং মূল মালিকের নিকট উক্ত মাল ফিরয়ে দেওয়া আবশ্যক, যদি মালিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়। অন্যথায় এ থেকে নিস্কৃতির জন্য দরিদ্র লোকদের মধ্যে তা সাদাকাহ করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল বাহরুর রাইক ওয়া মিনহাতুল খালিক কিতাবে লিখেছেন,

**لَوْ كَانَ الْخَبِيثُ نِصَابًا  لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ وَاجِبُ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ فَلَا يُفِيدُ إيجَابَ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ فِي الشرنبلالية وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَفْرِيغُ ذِمَّتِهِ بِرَدِّهِ إلَى أَرْبَابِهِ إنْ عُلِمُوا وَإِلَّا إلَى الْفُقَرَاءِ**

(আল বাহরুর রাইক্ব ওয়া মিনহাতুল খালিক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২১)

এ বিষয়ে রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন,

**(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ الْكُلُّ خَبِيثًا) فِي الْقُنْيَةِ  لَوْ كَانَ الْخَبِيثُ نِصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ وَاجِبُ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ فَلَا يُفِيدُ إيجَابَ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهِ. اهـ.**

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯১)

**ফখরুল ইসলাম**
বাফেলো, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ

**প্রশ্ন: বিতর নামাযের তৃতীয় রাকআতে যে দুআয়ে কুনূত পড়া হয়ে থাকে, কারো সেটা মুখস্থ না থাকলে সে কি পড়বে?**

জবাব: বিতর নামাযের তৃতীয় রাকআতে দুআয়ে কুনূত হিসেবে হাদীস শরীফে বর্ণিত দুআসমূহের যেকোনটি পড়া যাবে। আমরা যে দুআ পড়ে থাকি ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা … এটি হাদীসে বর্ণিত এ সম্পর্কিত দুআসমূহের অন্যতম। এটি পাঠ করা উত্তম। তাই কারো মুখস্থ না থাকলে সেটা শিখে নেয়া উচিত। অবশ্য এর পরিবর্তে যেকোন দুআ পড়লে চলবে। ফকীহগণের কেউ কেউ বলেছেন, এর পরিবর্তে ‘রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাউ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাউ ওয়াকিনা আযাবান নার’ এ দুআ পড়বে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, “আল্লাহুম্মাগফির লানা” তিনবার পাঠ করবেন।

এ সম্পর্কে আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ কিতাবে লিখেছেন,

**وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْقُنُوتَ يَقُولُ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:١٠٢]. كَذَا فِي الْمُحِيطِ أَوْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي اللَّيْثِ. كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.**

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১১)

আল ইখতিয়ার লি তা’লীলিল মুখতার কিতাবে লিখেছেন,

**وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الدُّعَاءَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مِرَارًا: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة:١٠٢] الْآيَةَ. وَاخْتَارَ أَبُو اللَّيْثِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّخَعِيِّ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ لِعَدَمِ وُرُودِ السُّنَّةِ بِهِ.**

(আল ইখতিয়ার লি তা’লীলিল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫)

এ বিষয়ে আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন,

**وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ دَعَا بِغَيْرِهِ جَازَ**

(আল বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৮)

**আমিরুল ইসলাম**
মানচেস্টার, ইউকে

**প্রশ্ন: বাথরুমের বেসিনে উযূ করার সময় সেখানে উযূর দুআসমূহ পাঠ করা যাবে কি?**

জবাব: যে সকল বাথরুমের কমোডে ঢাকনা থাকে এবং কমোডের অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন সেখানে ঢাকনা দিয়ে কমোড ঢাকাবস্থায় পাশের বেসিনে উযূ করার সময় উযূর দুআসমূহ মৌখিক উচ্চারণে পড়া যাবে। আর যেগুলো এমন নয় সেগুলোর মধ্যে উযূর দুআসমূহ মনে মনে পড়ে নেয়া উচিত হবে।

**মো. সাজ্জাদুর রহমান**
**শমশেরনগর, মৌলভীবাজার**

**প্রশ্ন:** একজন লোক একটি গরু চুরি করে উক্ত গরু জবাই করে পরিবারবর্গ নিয়ে খেয়েছে। জবাই করে চুরি করা গরু খেলে তা কি হালাল হবে? একজন মুফতী বলেছেন, চুরি করা হারাম তবে জবাই করে খেলে তা হালাল হবে?

**জবাব:** চুরি করা যেমন হারাম তদ্রুপ চুরিকৃত মাল ভক্ষণ করাও হারাম। সুতরাং চুরিকৃত গরু জবাই করলে তা কোনক্রমে হালাল হবে না। মহান আল্লাহ তাআলা এ মর্মে ইরশাদ করেছেন,

**يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم**

-হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের মাল অসদুপায়ে ভক্ষণ করোনা, তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসার মাধ্যমে তা ভোগ করতে পারবে। (সূরা নিসা, আয়াত-২৯)

তাই প্রশ্নোল্লেখিত মুফতী যিনি হালাল হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন, তার প্রদত্ত ফাতওয়া ভুল ও অগ্রাহ্য।

**হাবিবুর রহমান**
ধনপুর, সদর, সিলেট

**প্রশ্ন ১: জানাযার পরে ও দাফনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে শিরনী খাওয়ানোর ব্যাপারে শরীআতের ফায়সালা কী?**

**প্রশ্ন ২: আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যাবস্থা কি শরীআতসম্মত? বাংলাদেশে কিভাবে ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনা সুদমুক্ত বা নিরাপদ হতে পারে? জানালে খুশি হব।**

**জবাব ১:** মৃতের বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করার ব্যাপারে শরীআত নির্দেশনা দিয়েছে। তাই মৃত্যুর দিন থেকে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত মৃতের বাড়িতে শোক প্রকাশ পরিপন্থি যে কোন আয়োজন মাকরূহ। আর উপরিবর্ণিত শিরনীর আয়োজন এর পরিপন্থি হওয়াতে শরীআতের দৃষ্টিতে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তা মাকরূহ। বিশেষ প্রয়োজনে অনানুষ্ঠানিক মেহমানদারী করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন: দূরবর্তী স্থানের মেহমান জানাযা বা দাফনে শরীক হলে তাদের খাবারের অন্য কোথাও ব্যবস্থা না থাকলে এবং না খেয়ে গন্তব্যে পৌঁছা দুস্কর হলে তাদের জন্যে মেহমানদারী বৈধ হওয়া যুক্তিযুক্ত।

**জবাব ২:** বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী শরীআতের আলোকে পরিচালিত নয়। কতিপয় ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, যেগুলো ইসলামী অর্থনীতির নীতিমালা অনুসরণের কথা বললেও বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয় না। যেকোন ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট/চলতি হিসাব সুদমুক্ত। তাই বিশেষ প্রয়োজনে একাউন্ট খুললে কারেন্ট একাউন্ট বা চলতি হিসাবে ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনা করা উচিত। কারণ চলতি হিসাবে ব্যাংকের মুনাফা তথা সুদ যুক্ত হয় না। ইদানিং কোনো কোনো ব্যাংকে চলতি হিসাবেও মুনাফা তথা সুদ প্রদান করছে। এ ধরনের ব্যাংকে কারেন্ট একাউন্ট বা চলতি হিসাবও সুদমুক্ত নয়।

**ফাহাদ**
কমলগঞ্জ , মৌলভীবাজার

**প্রশ্ন: এক ব্যক্তি ৫ শতাংশ জমি বিক্রয় করবে যার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা। এখন তার সাথে যদি আমি এ মর্মে চুক্তি করি যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যে উক্ত জমি বিক্রি করে দিলে অতিরিক্ত যা পাব তা আমি নিয়ে নিব, এতে সে রাজী থাকলে উক্ত টাকা আমার জন্যে কি জায়িয? অথবা কোন চুক্তি ছাড়া বিক্রির পর সে যদি আমাকে ঐ ৫ লক্ষ থেকে কিছু টাকা দেয় সেটা কি আমার জন্য জায়িয হবে?**

**জবাব:** ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়ে কেউ মধ্যস্হতা করতে তার মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করে অপরের উপকার করলে এর পারিশ্রমিক হিসেবে যে উপার্জন করে, তা হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, আগে থেকে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করে নেওয়া। আর পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হওয়ার মূলতঃ দু'টি পদ্ধতি হয়ে থাকে। যথা-

**১) পরিমাণ নির্দিষ্ট করা:** অর্থাৎ বিনিময় হিসেবে মধ্যস্থতাকারীর সাথে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়ার চুক্তি করা। যেমন, পাঁচ হাজার টাকা কিংবা দশ হাজার টাকা ইত্যাদি।

**২) হার নির্দিষ্ট করা:** অর্থাৎ মধ্যস্থতাকারীকে বিক্রিত বস্তুর সমুদয় মূল্যের ৫% কিংবা ১০% ইত্যাদি দেওয়ার চুক্তি করা।
উপরোক্ত উভয় ধরনের পারিশ্রমিক হালাল। পরিষ্কার ভাষায় বিনিময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকলে একটি মাল বেচা-কেনা করে দিয়ে উভয় পক্ষ থেকে দালালি গ্রহণ করাও হালাল হবে।

আর বিনিময় অনির্দিষ্ট রেখে বেচা-কেনায় সহযোগিতার চুক্তি করা হলে, সে চুক্তি ও বিনিময় সবই নাজায়িয হবে। যেমন, বিক্রেতা মধ্যস্থতাকারীকে বলল, আপনি আমার এ জমি এত টাকায় বিক্রি করে দিবেন। এর অধিক যত টাকায় বিক্রি করতে পারবেন; তা আপনি পাবেন । এ পদ্ধতির উপার্জন ফকীহগণের গবেষণানুযায়ী নাজায়িয। যেহেতু এর চুক্তিতে উপার্জনের পরিমাণ অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট।

আর কোন চুক্তি ব্যতীত যদি কেউ কারো কোন স্বার্থহীন উপকার করে ক্রয় বা বিক্রয়ের মধ্যস্থতায় সহযোগিতা করে এবং মূল ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা সে উপকারের বিনিময় হিসেবে কোন কিছু তাকে দিয়ে থাকেন, তবে সেটা জায়িয। হাদীস শরীফে এসেছে,

**عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ**

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কিছু প্রার্থনা করে তাকে দান করো। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তোমরা তার প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেওয়ার মত কিছু না থাকলে তার জন্য দুআ করো, যাতে সে অনুভব করতে পারে যে, তোমরা তার ভালো কাজের প্রতিদান দিয়েছে। (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস-২১৫)

**সাইদুল ইসলাম**
তেজগাঁও, ঢাকা

**প্রশ্ন: বিসিএস পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার (সাধারণ) হিসেবে চাকরি করা বৈধ হবে কিনা।**

**উল্লেখ্য এই ক্যাডারে সাধারণত নিজ হাতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজ না করলেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্মজীবনের শুরুতে এক বা একাধিক উপজেলার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ইস্যু করেন, প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন, পারফরম্যান্স ইভালুয়েশন করেন, ছুটি মঞ্জুর করেন, এনুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট তৈরি করেন, বিভিন্ন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধায়ন এবং সমন্বয় করেন, উপজেলার সকল কমিউনিটি ক্লিনিক তত্ত্বধায়ন করেন। এবং এসব প্রতিষ্ঠানের একটি অংশজুড়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজও রয়েছে। পরবর্তীতে এই ক্যাডার কর্মকর্তা প্রমোশন পেয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পর্যন্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, যেখানে পলিসি মেকিং এর কাজ হবে। সেখানেও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নানা পলিসি থাকবে।**

**জবাব:** পরিবার পরিকল্পনার আওতায় মূলত জন্মনিয়ন্ত্রনের বৈধ ও অবৈধ সকল কার্যাবলী পরিচালিত হয়ে থাকে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতির বিশেষ সময়ে অনুমোদন থাকলেও এর প্রচলিত পদ্ধতির অধিকাংশ শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম অথবা মাকরূহের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং বিসিএস পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার (সাধারণ) হিসেবে চাকরি করা সম্পূর্ণরূপে হালাল বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং নাজায়িয বিষয়ে সহায়তা করার শামিল হওয়াতে এ পদে চাকুরী শরীআতের দৃষ্টিতে অবৈধ বা নাজায়িয। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

**وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان**

-আর তোমরা নেক কাজ ও খোদাভীরুতায় পরস্পর সহযোগিতা কর, গোনাহ ও সীমালঙ্গনে সহযোগিতা কর না। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত-০২)

তাফসীরে ইবন কাসীর গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

**يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم**

আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতে তাঁর মুমীন বান্দাহগনকে ভাল কাজে তথা সৎ কাজে সাহায্য-সহযোগিতার এবং অসৎ কাজ পরিহার তথা তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ করেছেন। আর তাদেরকে পরিত্যাজ্য, গর্হিত এবং নিষিদ্ধ কাজে সাহায্য করতে নিষেধ করেছেন। (তাফসীরে ইবন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০) P

## অভ্যন্তরীণ

# ছারছীনার পীর ছাহেবের ইন্তিকাল : ইসলামী অঙ্গনে শোকের ছায়া

ফুরফুরা সিলসিলার প্রখ্যাত বুযুর্গ, বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ'র আমীর, ছারছীনা দরবার শরীফের পীর হযরত আল্লামা শাহ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ ছাহেব গত ১৭ জুলাই, বুধবার রাত ২ টা ১১ মিনিটে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইন্তিকালের সময় মরহুম পীর ছাহেবের বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। ইন্তিকালের সময় তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, তিন কন্যা এবং অসংখ্য ভক্ত ও মুরিদীন-মুহিব্বীন রেখে গেছেন। ১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার বাদ যুহর ছারছীনা দরবার শরীফে লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতী করেন মরহুম পীর ছাহেবের বড় ছাহেবজাদা মাওলানা শাহ আবু নছর নেছারুদ্দীন আহমদ হোসাইন। জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ছারছীনার মরহুম পীর ছাহেব ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ নেছারুদ্দীন (র.) এর দৌহিত্র। বাংলাদেশে তিনি দুই হাজার দ্বীনি মাদরাসাসহ অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ইন্তিকালে ইসলামী অঙ্গনে নেমে আসে শোকের ছায়া। দেশের প্রথিতযশা আলিম-উলামা সহ বিশিষ্টজনেরা তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন। ছারছীনার পীর ছাহেব হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ'র ইন্তিকালে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ'র সভাপতি হযরত মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী। এক শোক বার্তায় তিনি বলেন, ছারছীনার পীর ছাহেব হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ইমামুত তরীকত হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সিলসিলায় বর্তমান সময়ের একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি শরীআত ও তরীকতের প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারে সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন। মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, দ্বীনী তা'লীম-তারবিয়াত প্রদান এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বিশ্বাস প্রচার-প্রসার ও এর আলোকে আদর্শ মানুষ গঠনে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা তাকে স্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর ইন্তিকালে দেশ ও জাতি একজন গ্রহণযোগ্য বুযুর্গ ও মান্যবর অভিভাবককে হারিয়েছে।

# পিএসসির প্রশ্ন ফাঁসে সারাদেশে তোলপাড়

পিএসসির প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে সারাদেশে ব্যাপক তোলপাড় তৈরি হয়েছে। দেশের সাংবিধানিক একটি প্রতিষ্ঠানের এমন সংবেদনশীল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে খোদ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব পালন নিয়ে জনমনে উঠেছে নানা প্রশ্ন। ৩৩তম বিসিএস থেকে ৪৬তম বিসিএস পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের সত্যতা ওঠে এসেছে বেসরকারি একটি টেলিভিশনের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে। প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার পর সিআইডির সাইবার টিমের অভিযানে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে এ চক্রের অন্যতম হোতা নোমান সিদ্দিকীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাকিদেরও গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে করা মামলায় সংস্থাটির চেয়ারম্যানের সাবেক গাড়িচালক আবেদ আলীসহ ছয়জন দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন। আবেদ আলী পিএসসির প্রায় ২৫টি পরীক্ষার প্রশ্ন একাই ফাঁস করেছেন বলে জানা যায়। এছাড়াও এই প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে পিএসসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জড়িত আছেন বলে তিনি স্বীকার করেন। এ ঘটনায় পিএসসির পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি করা হয়েছে।

# বাংলাদেশকে তিস্তার পানি না দেওয়ার ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর

বাংলাদেশকে তিস্তার পানি দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তাঁর মতে, প্রতিবেশী দেশকে তিস্তার পানি দিলে পশ্চিমবঙ্গে খাবার পানির সংকট হবে। বাংলাদেশে তিস্তার পানি দেওয়া নিয়ে এর আগেও বিরোধিতা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। গত ২৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভা অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি তিস্তা ইস্যুতে এসব কথা বলেন। বিধানসভার বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গকে না জানিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার তিস্তা চুক্তি নিয়ে একপ্রস্তাব আলোচনা করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এমনিতেই তিস্তায় পানি কম । এরপর বাংলাদেশকে পানি দিয়ে দিলে উত্তরবঙ্গের মানুষ খাবার পানি পাবে না। আগে বাংলার প্রয়োজন মিটবে তার পরে প্রতিবেশী রাষ্ট্র।

# কোটা সংস্কার আন্দোলন

## দেশব্যাপী নজিরবিহীন সংঘাত, সংঘর্ষে নিহত আড়াই শতাধিক, কারফিউ জারি

কোটা সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী শুরু হওয়া আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ এবং নজিরবিহীনভাবে ছাত্র-জনতার উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টিয়ার শেল, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট, বুলেট নিক্ষেপে প্রায় আড়াই শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় দুই হাজারের অধিক। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাজার হাজার মানুষকে গেপ্তার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তারা বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক ব্লক করে অভিযান পরিচালনা করে।আন্দোলনের তীব্রতা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার দেশে কারফিউ জারি এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কোটা পুনর্নির্ধারণ করে রায় দেন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ।

### আন্দোলনের সূত্রপাত

গত ৫ জুন হাইকোর্ট বাংলাদেশ সরকারের কোটা বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে। তবে ৯ জুন হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করে। আদালতের রায় ঘোষণার পর থেকেই শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামলেও আন্দোলন তীব্রতা পায় জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের দিকে। ৭ জুলাই আন্দোলনকারীরা সারাদেশে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি ঘোষণা করে।

১৪ জুলাই কোটা পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্ট পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন। এদিন এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক বক্তব্যের জের ধরে রাত থেকেই আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এছাড়াও আন্দোলনকারীদের উপর সরকারদলীয় বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা হামলা চালালে আন্দোলন দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে।

### সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ ও কারফিউ জারি

১৮ জুলাই কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের দফায় দফায় সংঘাত সংঘর্ষে শিক্ষার্থী-পথচারীসহ বহু আন্দোলনকারী হতাহত হন। এদিন রাত ৯টা থেকে সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরদিন শুক্রবার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। এদিন নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। হেলিকপ্টারে টহল ও এর থেকে বুলেট নিক্ষেপের মাধ্যমেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালানো হয়। এদিন দেশজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ঐদিন রাত ১২টা থেকে সরকার সারাদেশে কারফিউ জারি করে এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করে।

### আদালতের কোটা পুনর্নির্ধারণ

তীব্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ৭ আগস্ট কোটা নিয়ে আপিল বিভাগের শুনানির দিন পুনর্নির্ধারিত থাকলেও দিনক্ষণ এগিয়ে এনে ২১ জুলাই কোটা পুনর্বহাল নিয়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল করে রায় দেন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ। এ রায়ে মেধা ৯৩ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটা ১ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ কোটা ১ শতাংশ পুনর্নির্ধারণ করে সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারির নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে সরকার চাইলে কোটা সংশোধন ও বদলানোর সুযোগ রাখা হয় এতে।

## আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উদ্বেগ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সরাসরি গুলি ব্যবহারের ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক গত ২৫ জুলাই এক বিবৃতির মাধ্যমে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।বিক্ষোভকারীদের ওপর ক্র্যাকডাউনের বিস্তারিত তথ্য জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক। ওইদিনই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বলেছে, কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে ছয় দিনের যোগাযোগ বিধিনিষেধের মধ্যেও কর্তৃপক্ষ 'বেআইনিভাবে বল প্রয়োগ অব্যাহত' রেখেছে। জাতিসংঘ ও অ্যামনেস্টির বিবৃতি দেওয়ার আগেই বিবৃতি দেয় নিউইয়র্ক-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। এদিকে ঢাকাস্থ কানাডিয়ান হাইকমিশন গত ২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে গত সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশের মানুষ যে ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছে, তা দেখে তারা স্তম্ভিত।

আন্তর্জাতিক

## আগামী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ২১ জুলাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি। একই সঙ্গে নির্বাচনে নতুন প্রার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রতি নিজের সমর্থন জানিয়েছেন বাইডেন। এখন অপেক্ষা শুধু দলীয় সিদ্ধান্তের।

তবে প্রার্থী এখনো চূড়ান্ত করেনি ডেমোক্রেটিক পার্টি। দল থেকে ঘোষণা আসলেই আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে লড়বেন কমলা হ্যারিস। ৮১ বছর বয়সী জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন। তবে গত মাসের শেষের দিকে প্রথম সরাসরি নির্বাচনী বিতর্কে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ট্রাম্পের সামনে ধরাশায়ী হন বাইডেন। এরপর তাঁর সক্ষমতা নিয়ে জোরেশোরে প্রশ্ন উঠতে থাকে। ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক নেতা তাঁকে প্রকাশ্যে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি সরে না দাঁড়ালে ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনী তহবিলে অর্থ না দেওয়ার ঘোষণা দেন অনেক চাঁদাদাতা। -নিউইয়র্ক টাইমস

## গাযায় পোলিও মহামারি ঘোষণা : ইসরায়েলি বর্বরতা চলছেই

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাযায় পোলিও মহামারি ঘোষণা করা হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনীর ধ্বংসাত্মক সামরিক আগ্রাসনকে এই স্বাস্থ্য সংকটের জন্য দায়ী করেছে গাযার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গত ২৯ জুলাই, সোমবার গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এসব কথা জানিয়েছে আল জাজিরা। জুলাই মাসের শুরুর দিকে গাযার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কম্পোনেন্ট পোলিওভাইরাস টাইপ-২ শনাক্তের ঘোষণা দিয়েছিল। এই ভাইরাসটি নর্দমায় পাওয়া গেছে, যা বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় শিবিরের তাঁবু থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) গাযায় ১০ লাখের বেশি পোলিও টিকা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে অবরুদ্ধ গাযায় ইসরায়েলি বর্বরতা চলছেই। গাজা উপত্যকার খান ইউনিস এলাকায় ২৭ জুলাই বিমান হামলার মাধ্যমে গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ হামলায় প্রায় শতাধিক নিহত ও তিন শতাধিক আহত হয়েছেন। -আল জাজিরা

## যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার

যুক্তরাজ্যে জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধান রাজা তৃতীয় চার্লস । কিয়ার স্টারমার গত ৫ জুলাই বাকিংহাম প্রাসাদে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ঋষি সুনাকের পদপত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। যুক্তরাজ্যে ৪ জুলাই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৪১২টি আসনে জয় পেয়েছে লেবার পার্টি । কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে ১২১টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কোনো দলের প্রয়োজন হয় ৩২৬ আসন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্যে টানা ১৪ বছর পর ক্ষমতা থেকে সরে গেল কনজারভেটিভ পার্টি। -বিবিসি

## ভয়াবহ ভূমিধসে ইথিওপিয়ায় নিহত আড়াই শতাধিক, ভারতে অর্ধশতাধিক

ইথিওপিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের কেনচো এলাকায় বিধ্বংসী ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা প্রায় আড়াই শতাধিকে পৌঁছেছে। গত ২৩ জুলাই সংগঠিত এ ভূমিধসে জীবতদের খোঁজে জোর তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে উদ্ধারকারী দল, নেওয়া হচ্ছে ড্রোনের সাহায্যও। দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী এ ভূমিধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের কাছে জরুরি ত্রাণসহায়তা পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছে মানবিক সংস্থাগুলো। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকটা খালি হাতে মাটি সরিয়ে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। রাজধানী আদ্দিস আবাবা থেকে কয়েক শ' কিলোমিটার দূরের এলাকাটি অনেকটাই যোগাযোগবিচ্ছিন্ন। এদিকে ৩০ জুলাই ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কেরালার ওয়ানাদ জেলায় প্রবল বৃষ্টিতে চার ঘণ্টার মধ্যে তিনটি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় অর্ধশতাধিক নিহত হয়েছেন; আটকা পড়েছেন শতাধিক মানুষ। কেরালা সরকার উদ্ধার অভিযানের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তা চেয়েছে। -এনডিটিভি

## যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী সমাবেশে ট্রাম্পের ওপর হামলা, হামলাকারী নিহত

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। ১৪ জুলাই স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে পেনসিলভানিয়ায় এক নির্বাচনী প্রচারে এ ঘটনা ঘটে। হামলাকারীর গুলিতে আহত হয়েছেন ট্রাম্প। তবে তা গুরুতর নয়। সন্দেহভাজন হামলাকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। হামলার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রাম্প সমাবেশের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন। এ সময় হঠাৎ গুলি শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে বসে পড়েন ট্রাম্প । তাৎক্ষণিকভাবে সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা ট্রাম্পকে দ্রুত একটি গাড়িতে তোলেন। এ সময় ট্রাম্পের কান ও গাল বেয়ে রক্ত পড়তে দেখা যায়। তবে ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের ভাষ্যমতে, তাঁর আঘাত গুরুতর নয়। -রয়টার্স

## প্রযুক্তিগত বিভ্রাটে স্থবির বিশ্ব : নয় হাজার ফ্লাইট বাতিল

গত ১৯ জুলাই বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮৫ লাখ উইন্ডোজ ডিভাইস অচল হয়ে পড়লে এয়ারলাইনস ও স্বাস্থ্যসেবাসহ স্থবিরতা নেমে আসে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সেক্টরে । এর জেরে সারা বিশ্বে ৯ হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। এয়ারপোর্টগুলোতে বাড়তে থাকে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ভিড়। এমনকি লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জও বাদ পড়েনি উইন্ডোজ বিভ্রাটের প্রভাব থেকে। 'ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ' নামের এই বিভ্রাটে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয় বিশ্বজুড়ে। এই বিভ্রাটের পেছনের কারণ সম্পর্কে সাইবার নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থা ক্রাউডস্ট্রাইক জানিয়েছে যে, তাদের ত্রুটিপূর্ণ সফটওয়্যার আপডেটের কারণেই মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-ভিত্তিক এতোগুলো ডিভাইস অকেজো হয়ে পড়ে। ক্রাউডস্ট্রাইক-এর সাম্প্রতিক ২টি আপডেটের মধ্যে একটি হলো কন্টেন্ট ভ্যালিডেটর- যার মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ ডেটা বা 'বাগ' থাকা সত্ত্বেও সেটা পাবলিশ হওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। তবে ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল যাতে না হয় সেজন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে এই প্রযুক্তি বিভ্রাট শুরু হওয়ার পরের এক সপ্তাহ পেরুলেও সব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়নি।প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, শুরু থেকেই এই সতর্কতাগুলো অবলম্বন করা উচিত ছিল ক্রাউডস্ট্রাইকের। -এএফপি

# ব্যথার দান

## কাজী নজরুল ইসলাম

গোলেস্তান! অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি। আঃ মাটির মা আমার, কত ঠান্ডা তোমার কোল! আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে জননীর সেই স্নেহবিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা,... সেই ঘুম-পাড়ানোর সরল ছড়া,–

ঘুম-পাড়ানি, মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো!

আরও মনে পড়ছে আমাদের মা-ছেলের শত অকারণ আদর-আবদার! সে মা আজ কোথায়?

দু-এক দিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড়ো-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশত হতে আবদেরে ছেলের কান্না মা শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানিনে, কিন্তু এ আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি বলেই– মাতৃ-স্নেহের ওই মস্ত শিকলটা আপনা হতে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে,– মাকে আগে আমার প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মার চেয়েও বড়ো জন্মভূমিকে ভালোবাসতে শিখেছি। মাকে আমি ছোটো করচি নে। ধরতে গেলে মা-ই বড়ো। ভালবাসতে শিখিয়েছেন তো মা। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা। আমাকে কাজ-অকাজে এমন করে সাড়া দিতে শিখিয়েছেন যে মা! মা পথ দেখিয়েছেন, আর আমি চলেছি সেই পথ ধরে। লোকে ভাবছে, কী খামখেয়ালি পাগল আমি! কী কাঁটা-ভরা ধ্বংসের পথে চলেছি আমি! কিন্তু আমার চলার খবর মা জানতেন, আর সে-কথা শুধু আমি জানি।

আমায় লোকে ঘৃণা করছে? আহা, আমি ওই তো চাই। তবে একটা দিন আসবেই যেদিন লোকে আমার সঠিক খবর জানতে পেরে দু-ফোঁটা সমবেদনার অশ্রু ফেলবেই ফেলবে। কিন্তু আমি হয়তো তা আর দেখতে পাব না। আর তা দেখে অভিমানী স্নেহ-বঞ্চিতের মতো আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসবে না। সেদিন হয়তো আমি থাকব দুঃখ-কান্নার সুদূর পারে।

# মুচি

## মুহাম্মাদ উসমান গণি

এক ব্যবসায়ীর কথা। সে ছিল দেশের প্রথম সারির বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু সততা, সত্যবাদিতা ছিল না তার চরিত্রে। এভাবেই সে হয়ে যায় বিশাল অবৈধ সম্পদের মালিক। একদিনের ঘটনা। তার একটি টাকার থলে হারিয়ে যায়। যাতে ছিল আটশো স্বর্ণমুদ্রা। এতে ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি খুব হাহুতাশ শুরু করে। এখানে ওখানে, গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে সর্বত্র খুঁজোখুজির পরও এই স্বর্ণের থলের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। সে একজন ঘোষণাকারী ভাড়া করলো এবং বলে দিল, যে আমার থলের সন্ধান দিতে পারবে তাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেওয়া হবে।

ঘোষণাটি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। ঘটনাক্রমে থলেটি পেয়ে যায় একজন গরীব মুচি। গরীব হলেও মুচি লোকটি ছিল খুবই সৎ ব্যক্তি। ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই মুচি ছুটে আসে ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে। ফিরিয়ে দেন তার স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলেটি। থলেটি হাতে পেয়ে ব্যবসায়ী খুব খুশি। অন্যদিকে মনে মনে অসৎ চিন্তা। ভাবছে কিভাবে মুচিকে একশো মুদ্রা না দেওয়ার পায়তারা করা যায়। ব্যবসায়ী তার থলেটি হাতে নিয়ে গুণতে শুরু করলো। হঠাৎ বলে ওঠে, মুচি! তুমি তাহলে খুব লোভী। আমি ঘোষণা করেছি যে থলেটি ফিরিয়ে দেবে তাকে একশো মুদ্রা প্রদান করা হবে। তাই বলে তুমি নিজেই একশো মুদ্রা রেখে দিবে?

একথা শুনে মুচি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, বলে, আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু অসৎ নই। আপনার থলে যে অবস্থায় পেয়েছি ঠিক এ অবস্থায়ই আপনার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি। আপনার পুরস্কার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে আমাকে চুর বলবেন কেন? এজন্য আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

একথা বলার সাথে সাথে দুজনের মধ্যে শুরু হয় তুমুল ঝগড়া। ঝগড়া থেকে হাতাহাতি, একপর্যায়ে আশপাশের লোকজন এসে তাদের থামিয়ে দিয়ে ফায়সালার জন্য একজন বিচারকের কাছে নিয়ে গেলেন। বিচার দুজনের কথাই খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেন। জ্ঞানী বিচারক বুঝে ফেললেন এখানে গরীব মুচি সৎ মানুষ। আর ব্যবসায়ী অসৎ। বিচারক এবার রায় দিলেন, ব্যবসায়ীর বক্তব্য অনুযায়ী থলেতে আটশো স্বর্ণমুদ্রা ছিল। যেহেতু তার হিসাব অনুযায়ী একশো স্বর্ণমুদ্রা কম সেহেতু আমার মনে হচ্ছে এই থলেটির মালিক ব্যবসায়ী নন, অন্য কেউ। অতএব, এই থলের প্রকৃত মালিক না পাওয়া পর্যন্ত থলেটি পুলিশের হিফাযতে থাকবে। রায় শুনে সবাই খুব খুশি হয়। অসৎ ব্যবসায়ীর মাথা নিচু হয়ে যায়। আর গরীব মুচি মাথা উঁচু করে বিচারালয় ত্যাগ করেন।

## ন্যায়ের ঝান্ডা
### আল মুত্তাকী

সব যুলমের কপাট খুলে
ন্যায়ের পতাকা উড়াবই
ক্ষণস্থায়ী জীবনে মোদের
শীর উঁচিয়ে বাঁচবই।

ন্যায়ের তরে প্রাণ দিতেও
নয় কুণ্ঠা-সংশয়
বাঁচলে গাযী মরলে শহীদ
মোদের কিসের ভয়?

সত্য ন্যায়ের ঝান্ডা ধরেই
বাঁচব না হয় অল্প
শোনবে এই পৃথিবী মোদের
বিজয় গাঁথা গল্প।

## আহবান
### ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

আমার প্রিয় ছোট্টমণি
শিশু কিশোর ভাই
তোদের জন্য একটা লিখা
এবার লিখে যাই।

এই যে সময় তোদের এখন
মহা মূল্যবান
সব ছাড়িয়ে পড়া লেখায়
সঁপো মন প্রাণ।

এই সময়ে কষ্ট করো
হাসবে ফুলের হাসি
কর্ম জীবন আসলে পরে
বাজবে সুরের বাঁশি।

আজকে যাঁদের শ্রেষ্ট জানো
তাঁরা ও ছিল এমন
তোদের মত এই সময়ে
করছিল দিন যাপন।

কিন্তু তাঁরা স্বপ্ন দেখে
রাঙ্গিয়েছে ধরা
তোমরা কেন পারবিনারে
তাদের চেয়ে চড়া।

আর দেরি নয় উঠে দাঁড়াও
আমার দেশের খোঁকা
জাগাও মেধা রুখে দিতে
দেখবো কে দেয় ধোঁকা।

## সংগ্রাম চলবে
### মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে
আমাদের সংগ্রাম চলবে।

এতোদিন করিনি কো যুদ্ধ
আজ হতে শমশের লড়বে
আমাদের সংগ্রাম চলবে।

দিকে দিকে সেনা দল জাগছে
স্লোগান মুক্তির তারা হাঁকছে
আমাদের সংগ্রাম চলবে।

দেশে দেশে মানুষেরা মযলুম
যুলমের প্রতিবাদী সুর উড়বে
আমাদের সংগ্রাম চলবে।

সত্যের জয় যদি না হয়
অবিরাম সংগ্রাম থাকবে
আমাদের সংগ্রাম চলবে।

মোরা সংগ্রামে দুর্বার দুর্জয়
যালিমের মসনদ এইবার নড়বে
আমাদের সংগ্রাম চলবে।

কৌশলী নিপীড়ন না হলে বন্ধ
আপসহীন লড়াই করবে
আমাদের সংগ্রাম চলবে।

## বাগান
### মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর

আষাঢ় শ্রাবণ বাংলাদেশে
বৃষ্টি বেশি পড়ে
বৃষ্টির পানি পড়ে ধরায়
জমিন উর্বর করে।
পেয়ে সবাই উর্বর ভূমি
পুকুর রাস্তা বাড়ি
ফলজ বনজ ওষুধি গাছ
লাগাই সারি সারি।
করলে রোপণ গাছের চারা
শিশু-কিশোর সবে
সবুজ শ্যামল এই ধরণী
কার্বনমুক্ত রবে।
ফুলে ফলে অক্সিজেনে
ভরতে সবুজ প্রাণ
এসো সবাই বেশি করে
তৈরী করি বাগান।

## সময়ের আক্ষেপ-৭
### এস এম মনোয়ার হোসেন

যেমন নদীর এপার ভাঙে
ওপার ঠিকই গড়ে
মানব জীবন তেমনি সখা
ভাঙা-গড়ায় পড়ে।

এমনই হয় জীবন ধারা
কর্মে প্রতিফল
ক্রান্তিকালও পার হতে হয়
রেখে মনোবল।

জয় জয়কার দেখছি অনেক
রয় নি বেশিদিন
মূল্যদানেই মূল্য মিলে
বুঝে নি সে হীন!

শান্তি খুঁজি অর্থ-বিত্তে
আসল সুখটা দিলে
নিজের কাজে তুষ্ট হলে
অল্পতে সুখ মিলে।

হা-হুতাশে অশান্ত মন
নেই কিছুতে স্বাদ
ভালো কাজে হৃদয় মাঝে
আসবে হর্ষনাদ।

রবের মদদ যায় যে পাওয়া
ভালোর প্রচেষ্টায়
ভালোবাসি এমন জীবন
বাঁচি এই আশায়।

## সূরা কাওসার
### সেলিম আহমদ কাওছার

১. (হে নবী) নিশ্চয়ই
আমার পক্ষ থেকে
তোমার জন্য উপহার
দিয়েছি (নিয়ামত স্বরূপ)
পবিত্র কাওসার।

২. (অতএব)
নামায পড়
আর কুরবানী কর
ওয়াস্তে আল্লার।

৩. নিশ্চয়ই যে,
নিন্দুক তোমার
শেকড় কাটা
হয়েছে তার।

# পবিত্র কাবা শরীফের বিস্ময়কর তথ্য

**পৃথিবীর প্রথম ঘর**

হাদীসের ভাষ্যমতে, কাবার নিচের অংশ পৃথিবীর প্রথম জমিন। হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির ২ হাজার বছর আগে সেখানে পৃথিবীর প্রথম ঘর কাবা নির্মাণ করা হয়। আল্লাহর নির্দেশে কাবাঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ফিরিশতারা। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এই ঘর, যা বাক্কায় (মক্কা নগরীতে) অবস্থিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত ও বরকতময়। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯৬)

**কাবাঘর নির্মাণ**

হযরত আদম (আ.) এর সৃষ্টির ২ হাজার বছর আগে আল্লাহর হুকুমে ফিরিশতারা এই ঘর নির্মাণ করেন। আদম (আ.) পৃথিবীতে আসার পর আল্লাহ তাআলার হুকুমে পুনরায় কাবাগৃহ নির্মাণ করেন এবং কাবাকেন্দ্রিক বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগির নির্দেশ পান। হযরত নূহ (আ.) এর যুগে মহাপ্লাবনে এই ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাইল (আ.)। নির্মাণের পর আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে বিশ্ববাসীকে এই ঘর যিয়ারতের আহবান জানানোর নির্দেশ দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দাও। তারা দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের কৃশকায় উটে সওয়ার হয়ে তোমার কাছে আসবে (সূরা হজ্জ, আয়াত-২৭)। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর আহবানের পর থেকে আজ পর্যন্ত কাবাকেন্দ্রিক ইবাদত ও যিয়ারত বন্ধ হয়নি।

**পুনঃনির্মাণ-সংস্কার**

সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য মতে, কাবাকে এ পর্যন্ত ১২ বার পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শত্রুদের আক্রমণের কারণে বিভিন্ন সময় সংস্কার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যারা এই মহান কাজে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত আদম (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.) ও সহযোগী হিসেবে হযরত ইসমাইল (আ.), আমালিকা সম্প্রদায়, জুরহুম সম্প্রদায়, বিখ্যাত কুরাইশ বংশ যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধর ছিলেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির ৫ বছর আগে এই পুনঃনির্মাণ করা হয়। এ কাজে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে সবার সম্মতিক্রমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাগৃহে তা স্থাপন করেন। এরপর যথাক্রমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়ের ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং উসমানিয়া খিলাফতের বাদশাহ মুরাদের নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে কাবায় বিভিন্ন ইবাদত ও তাওয়াফ আরামদায়ক করার লক্ষ্যে আধুনিক ও উন্নত পাথরের ব্যবহারে কাবা চত্বরসহ বেশ কিছু উন্নয়নের কাজ করা হয়।

**কাবাঘরের আয়তন**

কাবাঘর বর্গাকৃতির। কাবাঘরের উচ্চতা ৪৫ ফুট। পূর্ব দেয়াল ৪৮ ফুট ৬ ইঞ্চি, পশ্চিম দেয়াল ৪৬ ফুট ৫ ইঞ্চি, উত্তর দেয়াল (হাতিমের পাশ) ৩৩ ফুট এবং দক্ষিণ দেওয়ালে (কালো পাথর কর্নার থেকে ইয়েমেনি কর্নার) ৩০ ফুট। কাবাঘরের দুটি দরজা ও একটি জানালা ছিল। বর্তমানে শুধু একটি দরজা রাখা হয়েছে। ভূমি থেকে ২.৫ মিটার (৪.২ ফুট) উচ্চতায় যার দৈর্ঘ্য ৩.৬ মিটার (১১.৮ ফুট) ও প্রস্থ ১.৬৮ মিটার (৫.৫ ফুট)। দরজাটি বাদশাহ খালিদ ২৮০ কেজি স্বর্ণ দ্বারা তৈরি করেন।

**কাবাঘরের চাবি**

মক্কা বিজয়ের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘরের চাবি বনী শাইবাহ গোত্রের উসমান ইবন তালহা (রা.) এর কাছে হস্তান্তর করেন। বংশপরম্পরায় এখনও তারাই কাবাঘরের চাবির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বছরে দুবার এই ঘর খোলা হয় পরিষ্কার করার জন্য। একবার রামাদান মাসে, অন্যবার ঈদুল আদহার ১৫ দিন আগে।

*গ্রন্থনাঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার*

## বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

**১০৬. شُرُوْعٌ (শুরুউন):** বাংলা শুরু। আরম্ভ, সূচনা, প্রথম অংশ। যেমন- সেতু উদ্বোধনের শুরুতেই ফাটল।

**১০৭. شَاهِيٌّ (শাহিয়ুন):** বাংলা শাহী। শ্রেষ্ঠ, প্রসিদ্ধ, নামীদামী। যেমন- শাহী ঈদগাহ, শাহী হালিম।

**১০৮. شَالٌ (শালুন):** বাংলা শাল। চাদর, বড় ধরনের কাপড়। শাল হতে শালু। যেমন- লাল শালু।

**১০৯. صَبْرٌ (সাবরুন):** বাংলা সবর। সবুর থেকে উৎপন্ন বাংলা সবর শব্দের। ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, সহিষ্ণু। যেমন প্রবাদ- সবুরে মেওয়া ফলে।

**১১০. صَافٌّ (সা-ফফুন):** বাংলা সাফ। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ময়লা দূর করা। যেমন- শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরি পায়ের ধূলি ধুয়ে-মুছে সব করিছেন সাফ সঞ্চারি অঙ্গুলি।

*গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান*

# আন্দালিব ভাই সমীপে...

**প্রিয় আন্দালিব ভাই**

প্রথমেই আমার সালাম নিবেন। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমি মাঝেমধ্যে পরওয়ানা পড়তাম কিন্তু নিয়মিত ছিলাম না। গত জুন মাসে প্রকাশিত রাজকন্যা গল্পটি পড়ে পরওয়ানার প্রতি অন্যরকম ভালো লাগা হয়ে যায়। এখন থেকে আমি নিয়মিত পরওয়ানা পড়ছি।

**আব্দুল্লাহ আল সাদিক**
সিলেট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট

**-আন্দালিব ভাই**

পরওয়ানার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে স্বাগত জানাই। আশা করি পরওয়ানার অন্যান্য লেখাগুলোও তোমার ভালো লাগবে। পরওয়ানার সাথেই থাকবে সবসময়। পরওয়ানা হোক তোমার নিত্যদিনের সঙ্গী। আজ এ পর্যন্ত। কথা হবে অন্য কোনো সংখ্যায়।

**প্রিয় আন্দালিব ভাই**

আসসালামু আলাইকুম,কেমন আছেন? আশাকরি ভালো আছেন। আমি পরওয়ানা একজন নিয়মিত পাঠক। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে আমি নিয়মিত পরওয়ানা পড়ে যাচ্ছি।। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমি আবাবিল ফৌজের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া না পাওয়ায় মন খারাপ হয়ে গেয়েছিল। ভেবেছিলাম আমার আবেদন মনে হয় আন্দালিব ভাই সমীপে পৌঁছেনি। অবশেষে গত মে সংখ্যায় 'আবাবীল ফৌজের সদস্য হলো যারা'এর পাতায় আমার নাম দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমাকে আবাবীল ফৌজের সদস্য করায় আন্দালিব ভাইকে ধন্যবাদ।

**সালমান আহমাদ ইলিয়াস**
সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা,সিলেট

-আন্দালিব ভাই, তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তুমি অনেক আগে আবাবীল সদস্য হওয়ার আবেদন করেছো এবং তা আমাদের কাছে পৌঁছেছেও সময়মতো। কিন্তু আরও আগে যারা আবেদন করেছেন তাদেরকে সদস্য করার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেই যা বিলম্ব হলো। আশাকরি তুমি আন্দালিব ভাইয়ের উপর কোন অভিযোগ আর মনে রাখবেনা। তুমি সদস্য হতে পেরে আনন্দিত হয়েছো শুনে আমরাও খুশি হলাম। তুমি নিয়মিত লিখবে আমাদের। তোমার বন্ধুদেরকেও সদস্য হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইলো।

**প্রিয় আন্দালিব ভাই,**

আসসালামু আলাইকুম, আমি মাসিক পরওয়ানার একজন নিয়মিত পাঠক। পরওয়ানা আমার খুব প্রিয় একটি পত্রিকা। প্রতি মাসের গল্পগুলো আমার প্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ। পরওয়ানা হাতে পেয়ে নিমিষেই পড়ে ফেলি গল্পগুলো। জুন সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'দুরন্ত পথিক' খুব চমৎকার হয়েছে। লেখক গল্পের মাধ্যমে আমাদের শিশু-কিশোরদের একটি জ্ঞানগর্ভ বার্তা দিয়ে গেছেন। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ শিক্ষামূলক এরকম একটি গল্প উপহার দেওয়ার জন্য।

**সাজিদ আওফী সাহিল**
সদর, কুমিল্লা

**-আন্দালিব ভাই**

অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় সাহিল। পরওয়ানার গল্প তোমার কাছে ভালো লাগে শুনে আমরাও খুশি হলাম। গত মাসে প্রকাশিত জাতীয় কবি রচিত গল্পটি তোমার বেশ ভালো লেগেছে তা শুনে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগলো। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের চেতনা, আমার প্রেরণা।

**প্রিয় আন্দালিব ভাই**

আমি পরওয়ানার অনিয়মিত পাঠক। কিন্তু যখন পড়ি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ি। আমি একজন মেয়ে হিসেবে খাতুন বিভাগটি নিজের বিভাগ মনে হয়। আমি কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানাই খাতুন বিভাগে যেন আরও বেশি বেশি লেখা সংযোজন করা যায়। আশা করি আমার সাথে আরও অসংখ্য পাঠক বোনেরাও একমত হবেন। বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ রইলো।

**মাহবুবা জামান**
মিরপুর পাবলিক হাই স্কুল, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই, অনিয়মিত পাঠক হিসেবে ধন্যবাদ জানাই। তবে আমরা আশা করব তুমি খুব দ্রুত আমাদের অসংখ্য নিয়মিত পাঠকের মিছিলে যোগদান করবে। সুন্দর পরামর্শের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, খাতুন বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করতে তোমাদের মতো একঝাঁক মেধাবী লেখক খুবই প্রয়োজন। তোমার পরামর্শকে সামনে রেখে আমরা খাতুনকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

## সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

**আন্দালিব ভাই**
**পরিচালক, আবাবীল ফৌজ**
**মাসিক পরওয়ানা**
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
**সিলেট অফিস:** পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

# আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

**প্রিয় বন্ধুরা!**
কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। তোমাদের প্রিয় পরওয়ানা কিন্তু দেখতে দেখতে অনেকটা বছর পাড়ি দিয়ে চলেছে। তোমাদের নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে পরওয়ানা। পরওয়ানার এ পথচলায় সকলের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা।

দেশে চলছে কোটাবিরোধী আন্দোলন যা দেশকে একটি কঠিন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অসংখ্য ছাত্র শহীদ হয়েছে চলমান আন্দোলনে। সংকটকালীন সময়ে তোমাদের স্কুল-মাদরাসা বন্ধ রয়েছে। তোমাদের বেকার সময় যাচ্ছে বাসায় বসে। তবে এই সময়টাকে হেলায় ফেলায় না কাটিয়ে তোমার স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য সময়টাকে কাজে লাগাতে পারো। পাশাপাশি নিয়মমাফিক পড়াশোনা তো অবশ্যই চলমান থাকবে।

**বন্ধুরা!**
ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা ইসলামী পণ্ডিত, ফিকহে হানাফী ও নকশবন্দী তরীকার একনিষ্ঠ অনুসারী আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন শাইখ আহমদ নকশবন্দী সিরহিন্দি (র.) এর ওফাত দিবস ২৮ সফর। তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বলা হয়। যার অর্থ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরোধীতার জন্য তিনি অধিক পরিচিত। ভারতের সিরহিন্দে তার মাযার অবস্থিত। আমরা যেন মুজাদ্দিদে আলফে সানীর পথ ধরে সমাজ সংস্কারের পথে এগিয়ে যেতে পারি সেই প্রত্যাশা রেখে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে ইতি টানছি।

ইতি
**তোমাদেরই আন্দালিব ভাই**

# বলতো দেখি?

## এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. মাজমাউয যাওয়াইদ এর রচয়িতা কে?
২. যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
৩. ছারছীনার পীর হযরত আল্লামা শাহ মুহাম্মদ মুহেব্বুল্লাহ (র.) কবে ইন্তিকাল করেন?
৪. Those who tell the stories rule society কার উক্তি?
৫. পবিত্র কাবাঘরের উচ্চতা কত ফুট?

## গত সংখ্যার উত্তর

১. পেয়ারা
২. ১৩৪৬
৩. ২১ ও ২২ জুন ২০২৪
৪. আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)
৫. ৬১ হিজরীতে

**যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]**
মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # মোঃ আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # হাফিয মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মোঃ জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # আব্দুর রহিম, কানহাত, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ সালাহ উদ্দিন আল বেলাল, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # মেহেদী হাসান ইমন, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সুমানা আক্তার,সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মিতু ইয়ান, সাহাব উদ্দিন হযরত শাহ্ খাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # তাসনিয়া জান্নাত, কাড়েরা, ছকাপন, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আশিকুর রহমান, জামকান্দি, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ লালন আহমদ রাজু, দ্বীনেরটুক দারুল কুরআন আলিম মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # আব্দুর রহিম, কানেহাত, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # মোঃ আবু রায়হান, পতনঊষার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # ছামির আল হাসান, বীরেন্দ্র নগর স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # তাসলিমা আকতার, কমলগঞ্জ সরকারি গণমহাবিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো:বুরহান উদ্দিন, সফাত আলী সিনিয়র ফাযিল সিনিয়র মাদরাসা,কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

# শব্দকল্প

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | | | ৩ |
| | | | | | |
| ৪ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | | | | | |
| | | | | ৮ | |

**সূত্র : পাশাপাশি**

১। স্বাধীনতা পরবর্তী ছাত্র সমাজের অধিকার আদায়ে সর্ববৃহৎ আন্দোলন ৪। পাগড়ি ৬। গলায় দড়ি দিয়ে জীবন হনন ৭। নবীনতা ৮। রীতি।

**সূত্র : উপর-নীচ**

২। নভোমন্ডল ৩। নকশাযুক্ত কাঁথা ৪। অন্য ৫। মামা এর সমার্থক শব্দ।

## গত সংখ্যার সমাধান

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| প | বি | ত্র | আ | শু | রা |
| র | জ | | ভা | | হ |
| শ | য় | ন | | | বা |
| | | হ | ক | দা | র |
| ম | হ | র | র | ম | |

**গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী**
**মো. নাছির উদ্দিন তালহা**
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

**শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)**

মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ সালাহ উদ্দিন আল বেলাল, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোহাম্মদ তমাল হোসেন, বরুণা হাজীপুর মুহাম্মদীয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # মোঃ নাজমুল ইসলাম, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # সুমানা আক্তার, সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মিতু ইয়ান,সাহাব উদ্দিন হযরত শাহ খাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা জুড়ী, মৌলভীবাজার # তাসনিয়া জান্নাত, কাড়েরা, ছকাপন, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আশিকুর রহমান, জামকান্দি, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ লালন আহমদ রাজু, দ্বীনেরটুক দারুল কুরআন আলিম মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # আব্দুর রহিম, কানেহাত, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # মোঃ আবু রায়হান, পতনঊষার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # ছামির আল হাসান, বীরেন্দ্র নগর স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # তাসলিমা আকতার, কমলগঞ্জ সরকারি গণমহাবিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো:বুরহান উদ্দিন, সফাত আলী সিনিয়র ফাযিল সিনিয়র মাদরাসা,কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

# বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

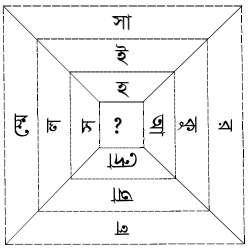


*বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।*

## গত সংখ্যার সমাধান

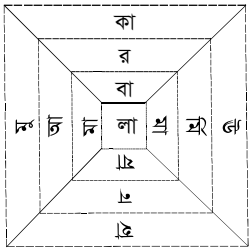


**গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী**
**আজিম উদ্দিন মাছুম**
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

**যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে**

মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন শামিম, গাজীপুর দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো: কামরুল ইসলাম, সঈদপুর বাজার ফাযিল সিনিয়র মাদরাসা,নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # কামাল হোসেন, জকিগঞ্জ ফাযিল সিনিয়র মাদরাসা,জকিগঞ্জ, সিলেট # মেহেদী হাসান ইমন,হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # আব্দুস সামাদ,বাদে ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ হুছাম উদ্দিন, সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সুমানা আক্তার,সাগরনাল সিনিয়র আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মিতু ইয়ান,সাহাব উদ্দিন, হযরত শাহ খাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # তাসনিয়া জান্নাত, কাড়েরা, ছকাপন, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আশিকুর রহমান, জামকান্দি, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ লালন আহমদ রাজু, দ্বীনেরটুক দারুল কুরআন আলিম মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # আব্দুর রহিম, কানেহাত, ভূকশিমইল, কুলাউড়া,মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # মোঃ আবু রায়হান, পতনঊষার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # ছামির আল হাসান, বীরেন্দ্র নগর স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ # তাসলিমা আকতার, কমলগঞ্জ সরকারি গণমহাবিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো:বুরহান উদ্দিন, সফাত আলী সিনিয়র ফাযিল সিনিয়র মাদরাসা,কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো: খলিলুর রহমান,বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

## অদ্ভুত পৃথিবী

# ডোর টু হেল

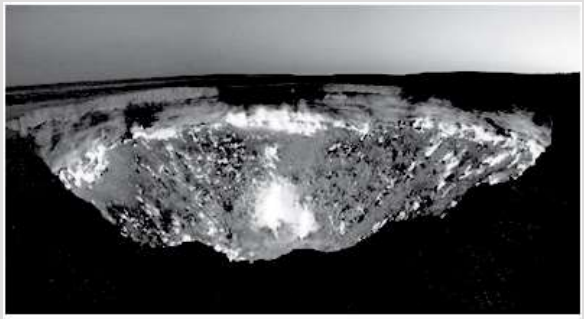

বাংলায় যাকে বলা যায় নরকের দরজা। নামটা শুনেই ভয় লাগার কথা যে কারো। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মূলত এটি একটি প্রাকৃতিক গ্যাস উদগীরণস্থল। মরুর বুকে প্রায় ৭০ মিটার ব্যাস ও ৩০ মিটার গভীর এই গর্ত কয়েক দশক ধরে জ্বলছে।

১৯৭১ সালে, তুর্কমেনিস্তানের দ্রাভা শহরের কারাকুম মরুভূমিতে গ্যাসের খনির সন্ধান মেলে। প্রাথমিকভাবে গবেষণা করে দেখা যায় এটি বিষাক্ত গ্যাস। এই বিষাক্ত গ্যাস যাতে চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে আশেপাশের এলাকার ক্ষতি করতে না পারে এজন্য গ্যাস জ্বালিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন গবেষকরা।

গবেষকদের ধারণা ছিলো অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এই বিষাক্ত গ্যাস শেষ হয়ে যাবে এবং আগুন নিভে যাবে। কিন্তু গবেষকদের অবাক করে দিয়ে ৪০ বছর ধরে সেখানে আগুন জ্বলছে। সেখানকার উত্তাপ এতো বেশি যে, কেউ চাইলেও ৫ মিনিটের বেশি সেখানে দাঁড়াতে পারবেন না। তবে রাতের বেলা এই দৃশ্য খুবই সুন্দর লাগে। অনেক দূর থেকেই শিখার উজ্জ্বলতা ভালোভাবে বোঝা যায়। ভ্রমণ পাগল মানুষদের কাছে এটি একটি আকর্ষণীয় স্থান।

## হাসতে জানি

### নদীতে কুলি ফেলেছে!

এক স্কুলশিক্ষক স্কুলের বাইরে বসেছিলেন। এমন সময় তার সামনে কাঁচুমাচু হয়ে একটি ছেলে এসে জানাল, সে নদীতে কুলি ফেলেছে এবং এর জন্য সে ক্ষমা চায়। স্কুলশিক্ষক বললেন, 'এ আর এমন কী, নদীর পানি সামান্য ময়লা হতে পারে হয়তো, কিন্তু এর জন্য ক্ষমা চাওয়ার কী আছে?'

কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাকে দুটো উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন শিক্ষক।

কিছুক্ষণ পর আরেকটি ছেলে এসে নদীতে কুলি ফেলার জন্য ক্ষমা চেয়ে গেল। তারপর আরেকজন। স্কুলশিক্ষক বেশ অবাক হলেন। এমন সময় চতুর্থ জন প্রবেশ করল। স্কুলশিক্ষক বললেন, তুমিও কি নদীতে কুলি ফেলে এসেছ?

চতুর্থজন রাগে চিৎকার করে উঠল, রাখুন আপনার জ্ঞানের কথা, আমিই কুলি! পাশের রেল স্টেশনে কাজ করি। তিন বদমাশ ছেলে ধাক্কা দিয়ে আমাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তাদের এদিকে আসতে দেখলাম মনে হয়।

**সংগ্রহে: রেদওয়ান আহমদ রমজান**
*গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট*

## আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

**৩৪৫৩. কাজী ফারহান আক্তার সুমা**
পিতা: কাজী মাহমুদুল বাসিত ইসকন্দর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইমাম আবূ হানীফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

**৩৪৫৪. মোছা. রাবেয়া আক্তার রিমা**
পিতা: লাহিন আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: জগন্নাথপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: জগন্নাথপুর
ডাক: জগন্নাথপুর
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

**৩৪৫৫. শাহ তামজিদ আহমদ**
পিতা: শাহ শেফুল আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইমাম আবূ হানীফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

**৩৪৫৬. কাজী আহমদ আল জামী**
পিতা: কাজী মাহমুদুল বাসিত ইসকন্দর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইমাম আবূ হানীফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

**৩৪৫৭. আইমান হোসাইন জিসান**
পিতা: ফখরুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এণ্ড কলেজ
গ্রাম: নয়াগ্রাম
ডাক: বালিঙ্গা বাজার
থানা: বিয়ানীবাজার
জেলা: সিলেট

**৩৪৫৮. আবু নাসির অলিদ**
পিতা: ফয়জুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: দি সিলেট খাজাঞ্চিবাড়ি স্কুল এণ্ড কলেজ
গ্রাম: আজিমগঞ্জ
ডাক: দক্ষিণ ভাগ
থানা: বড়লেখা
জেলা: মৌলভীবাজার

**৩৪৫৯. জাহিদ হাসান**
পিতা: আলী হোসাইন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল
গ্রাম: কালীকৃষ্ণপুর
ডাক: নূরজাহানপুর
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

**৩৪৬০. মারুফ আল নাঈম**
পিতা: মুহাম্মদ শাহনূর আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গাবুরগাঁও দারুল কুরআন দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: লক্ষিপাশা
ডাক: চরমহল্লা
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

**৩৪৬১. নাজিয়া ফাতেমা ইরিন**
পিতা: আব্দুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: রুস্তমপুর
ডাক: বাঘা
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্সুস (হাদীস ও ফিক্হ)

مركز الفولتالي داكا

# FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

# আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাসে

আলিম জামাতে

## ভর্তি চলছে

সীমিত আসন

**আমরা ভিন্ন কেন?**

- আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।
- ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

**যোগাযোগ**

01700-842680, 01772-959072
01712-904501, 01737-769053

## হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

## দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগন্জ

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

**প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের**

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

**ক্যাম্পাস** | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

আপনি কি ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালের মধ্যে

হজ্জ করতে চান?

মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন

ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী

আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী

+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা

Khaja Air Liner

খাজা

Khaja

air Liner

Travel & Tours

হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড ট্যুরস

Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

TURKISH AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

Emirates

QATAR AIRWAYS

SINGAPORE AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

REGENT

NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস

সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার

01724 926 329, 01714 486796

www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস

হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল

01724 691 177, 0248 313524

khajaairliner@yahoo.com

আল মারওয়ান ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস্

হজ্জ লাইসেন্স নং-১৫১২ | সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ওমরাহ্ এজেন্ট | ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-২৫৮

হজ্জ ও ওমরাহ্ বুকিং চলছে

হজ্জের প্রাক নিবন্ধন চলমান

ওমরাহ্ ইকোনমি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ থেকে ৫-১০ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মসজিদ-এ নববী থেকে ৫-৭ মিনিটের দূরত্বে হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

ওমরাহ্ ভি.আই.পি প্যাকেজ

- ভিসা, এয়ার টিকেট
- হারাম শরীফ ও মসজিদ-এ নববীর নিকটবর্তী ৪স্টার/৫স্টার হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় ট্রান্সপোর্ট
- নিজস্ব হোটেলে উন্নতমানের বাংলা খাবারের ব্যবস্থা
- গাইড দ্বারা সার্বক্ষণিক সেবা

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

ATAB

ভারত এবং বাংলাদেশের যেকোনো এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীন (Domestic) টিকেট পাওয়া যায়।

আমাদের সেবাসমূহ

- হজ্জ ও ওমরাহ্ সার্ভিস
- সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং
- এয়ার টিকেট
- সৌদি আরবে নিজস্ব মোয়াল্লেম দ্বারা হজ্জ-ওমরাহ্ পরিচালনা করা
- প্রয়োজনে হুইল চেয়ারে যাত্রী বহন
- ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান

রশিদ এম্পোরিয়াম (২য় তলা), দরগাহ গেইট, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ

মোবাইল: ০১৭৩৭৮১৫৫৮০, ০১৬১১৪৮০৪৮০, ০১৭৪৭৫১৫১৫১

# লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর
## LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR

(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)

**বৈশিষ্ট্যাবলী**

- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
- কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
- প্রবাসী ও দুরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
- ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
- বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
- একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
- পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ

সফলতার ১১ বছর

**ভর্তি চলছে**

বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা

প্রতিবছর
- ১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
- ২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা
- নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন
- ১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু

ক্যাম্পাস | দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট

যোগাযোগ
মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল
মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮
E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মো. একলাছুর রহমান
সত্ত্বাধিকারী
মোবাইল: ০১৭৩৩-৯৪০৮৪০

মেসার্স

# প্রীতি আয়রণ এন্ড স্টীল

এখানে ফ্লেট বার, জেড বার, এঙ্গেল এম.এস শিট
এম.এস পাইপ ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

মোবাইল দোকান: ০১৭১১-৮৪৭৪৯৫

৭৭২/৫ ঢাকা-সিলেট রোড (বেড়িরপার), মৌলভীবাজার-৩২০০

সৌদি সরকার কর্তৃক এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত হজ্জ ও ওমরাহ্ এজেন্ট

# লতিফ ট্রাভেলস

## লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TOAB HAAB TDAB

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬১
লতিফ ট্রাভেলস
স্থাপিত : ১৯৬২

হজ্জ & ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -

- এয়ার টিকেট
- প্যাকেজ ট্যুর
- ম্যানপাওয়ার
- ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড | দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে | সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯ | ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) | পূর্ব জিন্দাবাজার | সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড | ভার্থখলা | সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭ | ৭১৪৪৭৬ | ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫ | ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা) | শাহজালাল উপশহর | সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

# নকশি
এক্সক্লুসিভ কালেকশন
আর এম সিটি শপিং মল
কুলাউড়া
Nakshi Exclusive

মেসার্স
# হাজী আলাউদ্দিন ট্রেডার্স

উত্তর বাজার, কুলাউড়া

# মাহা

কুলাউড়া শপিং কমপ্লেক্স (নিচতলা)
কুলাউড়া

প্রোঃ আফজাল হোসেন সাজু | ০১৭৪৪-৮১৫০৬৯

# LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

- EDUCATION
- ORPHANS
- HOUSING PROJECTS
- MASJID PROJECTS
- INFRASTRUCTURE
- SUSTAINABLE LIVELIHOODS
- AGRICULTURE SUPPORT
- WEEDING SUPPORT
- SADAQAH PROJECT
- HEALTH CARE
- EYE CARE
- GIFT
- QURBANI PROJECT
- EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
- BLIND AND DISABLED PROJECT
- WATER PROJECT
- WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে

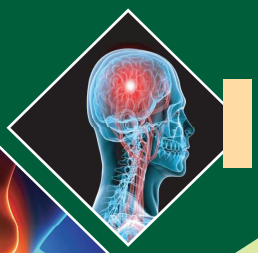

- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

# Al ISLAH
## CASH & CARRY

CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127